জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২২
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (কলেজ)-২০২২

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (কলেজ)-২০২৩

শেখ রাসেল পদক-২০২২

ZAYED
SUSTAINABILITY
PRIZE
দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান (হাই স্কুল)-২০২৩

সন্দীপন

বার্ষিকী ২০২৩

উৎকর্ষ সাধনে অদম্য

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

www.drmc.edu.bd

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান

'এমন জীবন গড়ো,
যাতে মৃত্যুর পর মানুষ মনে রাখে'

- শহিদ ফারহান ফাইয়াজ

শহিদ ফারহান
ফাইয়াজসহ
সকল শহিদের
আত্মার স্মরণে...

সন্ধীপন

বার্ষিকী প্রকাশনা পর্ষদ

পৃষ্ঠপোষক : ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ
এনডিসি, পিএসসি

উপদেষ্টামণ্ডলী : আসমা বেগম, উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি- সিনিয়র শাখা
ফাতেমা জোহরা, উপাধ্যক্ষ, দিবা- সিনিয়র শাখা
মোহাম্মদ শহীদ উল্যাহ, উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি- জুনিয়র শাখা
মোঃ ফিরোজ খান, উপাধ্যক্ষ, দিবা- জুনিয়র শাখা
মোঃ শামসুর রহমান তালুকদার, উপাধ্যক্ষ, দিবা- শিক্ষাভবন-৩

সম্পাদনা পর্ষদ- ২০২৩ :
মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক -আহ্বায়ক
রতন কুমার সরকার, সহযোগী অধ্যাপক -সদস্য
মোঃ বাকাবিল্লাহ, সহযোগী অধ্যাপক -সদস্য
ড. রুমানা আফরোজ, সহকারী অধ্যাপক -সদস্য
ড. মোঃ আবু তৌহিদ মিয়া, সহকারী অধ্যাপক -সদস্য
তারেক আহমেদ, প্রভাষক -সদস্য
মোঃ খায়রুজ্জামান, প্রভাষক -সদস্য
নিশাত নওশিন, প্রভাষক -সদস্য
আছমা খাতুন, প্রভাষক -সদস্য
জিনাত ফাতেমা স্বর্না, প্রভাষক -সদস্য

মুদ্রণ তত্ত্বাবধান : বার্ষিকী সম্পাদনা পর্ষদ-২০২৩

আলোকচিত্র : গ্যালাক্সী ফটোগ্রাফি হাউস

প্রচ্ছদ : সাকলাইন রেজা, দ্বাদশ শ্রেণি (প্রভাতি)

অলংকরণ : মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক (ইংরেজি)

ডিজাইন এবং মুদ্রণ : মোঃ জাকির হোসেন, গ্যালাক্সী ডিজাইন হাউজ, মিরপুর-১, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৯১৩০৯৯৪১৭, ই-মেইল: glxyint@gmail.com

প্রকাশকাল : জুন ২০২৪

অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষবৃন্দ, শিক্ষক প্রতিনিধিদ্বয় এবং বার্ষিকী সম্পাদনা পর্ষদ

সভাপতির বাণী

জ্ঞান ও শক্তির সম্মিলনে সৃজিত শিক্ষার মধ্যেই নিহিত একটি জাতির প্রগতি ও মুক্তি। মানবতা, শান্তি ও উন্নয়নে শিক্ষা আপোসহীন ও অবিচ্ছেদ্য। সৎ, নির্ভীক ও নিষ্ঠাবান মানুষ তৈরির জন্য সুশিক্ষার বিকল্প নেই।

যুগোপযোগী ও আধুনিক শিক্ষার মানদণ্ডকে সামনে রেখে 'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' মূলমন্ত্রে দীক্ষিত এ প্রতিষ্ঠান শিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে ক্রমান্বয়ে উৎকর্ষের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আসছে।

একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্রোতধারায় জাতি হিসেবে বিশ্ব আসনে আসীন হওয়ার প্রধান হাতিয়ার সুশিক্ষিত মানবসম্পদ। তাই মানবসম্পদের সৃষ্টিশীল বিকাশে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নতুন প্রজন্মকে প্রযুক্তিগত ও আধুনিক শিক্ষায় গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের সেবার ব্রত নিয়ে প্রতিনিয়ত নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সার্বজনীন শিক্ষানীতির আলোকে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে নিবিড় পরিচর্যা ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও সৃজনশীলতা বিকাশে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ সর্বদা সচেষ্ট ও অঙ্গীকারবদ্ধ।

'সন্দীপন' এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা, সৃজনশীলতা ও মনোজগতের বিকাশ ত্বরান্বিত করে।

'সন্দীপন-২০২৩' এর নবীন লেখকদের জন্য রইল আমার আশীর্বাদ ও শুভকামনা।

পরিশেষে কলেজ বার্ষিকী প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

সোলেমান খান
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এবং
সভাপতি
বোর্ড অব গভর্নরস, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

অধ্যক্ষের বাণী

আধুনিক সভ্যতার কংক্রিটের নগরে ৫০-একরের একটুকরো শ্যামল স্বর্গভূমিসম ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধন করে একজন দক্ষ এবং আদর্শ সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য সারা বছরজুড়ে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি বহুবিধ সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০২২ ও ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে এ প্রতিষ্ঠান সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (কলেজ) হবার অনন্য গৌরব অর্জন করেছে।

কলেজ বার্ষিকী 'সন্দীপন' এর প্রকাশ নানাবিধ সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম।

এই কলেজের প্রধান লক্ষ্য শিক্ষার্থীকে কেবল কিছু পাঠ্যবই মুখস্থ করানো নয় বরং একজন বিবেকবান মানুষ তৈরি করা। শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে প্রকৃত ও আদর্শ মানুষ হওয়ার পথ দেখানো। কলেজ ম্যাগাজিন 'সন্দীপন' ক্ষুদে শিল্পী ও সাহিত্যিক প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেয়, সম্মান জানায়, যার ফলে শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার উন্মেষ ঘটে এবং শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার প্রতি তার আগ্রহ জন্মায়। এছাড়া 'সন্দীপন'কে এই কলেজের বার্ষিক প্রতিচ্ছবি বলা হয়। কারণ বছরজুড়ে কলেজের বিভিন্ন সাফল্য, ছাত্রদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন সাফল্য, ক্লাবসমূহের কার্যক্রম, হাউজ প্রতিবেদন, চিত্রশৈলী, বহুমাত্রিক কার্যক্রমের আলোকচিত্রসহ নানাবিধ উল্লেখ্য ঘটনার সমাবেশ ঘটে 'সন্দীপনে'। আমি এই ম্যাগাজিনের সকল লেখককে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

সবশেষে, আমি 'সন্দীপন বার্ষিকী-২০২৩' এর প্রকাশকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ।

কাজী শামীম ফরহাদ
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
অধ্যক্ষ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

সম্পাদকের বাণী

প্রতিটি শিক্ষার্থীর মাঝে লুকিয়ে আছে প্রতিভা। সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের অনবদ্য প্রয়াস 'সন্দীপন-২০২৩'।

শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার মহান ব্রত নিয়ে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ। আলোকিত মানুষ গড়ার এই প্রতিষ্ঠানটি সুদীর্ঘ অর্ধশতকেরও বেশি সময় ধরে জাতিকে উপহার দিয়ে আসছে শত শত সৃজনশীল মেধাবী মানুষ। তারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছেন। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণ একাডেমিক ও সহাপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে সুনাম অর্জনের পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে নিজ নিজ মেধা ও মননশক্তি দিয়ে যথেষ্ট সৃজনশীলতা ও পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কলেজ বার্ষিকী 'সন্দীপন-২০২৩' প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

'সন্দীপন-২০২৩' প্রকাশের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের লেখা ও চিত্রাঙ্কন পেয়েছি। লেখাগুলোর মধ্য থেকে কিছু বাছাইকৃত লেখা ও চিত্রাঙ্কন প্রয়োজনীয় পরিমার্জনসহ প্রকাশ করা হল। স্থানাভাবে অনেকের লেখা ও চিত্রাঙ্কন প্রকাশ করা সম্ভব হল না বলে দুঃখ প্রকাশ করছি। এতে রয়েছে ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, সাধারণ জ্ঞান, জানা-অজানা, কৌতুক, হাউস পরিচিতি, ক্লাব প্রতিবেদন, কলেজের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ইত্যাদি নানা বিষয়।

'সন্দীপন-২০২৩' প্রকাশ করতে পেরে সম্পাদনা কমিটির পক্ষ থেকে কলেজের মান্যবর অধ্যক্ষ বিগ্রেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তার মূল্যবান দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ ম্যাগাজিনটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

'সন্দীপন-২০২৩' কে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার ক্ষেত্রে আন্তরিক প্রয়াস ও যত্ন থাকা সত্ত্বেও কিছু ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি। পরিশেষে 'সন্দীপন-২০২৩' এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মোহাম্মদ আরিফুর রহমান
সম্পাদক/আহ্বায়ক
'সন্দীপন' সম্পাদনা পর্ষদ-২০২৩
এবং
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

২০২৩ সালের বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্যবৃন্দের নামীয় তালিকা

বোর্ড অব গভর্নরস

সোলেমান খান
সচিব

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও সভাপতি, বোর্ড অব গভর্নরস
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

মো: নবীরুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
(বর্তমানে সচিব)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও সদস্য, বোর্ড অব গভর্নরস
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

মোহাম্মদ ওয়ালিদ হোসেন
যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও সদস্য, বোর্ড অব গভর্নরস
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

মোঃ জিয়াউল হক
যুগ্মসচিব (কারা অনুবিভাগ)
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও অভিভাবক প্রতিনিধি (প্রভাতি শাখা)
বোর্ড অব গভর্নরস,
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

প্রফেসর নেহাল আহমেদ
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা আধিদপ্তর, ঢাকা
ও সদস্য, বোর্ড অব গভর্নরস
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

প্রফেসর তপন কুমার সরকার
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ও সদস্য, বোর্ড অব গভর্নরস
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

প্রফেসর মো: রিজওয়ানুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
ডিপার্টমেন্ট অব ল
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
ও অভিভাবক প্রতিনিধি (দিবা শাখা)
বোর্ড অব গভর্নরস,
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

সাবেরা সুলতানা
সহযোগী অধ্যাপক
ও শিক্ষক প্রতিনিধি (প্রভাতি শাখা)
বোর্ড অব গভর্নরস
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

মোহাম্মদ নূরুন্নবী
সহযোগী অধ্যাপক
ও শিক্ষক প্রতিনিধি (দিবা শাখা)
বোর্ড অব গভর্নরস
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

রাশেদ আল মাহমুদ
সহযোগী অধ্যাপক
ও বিদায়ী শিক্ষক প্রতিনিধি (দিবা শাখা)
বোর্ড অব গভর্নরস
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ
অধ্যক্ষ
ও সদস্য-সচিব, বোর্ড অব গভর্নরস
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ
এনডিসি, পিএসসি
অধ্যক্ষ

উপাধ্যক্ষবৃন্দ

আসমা বেগম
উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি, সিনিয়র শাখা

ফাতেমা জোহরা
উপাধ্যক্ষ, দিবা, সিনিয়র শাখা

মোহাম্মদ শহীদ উল্যাহ
উপাধ্যক্ষ, প্রভাতি, জুনিয়র শাখা

মোঃ ফিরোজ খান
উপাধ্যক্ষ, দিবা, জুনিয়র শাখা

মোঃ শামসুর রহমান তালুকদার
উপাধ্যক্ষ, দিবা, শিক্ষাভবন-৩

সহযোগী অধ্যাপকবৃন্দ

ড. মোঃ হায়দার আলী প্রামাণিক
বাংলা বিভাগ

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ লোকমান হাকিম
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

সাবেরা সুলতানা
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ মেসবাউল হক
ইংরেজি বিভাগ

শেখ মোঃ আব্দুল মুগনী
অর্থনীতি বিভাগ

মোহাম্মদ নূরুন্নবী
দর্শন বিভাগ

জে এম আরিফুর রহমান
রসায়ন বিভাগ

সুদর্শন কুমার সাহা
গণিত বিভাগ

ড. রানী নাছরীন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

রাশেদ আল মাহমুদ
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
ইংরেজি বিভাগ

মির্জা তানবীরা সুলতানা
চারু ও কারুকলা বিভাগ

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল মামুন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোহাম্মদ আরিফুর রহমান
ইংরেজি বিভাগ

রতন কুমার সরকার
চারু ও কারুকলা বিভাগ

মোঃ বাকাবিল্লাহ
ইতিহাস বিভাগ

অনাদিনাথ মন্ডল
গণিত বিভাগ

আখতার জাহান ফেরদৌসী বানু
আইসিটি বিভাগ

ত ম মালেকুল এহতেশাম লালন
বাংলা বিভাগ

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

সহকারী অধ্যাপকবৃন্দ

নাসরীন বানু
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
গণিত বিভাগ

মোঃ জাহেদুল হক
রসায়ন বিভাগ

প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী
গণিত বিভাগ

মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

আসাদুল হক
ইংরেজি বিভাগ

মুহাঃ ওমর ফারুক
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

সামীয়া সুলতানা
অর্থনীতি বিভাগ

মোঃ রফিকুল ইসলাম
গণিত বিভাগ

প্রসনজিত কুমার পাল
রসায়ন বিভাগ

মোঃ শাহরিয়ার কবির
বাংলা বিভাগ

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন মৃধা
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ড. রুমানা আফরোজ
বাংলা বিভাগ

প্রসূন গোস্বামী
ইংরেজি বিভাগ

মোহাম্মদ সেলিম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

হাফিজ উদ্দিন সরকার
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

জাকিয়া সুলতানা
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

ফাতেমা নূর
ইংরেজি বিভাগ

নুরুন্নাহার
চারু ও কারুকলা বিভাগ

মোঃ আয়নুল হক
ইংরেজি বিভাগ

মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন
ভূগোল বিভাগ

সাবরিনা শরমিন
ভূগোল বিভাগ

এ. কে. এম. বদরুল হাসান
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

খন্দকার আজিমুল হক পাপ্পু
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসাইন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ ভূঁইয়া
রসায়ন বিভাগ

মোঃ হাবিবুর রহমান
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

মোঃ নজরুল ইসলাম
রসায়ন বিভাগ

অসীম কুমার দাস
ভূগোল বিভাগ

দেওয়ান শামছুদ্দোহা
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ নূরুল ইসলাম
কৃষিবিজ্ঞান বিভাগ

ড. মোঃ আবু তৌহিদ মিয়া
কৃষিবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ খায়রুল আলম
কৃষিবিজ্ঞান বিভাগ

টিচার্স গ্যালারি

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন
শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

মোঃ মহিউদ্দিন
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

মুহাম্মদ মনির হোসাইন গাজী
গণিত বিভাগ

হোসেন মুহাম্মদ ফরহাদ উদ্দিন ভূঁইয়া
বাংলা বিভাগ

মোঃ হিসাব আলী
গণিত বিভাগ

মোঃ ওয়াছিউল ইসলাম
গণিত বিভাগ

মোহাম্মদ সফিউল আলম চৌধুরী
বাংলা বিভাগ

মুহসিনা আক্তার
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

জাফর ইকবাল
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

মশিউর রহমান
বাংলা বিভাগ

মোহাম্মদ আল আমিন
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

মোঃ এনামুল হক
ইংরেজি বিভাগ

সৈয়দ আহমেদ মজুমদার
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

মোসাঃ ইশরাত জাহান
কৃষি বিজ্ঞান বিভাগ

তৌফাতুন্নাহার
পরিসংখ্যান বিভাগ

রাসেল আহমেদ
আইসিটি বিভাগ

মোঃ আমিনুর রহমান
রসায়ন বিভাগ

মোঃ জসিম উদ্দীন বিশ্বাস
ইংরেজি বিভাগ

প্রভাষকবৃন্দ

মোঃ ফারুক হোসেন
রসায়ন বিভাগ

জি এম এনায়েত আলী
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

রাশেদুল মনসুর
ইংরেজি বিভাগ

হাসিনা ইয়াসমিন
ভূগোল বিভাগ

ড. আবদুল কুদ্দুস
দর্শন বিভাগ

মোহাম্মদ মাঈনুদ্দীন
ইংরেজি বিভাগ

হরি পদ দেবনাথ
রসায়ন বিভাগ

নিয়ামত উল্লাহ
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

রফিকুল ইসলাম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ নাহিদুল ইসলাম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ আবু ছালেক
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

তানিয়া বিলকিস শাওন
বাংলা বিভাগ

আয়িশা আনোয়ার
আইসিটি বিভাগ

মোঃ আব্দুল জলিল
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ আশিক ইকবাল
আইসিটি বিভাগ

মোঃ মাসুম বিন ওহাব
রসায়ন বিভাগ

ওমর ফারুক
গণিত বিভাগ

মোঃ হাসান মাহমুদ আবু বক্কর সিদ্দিক
গণিত বিভাগ

মোঃ আবু সালেহ
গণিত বিভাগ

ফাহমিদা আক্তার
বাংলা বিভাগ

টিচার্স গ্যালারি

তারেক আহমেদ
বাংলা বিভাগ

মোঃ খায়রুজ্জামান
ইংরেজি বিভাগ

তামান্না আরা
বাংলা বিভাগ

আয়েশা খাতুন
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

মোঃ আবু সাঈদ
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ আহসানুল হক
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

মোঃ মাজহারুল হক
ইতিহাস বিভাগ

মোঃ মুরাদুজ্জামান আকন্দ
অর্থনীতি বিভাগ

মোঃ জাকারিয়া আলম
ইংরেজি বিভাগ

মু. ওমর ফারুক
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ আব্দুল হামিদ
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

ফারজানা ইসলাম
বাংলা বিভাগ

মোঃ সাদিউল ইসলাম
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ শফিকুল ইসলাম
পৌরনীতি বিভাগ

মোহাম্মদ ছায়েদুর রহমান
গণিত বিভাগ

মোঃ সোলাইমান আলী
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ সাইফুল ইসলাম
গণিত বিভাগ

দুলাল চন্দ্র দাস
গণিত বিভাগ

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
ইতিহাস বিভাগ

মো. মুজাহিদ আতীক
বাংলা বিভাগ

মোঃ তারিকুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ

মোঃ আফজাল হোসেন
ইংরেজি বিভাগ

নিশাত নওশিন
বাংলা বিভাগ

আছমা খাতুন
বাংলা বিভাগ

মো. মাঈদুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ

আফসানা আক্তার
বাংলা বিভাগ

মোঃ রাফসানুর রহমান
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ ফোরকান
রসায়ন বিভাগ

সানজিদা আফরিন অনু
ইংরেজি বিভাগ

মো. এনামুল হাসান
রসায়ন বিভাগ

সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী
আইসিটি বিভাগ

ফারহানা আক্তার
জীববিজ্ঞান বিভাগ

পরেশ চন্দ্র রায়
গণিত বিভাগ

মোঃ নাছিরুল হক
শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

তানজিন আরা
মার্কেটিং বিভাগ

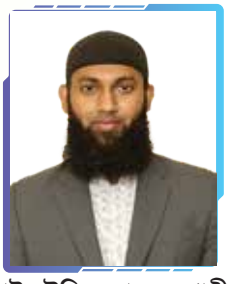

সাইফউদ্দিন আহমদ শামীম
গণিত বিভাগ

ইবরাহিম আল মামুন
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

নাঈমা সুলতানা
ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ

ইয়াহইয়া আহমেদ শরীফ
আইসিটি বিভাগ

মোঃ হাসান শেখ
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ

সাদ্দাম হোসেন
ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ

মোঃ আবু রায়হান
আইসিটি বিভাগ

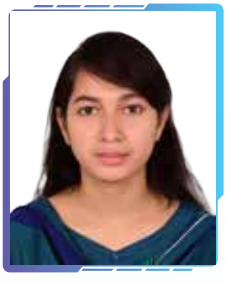

স্বপ্না প্রেয়াস প্রেমা
বাংলা বিভাগ

আয়শা আখতার ঝিলিক
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

এম মাহফুজুল হক
শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

মোঃ সুহেল ইসলাম
ইংরেজি বিভাগ

মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন
ইসলামের ইতিহাস বিভাগ

খ. ইনতিশার স্বাক্ষর
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ ইয়াকুব আলী
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

ওলী আহাম্মদ
গণিত বিভাগ

কানিজ ফারহানা তুলি
পরিসংখ্যান বিভাগ

সামিয়া শারমিন
রসায়ন বিভাগ

জিনাতুন্-নূর
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

জিনাত ফাতেমা স্বর্না
ইংরেজি বিভাগ

মাধব রায়
বাংলা বিভাগ

প্রদর্শক ও সহকারী শিক্ষকবৃন্দ

মোঃ কামাল হোসেন
আইসিটি বিভাগ

ভারত চন্দ্র গৌড়
শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন
শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

ওয়াহিদা সুলতানা
ভূগোল বিভাগ

মোঃ রমজান আলী
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

প্রণব হাওলাদার
হিন্দুধর্ম বিভাগ

বর্নালী ঘোষ
সঙ্গীত বিভাগ

মোঃ জুবায়ের হোসেন
গণিত বিভাগ

মোঃ জাহিদুজ্জামান জাহিদ
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মো. গোলাম আজম
রসায়ন বিভাগ

মোঃ শামীম আহমেদ
রসায়ন বিভাগ

মৌসুমী আখতার
জীববিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ মামুন মিয়া পাঠান
গণিত বিভাগ

সুমাইয়া খানম
ভূগোল বিভাগ

সাময়িকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ (প্রভাতি শাখা)

মোঃ হাসান মাসরুর খান
প্রভাষক, আইসিটি বিভাগ

সুজিত কান্তি রায়
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ

মোহাম্মদ ফেরদৌউস
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

মোঃ সনি মিয়া
প্রভাষক, গণিত বিভাগ

মোঃ মাহমুদুল হাসান আলম
প্রভাষক, ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

আশরাফুজ্জামান খান
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ

মোঃ আবু নাসের
সহকারী শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

ইমা আক্তার ঊর্মি
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

খন্দকার রাকিবুল হক
প্রভাষক, নাট্যতত্ত্ব বিভাগ

মোঃ এরশাদ আলী
প্রভাষক, গণিত বিভাগ

সিরুজুম মুনিরা
প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

এমডি মুশফিকুর রহমান ফাহিম
প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

তানজিনা খানম
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ মেহেদী হাসান
প্রভাষক, আইসিটি বিভাগ

সাব্বির খান
প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

সাময়িকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ (দিবা শাখা)

সাগর চন্দ্র দাস
প্রভাষক, চারু ও কারুকলা বিভাগ

মোঃ আলী মর্তুজা মণ্ডল
প্রভাষক, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা বিভাগ

নাহিদ আক্তার
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

মোঃ ফরহাদ হোসেন
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

শাহরিমা ইসলাম
প্রভাষক, আইসিটি বিভাগ

মোঃ কামরান হোসেন
প্রভাষক, আইসিটি বিভাগ

মোঃ আরিফুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

রীনা রানী রায়
সহকারী শিক্ষক, হিন্দুধর্ম বিভাগ

শবনম আক্তার
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ

সুজন কুমার সাহা
প্রভাষক, গণিত বিভাগ

মোঃ তারেক আল সাকিব
প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ

হাসিব বিল্লাহ
প্রভাষক, ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

শতাব্দী চন্দ্রিমা ধর
প্রভাষক, সঙ্গীত বিভাগ

মোঃ কনক রেজা
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

মৌসুমী আক্তার
প্রভাষক, নাট্যতত্ত্ব বিভাগ

মোঃ মাসুম বিল্লাহ
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ শাহ আলম মজুমদার
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ

নবম গ্রেডের কর্মকর্তাবৃন্দ

বেনজীর আহমেদ
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ শফিকুল ইসলাম
মেডিকেল অফিসার

মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মুহাঃ আমীমুল ইহসান
জনসংযোগ কর্মকর্তা

মোঃ তৌহিদুল ইসলাম
মেডিকেল অফিসার

দশম গ্রেডের কর্মকর্তাবৃন্দ

ফরিদ আহমেদ
সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ মতিয়ার রহমান
সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার

মোঃ অছিউর রহমান
সহকারী স্টোর কর্মকর্তা

মোঃ আমীর সোহেল
সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ মাইনুল ইসলাম
ডাটা কন্ট্রোল সুপারভাইজার

মোঃ জুলফিকার আলী ভুট্টো
সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা

মোঃ তৌফিক আজাদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

খন্দকার ওয়ালিদ
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
ডাটা কন্ট্রোল সুপারভাইজার

মসজিদের স্টাফ

মাওলানা মোঃ মহিউদ্দিন
ইমাম

মোঃ হাসানুজ্জামান
খাদেম

একাদশ-বিংশতম গ্রেডের কর্মচারীবৃন্দ

সৈয়দ শাব্বীর আহমেদ
সুপারিনটেনডেন্ট

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
সুপারিনটেনডেন্ট (প্রশাসন)

আব্দুল্লাহ মুর্শিদ
হিসাবরক্ষক

রিপন মিয়া
হিসাবরক্ষক

ইমরান হোসেন
হিসাবরক্ষক

আল-মামুন
পিএ টু প্রিন্সিপাল

মোঃ গোলাম মোস্তফা
ফার্মাসিষ্ট

মো. নুরুন নবী মিয়া
ফিজিওথেরাপিস্ট

মোঃ ইখতিয়ার হোসেন তালুকদার
ইউডিএ (উচ্চমান সহকারী)

মোঃ শহীদুল ইসলাম
ইউডিএ (উচ্চমান সহকারী)

ফটো গ্যালারি

রওশন আরা সাথী
মেট্রন

মুনিরা বেগম
মেট্রন

মোহাম্মদ লোকমান হোসেন
স্টুয়ার্ড

দিলীপ কুমার পাল
স্টুয়ার্ড

তানজিম হাসান
স্টুয়ার্ড

মোঃ মঞ্জুরুল হক
স্টুয়ার্ড

আমানত খান
ডাটা কন্ট্রোল অপারেটর

মোঃ সুহেল রানা
স্টোর কিপার

মোঃ আফজাল হোসেন
স্টোর কিপার

মোঃ মঈনুল হাসান
গ্রাউন্ডস সুপারভাইজার

সুরাইয়া আক্তার
হিসাব সহকারী

সুমন কুমার
হিসাব সহকারী

মোঃ বায়েজীদ তন্ময়
হিসাব সহকারী

রহিমা আক্তার
হিসাব সহকারী

হাসিনা খাতুন
অফিস সহঃ কাম-কম্পিউটার অপারেটর

হেমায়েত হোসেন
অফিস সহঃ কাম-কম্পিউটার অপারেটর

মোঃ আমিনুর ইসলাম রেজোয়ান
অফিস সহঃ কাম-কম্পিউটার অপারেটর

মোঃ সাইদুল ইসলাম
অফিস সহঃ কাম-কম্পিউটার অপারেটর

মোঃ আল-আমিন খোন্দকার
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

মোছাঃ রোকেয়া আখতার
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

ইমরান খান
অফিস সহঃ কাম-কম্পিউটার অপারেটর

রাজু তালুকদার
অফিস সহঃ কাম-কম্পিউটার অপারেটর

মোঃ তাকিব উল্লাহ সাকিব
অফিস সহঃ কাম-কম্পিউটার অপারেটর

মোহাম্মদ লিটন মিয়া
স্টোর এ্যাসিসটেন্ট

মঈনুল ইসলাম শোভন
টেক্সটবুক স্টুয়ার্ড

মোঃ সাগর আলী
মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট

ইসরাফিল শেখ
ড্রাইভার

মোঃ শরিফ আকন্দ
ড্রাইভার

মিঠুন বর্মন
ড্রাইভার

জজ নুরুল ইসলাম
ড্রাইভার

মোঃ জিন্নাহ
কার্পেন্টার (কাঠমিস্ত্রী)

জিয়াউর রহমান
মেকানিক কাম-ইলেকট্রিশিয়ান (ই এন্ড ই)

মোঃ খাইরুল ইসলাম
মেকানিক কাম-ইলেকট্রিশিয়ান (জি-১৬)

মোঃ রফিকুল ইসলাম
মেকানিক কাম-ইলেকট্রিশিয়ান (জি-১৬)

মোঃ রেজাউল আলম খান
মেশন (রাজমিস্ত্রী)

মোঃ তোফাজ্জেল ইসলাম
পেইন্টার (রং মিস্ত্রী)

আব্দুল মান্নান সিকদার
প্লাম্বার

নূর মোহাম্মদ কাজল
মেকানিক কাম ইলেকট্রিশিয়ান (জি-১৮)

মোঃ আব্দুল হালিম রেজা
মেকানিক কাম ইলেকট্রিশিয়ান (জি-১৮)

রাসেল রানা
মেকানিক কাম ইলেকট্রিশিয়ান (জি-১৮)

তপন কুমার পাল
মেশিন অপারেটর (পাম্প)

মোঃ বেলাল হোসেন
মেশিন অপারেটর (পাম্প)

মোঃ ওসমান আলী
ওয়্যারম্যান

মোঃ মফিজুল ইসলাম
ওয়্যারম্যান

সাইফুল ইসলাম
ওয়্যারম্যান

মোঃ মোস্তফা
হেড গার্ড

মোঃ মনির হোসেন
হেড মালি

সঞ্জীত চন্দ্র দাস
হেড সুইপার

মোঃ হারুন-অর-রশীদ
ল্যাবরেটরি অ্যাসিসটেন্ট

মোঃ জাকির হোসেন
ল্যাবরেটরি অ্যাসিসটেন্ট

ফটো গ্যালারি

মোঃ খলিলুর রহমান
ল্যাবরেটরি অ্যাসিসটেন্ট

মোঃ ফারুকুল ইসলাম হাওলাদার
ল্যাবরেটরি অ্যাসিসটেন্ট

মোঃ সোহাগ মিয়া
ল্যাবরেটরি অ্যাসিসটেন্ট

মোঃ আইয়ুব আলী
ল্যাবরেটরি অ্যাসিসটেন্ট

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
ল্যাবরেটরি অ্যাসিসটেন্ট

মোঃ আবু সায়েদ
লাইব্রেরি অ্যাসিসটেন্ট

মোঃ ইউনুস
লাইব্রেরি অ্যাসিসটেন্ট

মোঃ আয়াতুল্লাহ
সহকারী কার্পেন্টার

মোঃ সোহরাব আলী
মেশন (রাজমিস্ত্রী) হেলপার

মোঃ দারুল মিয়া
মেশন (রাজমিস্ত্রী) হেলপার

তাইজুল ইসলাম মোল্লা
প্লাম্বার হেলপার

আবদুস সালাম মিঞা
নার্সিং অ্যাসিসটেন্ট

নজরুল ইসলাম
নার্সিং অ্যাসিসটেন্ট

মিজবা
নার্সিং অ্যাসিসটেন্ট

মোঃ নজরুল ইসলাম
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)

মোঃ কুদ্দুস মোল্লা
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)

মোঃ আনোয়ারুল হক
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)

মোঃ মোকছেদ আলী খাঁ
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)

মোঃ কামাল হোসেন
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)

মোঃ ফারুক শিকদার
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)

মোঃ জহুরুল ইসলাম সেখ
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)

মোঃ জালাল উদ্দিন
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)

মোঃ আনোয়ার হোসেন খাঁন
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)

মোঃ নবীজল ইসলাম
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)

মোঃ রাসেল আলী
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)

মোঃ খলিলুর রহমান
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)

মোঃ ইমরান শেখ
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)

মোঃ মোবাশ্বের আহম্মেদ
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)

মোঃ রেজাউল ইসলাম
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)

হাফিজ মোল্যা
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)

আবু ছাহিদ দিপু
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)

সোহেল আমিন
সিকিউরিটি গার্ড (অভ্যন্তরীণ)

মোঃ ইয়ার আলী
কুক

মোঃ আব্দুল জলিল
কুক

মোঃ মোস্তফা
কুক

মোঃ কামাল হোসেন
কুক

মোঃ সোহরাব হোসেন
কুক

মোঃ মোস্তাকুর রহমান
কুক

মোঃ আবজাল হোসেন
অ্যাসিসটেন্ট কুক

মোঃ আব্বাছ আলী
অ্যাসিসটেন্ট কুক

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
অ্যাসিসটেন্ট কুক

সাইফুল ইসলাম
অ্যাসিসটেন্ট কুক

মোঃ সোয়ানুর রহমান
অ্যাসিসটেন্ট কুক

মোঃ মহিরুল হক
অ্যাসিসটেন্ট কুক

মোঃ আজমল হোসেন
গ্রাউন্ডসম্যান

মোঃ সহিদুল ইসলাম
গ্রাউন্ডসম্যান

মোঃ জাহিরুল ইসলাম
গ্রাউন্ডসম্যান

মোঃ সাইফুল ইসলাম (শহীদ)
গ্রাউন্ডসম্যান

মুহাম্মদ শরীফ হোসেন
গ্রাউন্ডসম্যান

মোঃ হানিফ
গ্রাউন্ডসম্যান

ফটো গ্যালারি

মোঃ আব্দুর রহমান
(গার্ড) হাউস

মোঃ শহিদুজ্জামান
(গার্ড) হাউস

মোঃ রাসেল বেপারী
(গার্ড) হাউস

মোঃ এনামুল হক
(গার্ড) হাউস

হৃদয় মজুমদার
(গার্ড) হাউস

মোঃ শহীদুল ইসলাম
মালি (হাউস)

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক খাঁন
মালি (হাউস)

মোঃ নাসির উদ্দিন
মালি (হাউস)

মোঃ ইমদাদুল হক
মালি (হাউস)

মোঃ লাভলু মিয়া
মালি (হাউস)

মোঃ মনছুর আলী
মালি (হাউস)

মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন বাবু
সুইপার (হাউস)

এ জেড এম মাইনুল আকবর
সুইপার (হাউস)

মোঃ রিপন শেখ
সুইপার (হাউস)

সঞ্জয় কুমার
সুইপার (হাউস)

মোঃ তানভির অহম্মেদ
সুইপার (হাউস)

বাদল চন্দ্র দাস
সুইপার (হাউস)

শ্রী কৃষান দাস
মালি (সেন্ট্রাল)

মোঃ মন্টু মোল্লা
মালি (সেন্ট্রাল)

মুকুল
মালি (সেন্ট্রাল)

মোঃ শহীদুল ইসলাম
কুক হেলপার

মোহাম্মদ বদিউর রহমান
কুক হেলপার

মোঃ নূরে আলম সিকদার
কুক হেলপার

মোঃ শাহীন আলম
কুক হেলপার

মোঃ বায়েজিদ হোসেন
কুক হেলপার

রিংকু আহমেদ
কুক হেলপার

মোঃ আবুল কালাম
অফিস সহায়ক

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
অফিস সহায়ক

মোঃ আবদুর রশিদ
অফিস সহায়ক

মোঃ আব্দুর রশিদ শেখ
অফিস সহায়ক

মোঃ আব্দুল কাদের
অফিস সহায়ক

মোঃ খালেদ পারভেজ
অফিস সহায়ক

মোঃ মজিবুর রহমান
অফিস সহায়ক

রাহাত আহমেদ
অফিস সহায়ক

মোঃ জাকিরুল ইসলাম
অফিস সহায়ক

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন
অফিস সহায়ক

মোঃ সাব্বির উদ্দিন
অফিস সহায়ক

আশরাফ হোসেন
অফিস সহায়ক

মোসাঃ শিউলী আক্তার
অফিস সহায়ক

মোঃ নাজিম উদ্দিন
অফিস সহায়ক

সুমন হীরা
অফিস সহায়ক

মোঃ মোকলেচুর রহমান
অফিস সহায়ক

মোঃ আহসানুল হক
স্পোর্টস বেয়ারার

মোঃ হানিফ
সুইপার (একাডেমিক)

মোঃ স্বপন হোসেন
সুইপার (একাডেমিক)

মোঃ রিপন আলী
সুইপার (একাডেমিক)

পি. জেমস লুক
সুইপার (একাডেমিক)

মোঃ মানিক মিয়া
সুইপার (একাডেমিক)

তিমথী পেনাপেল্লী (সবুজ)
সুইপার (সেন্ট্রাল)

মোঃ হাজারুল ইসলাম
সুইপার (সেন্ট্রাল)

ফটো গ্যালারি

সুজন কুমার পাল
সুইপার (সেন্ট্রাল)

মোঃ ছলেমান
সুইপার (সেন্ট্রাল)

মোঃ সুমন
সুইপার (সেন্ট্রাল)

মোঃ রিপন
সুইপার (সেন্ট্রাল)

মোছাম্মৎ লাইলী আক্তার
সুইপার (মেডিকেল)

আকলিমা বেগম
সুইপার (মেডিকেল)

মোঃ আমিনুল ইসলাম
টেবিলবয়

গাজী মস্তফা কামাল
টেবিলবয়

মোঃ মোকছেদুল হক
টেবিলবয়

মোঃ আব্দুল বাছেদ
টেবিলবয়

মোঃ আব্দুল্লাহ
টেবিলবয়

মোঃ আকিবুল ইসলাম
টেবিলবয়

মোঃ মাইদুর রহমান মাসুম
টেবিলবয়

সেলিম মিয়া
টেবিলবয়

মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম
টেবিলবয়

মোঃ রাসেল
টেবিলবয়

মোঃ ইয়াসিন মোল্যা
টেবিলবয়

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
টেবিলবয়

মোঃ জাকির হোসেন
ওয়ার্ডবয়

মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
ওয়ার্ডবয়

মোহাম্মদ আলাউদ্দিন
ওয়ার্ডবয়

মোঃ মজিবুর রহমান
ওয়ার্ডবয়

মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
ওয়ার্ডবয়

মোঃ সাহাদাত হোসেন
ওয়ার্ডবয়

আবদুল জলিল মিয়া
ওয়ার্ডবয়

সোহেল সিকদার
ওয়ার্ডবয়

অধ্যক্ষের সাথে প্রভাতি শাখার শিক্ষকবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে দিবা শাখার শিক্ষকবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে প্রশাসন শাখা, মেডিকেল এবং অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে প্রশাসন শাখার কর্মকর্তাদ্বয় এবং হাউসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে হিসাব শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে চীফ কো-অর্ডিনেটর, ক্লাব মডারেটরগণ ও সদস্যবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে বার্ষিকী সম্পাদনা পর্ষদ ও কলেজ ম্যাগাজিন প্রিফেক্টদ্বয়

অধ্যক্ষের সাথে চীফ কো-অর্ডিনেটর, বহিরঙ্গন প্রতিযোগিতায় সম্পৃক্ত শিক্ষক ও বিজয়ী ছাত্রবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে প্রভাতি শাখার প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড

অধ্যক্ষের সাথে দিবা শাখার প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড

অধ্যক্ষের সাথে বিএনসিসি শিক্ষক এবং ক্যাডেট দল

অধ্যক্ষের সাথে স্কাউট শিক্ষক এবং স্কাউট দল

সূচীপত্র

১.	হাউস রিপোর্ট	৩২
২.	নানাবিধ সফলতা, কার্যক্রম এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড	৩৯
৩.	জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ও শ্রেষ্ঠ কলেজ	৪৯
৪.	সৃজনী শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ	৫১
৫.	সৃজনী শিক্ষার্থীবৃন্দ	৮১
৬.	গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি	৯৩
৭.	English Write Up	১০৩
৮.	চিত্রশৈলী	১২৪
৯.	ক্লাব রিপোর্ট	১৩৩
১০.	গুচ্ছছবি	১৬৮
১১.	বর্ণিল-২০২৩	২১৭
১২.	মিডিয়ায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ	২২৪

ড. কুদরত-ই-খুদা হাউস

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের স্বনামধন্য হাউসগুলোর মধ্যে কুদরত-ই-খুদা হাউস অন্যতম। হাউসটি স্থাপিত হয় ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। কলেজের সবচেয়ে প্রাচীন হাউস হলো এটি যা কিনা এই কলেজের প্রত্নসম্পদ হিসেবে ধরা হয়। হাউসটির সর্বপ্রথম নাম ছিল জিন্নাহ হাউস এবং স্বাধীনতার পর হাউসটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ১ নম্বর হাউস। সবশেষে এই বাংলার মাটিতে বেড়ে ওঠা স্বনামধন্য ও প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নামে হাউসটির নামকরণ করা হয় ড. কুদরত-ই-খুদা হাউস।

হাউসটির মাঝে রয়েছে একটি বর্গাকার পুষ্পকানন। দ্বিতল এই হাউসের ভেতরটা যেমন দৃষ্টিনন্দন ঠিক তেমনি মনোমুগ্ধকর এর বাহিরের পরিবেশ। হাউসটিতে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ৭ টি কক্ষ, ৫ টি বিশেষ কক্ষ, ১ টি ডাইনিং হল ও অভ্যন্তরীণ খেলাধুলার সুবিধা সমৃদ্ধ একটি কমনরুম এবং প্রার্থনার জন্য একটি প্রেয়ার রুম। পুষ্পবেষ্টিত বাগানের সৌন্দর্য যেমন মনোমুগ্ধকর, ঠিক তেমনি করেছে হাউসের পরিবেশকে অতুলনীয়। হাউসটির বাহিরের প্রকৃতি এতটা সুন্দর যে হাউসটিকে কোনো স্বর্গের চাইতে কম মনে হয় না। হাউসটিতে বর্তমানে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করছে। হাউসটি পরিচালনা করার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। এছাড়া একজন মেট্রনসহ ১০ জন স্টাফ রয়েছেন। তারা অদম্য কর্মীর মতো সার্বক্ষণিক নিরলসভাবে হাউসের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। হাউসের সকল ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম ও নেতৃত্বদানের গুণাবলি বিকাশের জন্য আছে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। লেখাপড়ার বিষয়ে এই হাউসের ছাত্রদের রয়েছে অনন্য কৃতিত্ব।

সুদীর্ঘ সোনালী ইতিহাস রয়েছে এই ঐতিহ্যবাহী হাউসের। হাউসটি ২০১৬ এবং ২০২২ (আংশিক অনুষ্ঠিত) ব্যতীত ২০১১ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সবগুলোতেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ২০১১ হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় এবং ২০২৩ সালে রানার আপ হয়। উল্লেখ্য, ২০২১ ও ২০২২ সালে করোনার কারণে ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০১৯ সাল হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত টানা পাঁচবার আন্তঃহাউস বার্ষিক বাগান প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃহাউস অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হাউসটি চ্যাম্পিয়ন হয়। দীর্ঘ দিন পর অনুষ্ঠিত আন্তঃহাউস হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতাতেও চ্যাম্পিয়ন হয়। বহিরঙ্গন প্রতিযোগিতায় ২০২৩ সালে শেখ রাসেলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিশু একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত উপস্থিত বক্তৃতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে হাউসটির কৃতি ছাত্র জাহিন জামান চৌধুরী।

কুদরত-ই-খুদা হাউসের এই ঐতিহ্যবাহী সফলতা ও কৃতিত্ব চির অম্লান থাকুক এটাই সকলের প্রত্যাশা। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।

হাউস মাস্টার	: তৌফাতুন্নাহার
হাউস টিউটর	: বর্ণালী ঘোষ
হাউস এল্ডার	: তালহা বিন আনজুম
হাউস প্রিফেক্ট	: ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ ইরফান

জয়নুল আবেদিন হাউস

বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম বিদ্যাপীঠ 'ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ' ২০২২ ও ২০২৩ সালে পরপর দুইবার বাংলাদেশের 'শ্রেষ্ঠ কলেজ' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কলেজের ৭টি আবাসিক হাউসের মধ্যে জয়নুল আবেদিন হাউস অন্যতম। ১৯৬১ সালের মে মাসে 'আইয়ুব হাউস' নামে এই হাউসের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের দেশের মহান চিত্রশিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নাম অনুসারে এই হাউসটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় জয়নুল আবেদিন হাউস।

লাল সিরামিক ইটের তৈরি দ্বিতল হাউসটির অবকাঠামো অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও মনোরম। হাউসের সবুজ শ্যামল পরিবেশ সবাইকে মুগ্ধ করে রাখে। হাউসের দেয়ালে শোভা বর্ধন করছে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের এক সপ্রতিভ ম্যুরাল। হাউসটির অভ্যন্তরে রয়েছে বর্গাকৃতির একটি সুন্দর বাগান। হাউসটিতে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ৮টি বড় কক্ষ এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য ৪টি বিশেষ কক্ষ। এছাড়াও এ হাউসে রয়েছে বিশাল আকৃতির একটি ডাইনিং হল, টিভি ও ইনডোর গেমসের সুবিধা সমৃদ্ধ একটি কমনরুম এবং একটি নামাজের কক্ষ। বর্তমানে এই হাউসে ৩য় থেকে ৮ম শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করছে। ছাত্রদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের জন্য ১১ জন কর্মচারী এবং ১ জন মেট্রন নিযুক্ত আছেন। শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যের অনুপম সমন্বয় জয়নুল আবেদিন হাউসের মূল লক্ষ্য। এই হাউসের ছাত্ররা বরাবরই প্রশংসনীয় ফলাফল অর্জন করে থাকে।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এ হাউসের সাফল্য ঈর্ষণীয়। ২০২২ সালের অসমাপ্ত বর্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অন্য দুই হাউসের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ পয়েন্টের ব্যবধানে জয়নুল আবেদিন হাউস এগিয়ে ছিল। ২০২২ সালের আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়। এছাড়া ২০২২ সালের আন্তঃহাউস অভ্যন্তরীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২০২৩ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০২৩ সালের আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া আন্তঃহাউস ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস ভলিবল প্রতিযোগিতা ও আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতায় রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে এই হাউস। ২০২৩ সালের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও দেয়াল পত্রিকায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০২২ ও ২০২৩ সালের সেরা হাউস হওয়ার গৌরব অর্জন করে জয়নুল আবেদিন হাউস।

ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে ১০ সদস্যের একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড রয়েছে।

হাউসের প্রতিটি ছাত্রের মধ্যে যেমন হৃদ্যতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সুনিবিড় সম্পর্ক। মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা, জয়নুল আবেদিন হাউসের কৃতিত্ব ও গৌরব চিরদিন উজ্জীবিত থাকুক। মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের সহায় হোন।

হাউস মাস্টার	: সাবরিনা শরমিন
হাউস টিউটর	: হাসিনা ইয়াসমিন
হাউস এল্ডার	: মুহাম্মদ হুসাইন ইশরাক
হাউস প্রিফেক্ট	: আবিদ ইসলাম রাফি

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউস

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হাউস ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি হাউসের মধ্যে অন্যতম। বিশিষ্ট ভাষাবিদ, জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠার দিক থেকে হাউসটি নবীন। দিবা শাখার ছাত্রদের আবাসন সমস্যা নিরসনে ২০ মার্চ ২০০৮ সালে এ হাউসের যাত্রা শুরু হয়। হাউসের আসনসংখ্যা ৮৮। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে হাউসটি প্রভাতি শাখার আবাসিক ছাত্রদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

হাউসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। তাঁদের সহায়তার জন্য রয়েছেন একজন স্টুয়ার্ড, একজন বাবুর্চি, একজন সহকারী বাবুর্চি, একজন ম্যাট, দুইজন টেবিলবয়, একজন ওয়ার্ড বয়, একজন দারোয়ান, একজন মালি ও একজন সুইপার। ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে হাউস কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে এবং ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে রয়েছে একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড।

হাউসের সামনে এবং দুই পাশে রয়েছে সুদৃশ্য ফুলের বাগান, বিভিন্ন প্রজাতির শোভাবর্ধক ও ফুলের গাছে বাগানটি সমৃদ্ধ। হাউসের সামনে রয়েছে সুবিশাল খেলার মাঠ। সবুজে ঘেরা এ হাউসের দিকে তাকালে মনজুড়ানো অনুভূতি জাগে, শান্তির স্পর্শ প্রাণ ছুঁয়ে যায়।

শৃঙ্খলা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় হাউসের ছাত্রদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। ছাত্ররা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতো মহামানবের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে মা-মাটি-মানুষের ভালোবাসায় নিজেদের সমর্পণে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

নবীন হাউস হিসেবে কলেজের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এ হাউসের অর্জনও কম নয়। ২০১২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত আন্তঃহাউস দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় এ হাউস পরপর পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া ২০১৪ সালে আন্তঃহাউস বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০২০ ও ২০২২ সালে আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৮ সালে রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া ২০২২ সালের আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতায় রানারআপ হয়। ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃহাউস ব্যাডমিন্টন, ভলিবল ও বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় রানারআপ হয়েছে। ২০২২ সালের আন্তঃহাউস ইনডোর গেমস এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব আর্জন করে। ২০১৭ ও ২০২৩ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৫ ও ২০১৮ সালে রানারআপ হয়। ২০১৮ সালের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৬, ২০১৭ ও ২০২৩ সালে রানারআপ হয়। আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় ২০১৯, ২০২১ ও ২০২৩ সালে চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৮, ২০২০ ও ২০২২ সালে রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের হাউসগুলোর ২০২২ সালের সামগ্রিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে হাউসটি। ২০২৩ সালে হাউসের ছাত্রদের সহশিক্ষা কার্যক্রমের ভিত্তিতে হাউসটি প্রিন্সিপাল ট্রফি অর্জন করে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছে এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে দ্বিতীয় সেরা হাউস হবার গৌরব অর্জন করেছে। এভাবেই হাউসের ছাত্ররা পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা ও নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাদর দক্ষতা ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

হাউস মাস্টার	: তারেক আহমেদ
হাউস টিউটর	: মোঃ রমজান আলী
হাউস এল্ডার	: আনাস বিন জাহাঙ্গীর
হাউস প্রিফেক্ট	: মুহতাসিম হক

নজরুল ইসলাম হাউস

"গাহি সাম্যের গান-
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান
গাহি সাম্যের গান!"

-কাজী নজরুল ইসলাম

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ স্বমহিমায় ভাস্বর এক স্বনামধন্য বিদ্যাপীঠ। আর বাংলাদেশের এই অন্যতম বিদ্যাপীঠের প্রাণের উৎস হলো সুশৃঙ্খলার মূর্ত প্রতীক এর সাতটি আবাসিক হাউস। "উৎকর্ষ সাধনে অদম্য" মূলমন্ত্রে সংকল্পবদ্ধ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাউসগুলোর মধ্যে অন্যতম নজরুল ইসলাম হাউস। বিদ্রোহ, তারুণ্য, স্বদেশপ্রেম, সাম্য, ঐক্য, অসাম্প্রদায়িকতার কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামে এই হাউসটির নামকরণ করা হয়েছে। আকাঙ্ক্ষার সাথে সুশিক্ষার প্রাপ্তিযোগ, সত্যের সাথে স্বপ্ন আর বিদ্রোহের সাথে দেশপ্রেমের অপূর্ব সংমিশ্রণে নজরুল ইসলাম হাউস যেন সুদক্ষ কারিগরের এক সুনিপুণ সূতিকাগার।

প্রকৃতি পরিবেষ্টিত দ্বিতল এই হাউসটির অবকাঠামো দৃষ্টিনন্দন। শৃঙ্খলা, নৈপুণ্য ও ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল এই হাউসের ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ছোট-বড় ২৮ টি রুম, ইনডোর গেমস এর সুবিধা সমৃদ্ধ একটি কমনরুম এবং একটি বিশাল আকৃতির ডাইনিং হল। এছাড়া হাউসটির সামনে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফুলে সুসজ্জিত বিশাল আকারের মনোরম একটি বাগান। এই হাউসটিতে বর্তমানে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা বসবাস করছে। হাউসের সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রয়েছেন একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। তাঁদের সহায়তার জন্য রয়েছেন স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, দারোয়ান, টেবিলবয়, মালি, মেট, বাবুর্চিসহ মোট ১০ জন কর্মচারী। হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে এবং ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, সংস্কৃতিবোধ, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতাসহ একজন সুনাগরিকের নানা রকম বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার লক্ষ্যে হাউসে রয়েছে ১০ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হাউস প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড।

প্রাতিষ্ঠানিক ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে নজরুল ইসলাম হাউসের ছাত্রদের সুবিশাল অর্জন ঈর্ষণীয়। কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বোর্ড পরীক্ষায়ও এই হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই জিপিএ-৫ অর্জন করে থাকে। ২০২২ সালে এই হাউসের প্রাক্তন হাউস এল্ডার মেহেদি হাসান রিদম বুয়েট ভর্তি পরীক্ষায় ১১ তম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করেন। এছাড়াও প্রতি বছরই এ হাউসের অনেক ছাত্রই বিভিন্ন স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে যা একইসাথে কলেজ ও হাউসের ভাবমূর্তি ও মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখে। বরাবরই সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে এই হাউস অন্যতম সেরা হাউস। ২০২৩ সালে নজরুল ইসলাম হাউসের অর্জনের ঝুলি রীতিমত ঈর্ষা জাগানোর মতো। ২০২৩ সালে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস আযান ও ক্বিরাত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে এ হাউস। একই বছরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ও আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় রানার আপ হয় এ হাউস। এ হাউসের ছাত্ররা পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা ও নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে দক্ষতা ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। নজরুল ইসলাম হাউস ২০২৩ সালে একাডেমিক ইয়ার অফ দ্যা হাউস (বেস্ট হাউস) নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পুত্র শহিদ শেখ জামাল ও বর্তমান বিদ্যুৎ ও জ্বালানী প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু সহ আরও অনেক দেশবরেণ্য প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব এ হাউসের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। ২০১০ সালে কলেজের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর স্নেহভাজন ছোট ভাইয়ের স্মৃতি বিজড়িত এ হাউস পরিদর্শনে আসেন এবং হাউসের চমৎকার পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হন। নজরুল ইসলাম হাউসের এই কৃতিত্ব ও গৌরব চির অম্লান থাকুক এটাই প্রত্যাশা। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

হাউস মাস্টার	: মুহাম্মদ মনির হোসাইন গাজী
হাউস টিউটর	: মোঃ নাহিদুল ইসলাম
হাউস এল্ডার	: রাজিব আহমেদ আজাদ
হাউস প্রিফেক্ট	: জুবায়ের আমিন ফাহিম

লালন শাহ হাউস

"ও যার আপন খবর আপনার হয় না।
একবার আপনারে চিনতে পারলে রে যাবে অচেনারে চেনা।"
- ফকির লালন শাহ

ঢাকা রেসিনেসিয়াল মডেল কলেজের সাতটি আবাসিক হাউসের মধ্যে লালন শাহ হাউস অন্যতম। ১৯৬০ সালে কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এ হাউসের ভবনটি কলেজের 'মেডিকেল সেন্টার' হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১৯৭৭ সালে তা আবাসিক ছাত্রাবাস হিসাবে শুভযাত্রা শুরু করে। শুরুতে এটি '৩ নং হাউস' নামে পরিচিত থাকলেও ১৯৭৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন অধ্যক্ষ মরহুম কর্নেল জিয়াউদ্দীন আহমেদ বিখ্যাত বাউল সাধক 'লালন শাহ' এর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করেন 'লালন শাহ হাউস'। ২০১৯ সাল থেকে হাউসটির সংস্কার কাজ শুরু হয়। গত ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব এবং কলেজের বোর্ড অব গভর্নরস এর মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মাহবুব হোসেন হাউসটির সংস্কার কাজের উদ্বোধন করেন। সংস্কার কাজ সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করেন কলেজের ও এই হাউসের প্রাক্তন ছাত্র অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ।

পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত ও প্রকৃতি পরিবেষ্টিত দ্বিতল লালন শাহ হাউসের সুপরিসর অবকাঠামো আধুনিক, দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয়। হাউসের সামনে রয়েছে তিনটি অংশে বিভক্ত চিত্তাকর্ষক গার্ডেন। শিক্ষা ভবন-১ ও অধ্যক্ষের বাস ভবনের সন্নিকটে অবস্থিত এ হাউসে ছাত্রদের বসবাসের জন্য রয়েছে ৩১টি কক্ষ। এসব কক্ষে ১২৬ জন ছাত্রের থাকার সুব্যবস্থা রয়েছে। অত্যন্ত মনোরম ও শিক্ষা সহায়ক পরিবেশে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা নিজ গৃহের মতোই এ হাউসে অবস্থান করে। ছাত্রদের অবস্থানের কক্ষ ছাড়াও এ হাউসে রয়েছে অফিস কক্ষ, মসজিদ, কমনরুম, ডাইনিং হল, কিচেন, স্টোর ও স্টাফরুম। হাউসের ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের জন্য রয়েছে একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর। এ ছাড়া তাঁদের সহযোগিতার জন্য রয়েছে ১০ জন কর্মচারি। তারা সার্বক্ষণিক নিরলসভাবে হাউসের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। ছাত্রদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলি, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেম, সততা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার জন্য হাউসে আছে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। এ হাউসের প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে যেমন রয়েছে হৃদ্যতা, তেমন ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে সুনিবিড় সম্পর্ক। কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বোর্ড পরীক্ষায়ও এ হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই জিপিএ-৫ অর্জন করে থাকে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডেও লালন শাহ হাউসের ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সাফল্য ঈর্ষণীয়। আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতা-২০২২ ও ২০২৩, আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২২, আন্তঃহাউস ভলিবল প্রতিযোগিতা-২০২২ ও আন্তঃহাউস ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা-২০২২, আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতা-২০২৩ এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২৩, আন্তঃহাউস ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা-২০২৩ এ হাউস রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০২২ সালে লালন শাহ হাউস "একাডেমিক ইয়ার অফ দ্য হাউস" (বেস্ট হাউস) নির্বাচিত হয়। ছাত্রদের একাডেমিক ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার "Chairman's Trophy-2023" লালন শাহ হাউস অর্জন করে।

হাউস মাস্টার	: রাসেল আহমেদ
হাউস টিউটর	: মোঃ শফিকুল ইসলাম
হাউস এল্ডার	: আল মাহমুদ নাফিজ
হাউস প্রিফেক্ট	: মোঃ আবুল বাশার বাধন

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক হাউস

"উৎকর্ষ সাধনে অদম্য"-এই মূলমন্ত্রে সংকল্পবদ্ধ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছয়টি হাউসের অন্যতম ফজলুল হক হাউস। দেশমাতৃকার অমর সন্তান কৃষকবন্ধু শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত এই হাউসের ছাত্রদের প্রতিটি কাজে তাঁর দেশপ্রেম ও সুমহান আদর্শের অনিন্দ্য প্রকাশ ঘটে। এ হাউসের গাঢ় সবুজ রঙের পতাকায় যেন রূপসী বাংলার শ্যামল প্রকৃতি জীবন্ত হয়ে ওঠে। শৃঙ্খলা, নৈপুণ্য ও ঐতিহ্যের প্রতিভূ ফজলুল হক হাউস। বর্তমানে প্রায় ১১৬ জন ছাত্র হাউসটিতে অবস্থান করছে। হউসে রয়েছে ছোট-বড় আটাশটি রুম, রয়েছে কমনরুম ও সুবিশাল ডাইনিং রুম।

হাউসের ছাত্রদের দেখাশোনার জন্য একজন হাউস মাস্টার, একজন হাউস টিউটর, একজন স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয়, দারোয়ান, মালী ও বাবুর্চিসহ অন্যান্য কর্মচারী রয়েছেন। হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে রয়েছে একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। এ হাউসের প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে যেমন রয়েছে গভীর হৃদ্যতা, তেমনি ছাত্রদের সঙ্গে হাউসের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আছে সু-নিবিড় সম্পর্ক। সবার আন্তরিকতা ও সার্বিক সহযোগিতায় হাউসের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

ফজলুল হক হাউসের ছাত্ররা লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বরাবরই অগ্রগামী। "ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ" এ সংস্কৃত শ্লোকের মর্মকথা তাঁরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। তাই কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি বোর্ড পরীক্ষায় এ হাউসের অধিকাংশ ছাত্রই এ+ এবং এ গ্রেড অর্জন করে থাকে। লেখাপড়ার মাধ্যমে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য চরিত্র গঠনেও তারা সদা সচেতন ও আন্তরিক।

লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডেও এ হাউসের ছাত্ররা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত অধিকাংশ প্রতিযোগিতায় তারা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। আন্তঃহাউস বার্ষিক ভলিবল প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হয়। পাশাপাশি অভ্যন্তরীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০২৩ আন্তঃহাউস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় দলীয় অভিনয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। আন্তঃহাউস হামদ-নাত ও আযান ক্বেরাত প্রতিযোগিতায় ফজলুল হক হাউস রানার আপ হয়। এ ছাড়া আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতায় এ হাউস রানার আপ হয়।

শৃঙ্খলা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় এ হাউসের ছাত্রদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। হাউসের হাউস মাস্টার, হাউস টিউটর ও প্রতিটি কর্মচারীর সাথে ছাত্রদের সম্পর্ক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতাপূর্ণ। বন্ধুত্ব ও মায়া মমতার এক নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ এ হাউসের সবাই। দেশপ্রেম ও সত্যের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সকল বাধাকে চূর্ণ করে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাব অভীষ্ট লক্ষ্যে এই মূলমন্ত্রই এ হাউসের সকলের অন্তরে প্রোথিত। হাউসের প্রতিটি ছাত্রের কণ্ঠে অনুরণিত হয় এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

"কর্মভার নব প্রাতে নব সেবকের হাতে করে যাব দান
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে তোমার আহবান।"

২০২৩ সালে আন্তঃহাউস অবস্টাকল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতা-২০২৩ এ হাউস রানারআপ হয়।

হাউস মাস্টার	: মো.আবু ছালেক
হাউস টিউটর	: মো.জুবায়ের হোসেন
হাউস এল্ডার	: ইনাম আহমেদ চৌধুরী
হাউস প্রিফেক্ট	: আ. ত. ম. তাজওয়ার রাহী

জসীম উদ্‌দীন হাউস

"কাঁচা ধানের পাতার মত কচি-মুখের মায়া
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দুখান সরু,
গা-খানি তার শাওন মাসের যেমন তমাল তরু।"

-পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন

পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের রুপাইয়ের মতো ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে ভর্তি হওয়া প্রত্যেক ছাত্র যেন একেকটি নবীন তৃণ। শিক্ষকদের স্নেহপূর্ণ পরিচর্যায়, অভিভাবকদের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতায় এবং কলেজের বিশাল খোলা মাঠের উন্মুক্ত আলো-বাতাসে এই নবীন তৃণগুলো ফুলে ফুলে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। প্রকৃতি পরিবেষ্টিত দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামোর অপূর্ব সমন্বয়ে সমন্বিত ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন ও দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলেজের হাউসসমূহ। কলেজের সাতটি হাউসের মধ্যে জসীম উদ্‌দীন হাউস অন্যতম। দিবা জুনিয়র শাখার তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা, একতা, খেলাধুলায় নৈপুণ্য অর্জন তথা সার্বিক উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে ২০০৮ সালে বাংলা সাহিত্যের পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের নামানুসারে এই হাউসটির নামকরণ করা হয়। ২০১৯ সালে অফিস আদেশের মাধ্যমে শিক্ষাভবন-২ এর ২০৬ নম্বর কক্ষটিকে এ হাউসের অফিস কক্ষ হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়। হাউস পরিচালনার জন্য রয়েছে একজন হাউস মাস্টার, একজন হাউস টিউটর ও একটি ১০ সদস্য বিশিষ্ট প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। এই হাউসের ছাত্ররা মনেপ্রাণে জ্ঞানার্জনে উৎসাহী। কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় তারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে থাকে। একাডেমিক সাফল্যের পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে এ হাউসের ছাত্ররা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ২০২৩ সালে জসীম উদ্‌দীন হাউস আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়ে টানা তৃতীয় বারের মতো এই কৃতিত্ব ধরে রাখে। একই বছরে হাউসটি আন্তঃহাউস ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস ভলিবল প্রতিযোগিতা, আন্তঃহাউস আযান ও ক্বেরাত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি আন্তঃহাউস অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যৌথ চ্যাম্পিয়ন হওয়ারও গৌরব অর্জন করে। আন্তঃহাউস হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় রানার আপ ও টানা দ্বিতীয় বারের মতো আন্তঃহাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় রানার আপ হওয়ার গৌরবও ধরে রাখতে সক্ষম হয় হাউসটি। ২০২৩ সালে সার্বিক সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ জসীম উদ্‌দীন হাউস শ্রেষ্ঠ হাউসের ট্রফি অর্জন করতে সক্ষম হয়। হাউসটি তার ধারাবাহিক সাফল্য বজায় রেখে চলছে। কলেজের ভাবমূর্তি উন্নয়নে জসীম উদ্‌দীন হাউস প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করছে এবং করবে। একটি জাতিকে সকল ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। একটি সৃজনশীল এবং শিক্ষাবান্ধব পরিবেশই পারে ছাত্রদেরকে সুন্দর আগামীর জন্য প্রস্তুত করতে। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের জসীম উদ্‌দীন হাউস ছাত্রদেরকে সেই চমৎকার পরিবেশ উপহার দিতে সর্বদা চেষ্টা করে যাবে। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।

হাউস মাস্টার	: মো. শাহরিয়ার কবির
হাউস টিউটর	: মো. রাফসানুর রহমান
হাউস এল্ডার	: মারজুক হাসান মাহদি
হাউস প্রিফেক্ট	: ইয়াসির রহমান

নানাবিধ সফলতা, কার্যক্রম এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

মোহাম্মদ নূরুন্নবী
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

মোঃ শাহরিয়ার কবির
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ:
নানাবিধ সফলতা, কার্যক্রম এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

কলেজ পরিচিতি

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ 'উৎকর্ষ সাধনে অদম্য' এই নীতিবাক্যকে ধারণ করে ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত একটি অনন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

১৯৬০ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পাবলিক স্কুলের আদলে ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় ৫২ একর জমির উপর 'রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল' (পরবর্তীকালে 'ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ') প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৬০ সালের ০৬ মে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব হাবিবুর রহমান প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সরাসরি পরিচালিত হলেও ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত করে। ১৯৬৫ সালে প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তর করত প্রাদেশিক সরকারের মুখ্য সচিবকে চেয়ারম্যান করে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস এর হাতে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা ভার অর্পণ করে। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় বিদ্যালয়টির নিয়ন্ত্রণক্ষমতা গ্রহণ করে এবং এর স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা বহাল রাখে। ১৯৬৭ সালের ০৯ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটিকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা সচিবকে পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করত প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস গঠন করে। অদ্যাবধি উক্ত বোর্ড অব গভর্নরসই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। ১৯৮৩ সালে কলেজের বোর্ড অব গভর্নরসের ৩৪তম সভায় এ কলেজকে ডিগ্রি কলেজের পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং ১৯৯৩ সালে সরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতির আওতায় প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় শিফট (ডে শিফট) চালু করা হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্সনে প্রায় ৬০০০ ছাত্র আবাসিক/অনাবাসিক হিসেবে অধ্যয়ন করছে।

প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে একাডেমিক পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রমিক শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের মেধা, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলোর সুষম স্ফূরণ, বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন করা; যাতে তারা সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারে। প্রতিষ্ঠানটির মূলমন্ত্র- শিক্ষা, শৃঙ্খলা, চরিত্র, সেবা এবং দেশপ্রেম। উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

অ্যাকাডেমিক কর্মকাণ্ড-২০২৩

শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য সময়োপযোগী বহুমুখী অ্যাকাডেমিক কর্মকাণ্ডের বিকল্প নেই। বর্তমান অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক গৃহীত কিছু অ্যাকাডেমিক কর্মকাণ্ড ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজকে দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। নিম্নে ২০২৩ সালের কিছু অ্যাকাডেমিক কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরা হলো:

শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্রদের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বরাবরই প্রশংসনীয়। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্ররা শতকরা প্রায় একশত ভাগ পাশ করে থাকে। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যাই বেশি। এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র বোর্ডবৃত্তি পেয়ে থাকে । নিচে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের চিত্র উপস্থাপন করা হলো :

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল- ২০২৩

বিভাগ	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পাশের সংখ্যা	জিপিএ-৫	জিপিএ-৫ হার	পাশের হার
বিজ্ঞান	৪৩৩	৪৩২	৩৭০	৮৫.৪৫	৯৯.৭৭%
ব্যবসায় শিক্ষা	৬৪	৬৪	১৫	২৩.৪৩	১০০%
মানবিক	৩৩	৩৩	০৪	১২.১২	১০০%
মোট =	**৫৩০**	**৫২৯**	**৩৮৯**	**৭৩.৩৯%**	**৯৯.৮১%**

এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল-২০২৩

বিভাগ	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	পাশের সংখ্যা	জিপিএ-৫	জিপিএ-৫ হার	পাশের হার
বিজ্ঞান	৭৫৫	৭৫৫	৬৯৬	৯২.১৯%	১০০%
ব্যবসায় শিক্ষা	৯৪	৯৪	৮৩	৮৮.৩০%	১০০%
মানবিক	১০৭	১০৭	৫২	৪৮.৬০%	১০০%
মোট =	**৯৫৬**	**৯৫৬**	**৮৩১**	**৮৬.৯২%**	**১০০%**

উল্লেখ্য এইচএসসি পরীক্ষার সার্বিক ফলাফল বিবেচনায় এ কলেজ দেশের দশটি সেরা কলেজের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

কলেজের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন শ্রেণির অভিভাবকগণের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয়ের সভার আয়োজন

ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ কলেজের বিভিন্ন শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফল বরাবরই ভালো হয়েছে। এক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তির কাজ করেছেন মান্যবর অধ্যক্ষ মহোদয়। তিনি বছরের বিভিন্ন সময় অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে তাদের পুত্র বা পোষ্যের ভালো ফলাফল করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন এবং তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

তিনি ১৩ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে তৃতীয় ও ষষ্ঠ শ্রেণির, ১৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির, ১৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে চতুর্থ ও সপ্তম শ্রেণির, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে একাদশ শ্রেণির, ০১ মার্চ ২০২৩ তারিখে নবম শ্রেণির, ০৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে দশম শ্রেণির, ০৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে দ্বাদশ শ্রেণির, ০৩ জুন ২০২৩ তারিখে তৃতীয় শ্রেণির, ৩১ জুলাই ২০২৩ তারিখে এসএসসি-২০২৪ পরীক্ষার্থীদের, ২৩ জুলাই ২০২৩ তারিখে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ও ৩০ জুলাই ২০২৩ তারিখে একাদশ শ্রেণির ছাত্রদের অভিভাবকগণের সাথে মত বিনিময় সভার আয়োজন করেন।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে অর্জিত সাফল্য

* নবম শ্রেণির ছাত্র আন নাফিউ, কলেজ নম্বর ৯৫১৭, ২০২৩ সালে অনেকগুলো পুরস্কার লাভ করে এ কলেজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে। সে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে ল্যাপটপ ও শেখ রাসেল স্বর্ণ পদক, বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াডে সিলভার পদক, গ্রিসের এথেন্সে ২৫তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে ব্রোঞ্জ পদক পাওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া সে বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০২৩ এ বিজ্ঞান বিষয়ে নবম-দশম গ্রুপে ঢাকা মহানগর শিক্ষা অঞ্চল পর্যায়ে বছরের সেরা মেধাবী এবং একই প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞান বিষয়ে নবম-দশম গ্রুপে ঢাকা জেলা পর্যায়ে সেরা মেধাবী হিসেবে ও জাতীয় পর্যায়ের জন্য মনোনীত হয়। সে West Field Secondary School কানাডাতে ২০২৩ এ মাধ্যমিকে পড়ার জন্য ৭০% স্কালারশিপ পাওয়ার গৌরব অর্জন করে। উল্লেখ্য, সে ২০২২ সালে West Field Secondary School in Toronto Canada কর্তৃক আয়োজিত Spot Admission and Scholarship প্রতিযোগিতায় ৩০৪০ টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিদের মধ্যে প্রথম হয়ে ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) কানাডিয়ান ডলার বৃত্তি অর্জন করেছিল। সে 5th NATIONAL SCIENCE FESTIVAL 2023 (Jahangirnagar University) এ champion হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া সে Providence Presents 7th GSHS National Science Festival-2023 এ প্রজেক্ট ডিসপ্লেতে প্রথম, ৪৪তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ২০২৩ এর প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞান প্রকল্প প্রদর্শনীতে প্রথম, জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় মোহাম্মদপুর থানায় নবম-দশম গ্রুপে বিজ্ঞান প্রজেক্টে প্রথম এবং একই প্রতিযোগিতায় জেলা পর্যায়ে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সে 6th MGBS National Science Carnival-2023 এর বিজ্ঞান প্রজেক্টে সিনিয়র ক্যাটাগরিতেও প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সে MGC Science Club presents 1st MGC Science & Tech Carnival (Mohammadpur Govt. College) এ প্রজেক্ট ডিসপ্লেতে ও SOS Hermann Gmeiner College presents (16th Festival Dela Creative) এ প্রজেক্ট ডিসপ্লেতে দ্বিতীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া সে DRMC Science CLUB presents 14th DRMC National Science Carnival 2023 এ ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমী আয়োজিত জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিভাগীয় পর্যায়ে নবম-দশম গ্রুপে তৃতীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র শতদল বিশ্বাস শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগে **শেখ রাসেল স্বর্ণ পদক** পাওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা-২০২৩ প্রতিযোগিতায় থানা/উপজেলা পর্যায়ে মোট ০৫টি ইভেন্ট এ কলেজের ০৫জন ছাত্র বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* ২৭ থেকে ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত 14th DRMC-Summit National Science Carnival 2023 প্রতিযোগিতায় Project Display-Mechanical, Scrap Book-Junior, Mechanics, Informatics, Robo –Olympiad, IQ Test, Sudoku এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* ১৪ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত 8th DCSC National Science Exposition 2023 প্রতিযোগিতায় প্রজেক্ট ডিসপ্লে-জুনিয়র ও রিভিউ রাইটিং এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* ১৫ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত আদমজী কলেজ মান ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত Adamjee Model United Nations 2023 Outstanding Delegate হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* ০২ থেকে ০৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত নটরডেম কলেজ আইটি ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত Notre Dame Information Technology Club INIT প্রতিযোগিতায় গুগুল আইটি এ Runners up হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* ১৬ থেকে ১৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সেন্ট যোসেফ কলেজ কর্তৃক আয়োজিত 66th Annual SJHSS Science Festival 2023 প্রতিযোগিতায় সাধারণ জ্ঞান কুইজ এ 1st Runners up হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* ১৬ থেকে ১৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত নটরডেম কলেজ বিজ্ঞান ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত Notre Dame Annual Science Festival 2022 প্রতিযোগিতায় প্রজেক্ট ডিসপ্লেতে Runners up হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* **আইসিটি ডিভিশন প্রেজেন্টস্ পেট্রোমেক্স এলপিজি ৬ষ্ঠ ডিআরএমসি ইন্টারন্যাশনাল টেক কার্নিভাল ২০২৩** প্রতিযোগিতায় প্রজেক্ট ডিসপ্লেতে সিনিয়র এ **চ্যাম্পিয়ন** হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* 8th DCSC National Science Exposition 2023 প্রতিযোগিতায় প্রজেক্ট ডিসপ্লে জুনিয়র এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* নটরডেম কলেজ মান ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত Notre Dame Model United Nations 2023 Outstanding Delegate হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* এই কলেজের আইটি ক্লাবের ০২ জন ছাত্র সামাজিক যোগাযোগ এর একটি নতুন প্লাটফর্ম ORFONE তৈরী করার গৌরব অর্জন করে। উল্লেখ্য উক্ত অ্যাপটি আইসিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট এ আবেদন করা হয়েছে।

* **ডাচ বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো জাতীয় গণিত উৎসব-২০২৩** জুনিয়র পর্যায়ে রিশান আন নাফি চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* **বিসিআইসি কলেজ ২য় সাইন্স ফেস্টিভল-২০২৩** প্রতিযোগিতায় মাধ্যমিক পর্যায়ে সিনিয়র গ্রুপে এ কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র জুনায়েদ হোসাইন, বাসিতুন জিদান ও অভিরূপ সরকার প্রজেক্ট ডিসপ্লে ইভেন্টে যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* **ন্যাশনাল টেক অ্যাওয়ার্ড-২০২৩** প্রতিযোগিতায় এ কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র জুনায়েদ হোসাইন আইটি উদ্যোক্তা ও তরুন ফ্রিল্যান্সার হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* **১৬ ইন্টারন্যাশন্যাল অলিম্পিয়াড অন অ্যাস্ট্রোনমি এন্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স (আইওএএ)-২০২৩** প্রতিযোগিতায় এ কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র আদনান বিন আলমগীর সিলভার মেডেল পাওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* **দি ডায়না অ্যাওয়ার্ড-২০২৩** প্রতিযোগিতায় এ কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র আহনাফ আবরার হুসাইন দি ডায়না অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* **বিসিআইসি কলেজ ২য় সাইন্স ফেস্টিভল-২০২৩** প্রতিযোগিতায় মাধ্যমিক পর্যায়ে এ কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র ইলহাম সাজ্জাদ, ফাহিম আজিজ ও মাহতাসিম মাশরাফি চৌধুরী রোবটিক্স ডিসপ্লে ইভেন্টে রোবট সেন্টিনেল নামক প্রজেক্ট তৈরি করে যৌথভাবে প্রথম রানার্স আপ এবং দশম শ্রেণির ছাত্র সামিউল ইসলাম, রাগিব ইয়াসার রাহমান ও আরাফাত হামিম প্রজেক্ট ডিসপ্লে ইভেন্টে যৌথভাবে প্রথম রানার্স আপ এবং অদিপ্ত বড়ুয়া সাইন্স ফিকশন মুভি বেইসড কুইজ ইভেন্টে একক ভাবে প্রথম রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* **লেটস গো ফাউন্ডেশন** কর্তৃক শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এই কলেজকে **Best Academy Award** সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৩ এর জাতীয় পর্যায়ের প্রথম হওয়ার তালিকা

ক্র. নং	প্রতিযোগিতার বিষয়	গ্রুপ ও শ্রেণি	প্রতিষ্ঠানের নাম
০১	শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	কলেজ	ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৩ এর জাতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় হওয়ার তালিকা

ক্র. নং	প্রতিযোগিতার বিষয়	গ্রুপ ও শ্রেণি	ছাত্রের নাম
০১	বিতর্ক (একক)	এ-১১শ	ধীমান বিশ্বাস
০২	ইংরেজি রচনা	ই-৯ম	মাহির আহনাফ খান
০৩	হামদ/নাত	বি-৬ষ্ঠ	অরিজিৎ সেন গুপ্ত

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৩ এর মহানগর পর্যায়ের প্রথম হওয়ার তালিকা

ক্র. নং	প্রতিযোগিতার বিষয়	গ্রুপ ও শ্রেণি	ছাত্রের নাম
০১	হামদ/নাত	বি -৬ষ্ঠ	অরিজিৎ সেন গুপ্ত
০২	ইংরেজি রচনা	ই-৭ম	সাকিব আরিয়ান হক
		ই-৯ম	মাহির আহনাফ খান
০৩	বিতর্ক প্রতিযোগিতা (একক)	এ-১১শ	ধীমান বিশ্বাস
০৪	উচ্চাঙ্গ সংগীত	এফ-৯ম	রিমেল সরকার
০৫	শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক	-	ড. রুমানা আফরোজ সহকারী অধ্যাপক (বাংলা)
০৬	শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	কলেজ	ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৩ এর থানা পর্যায়ের প্রথম হওয়ার তালিকা

ক্র. নং	প্রতিযোগিতার বিষয়	গ্রুপ ও শ্রেণি	ছাত্রের নাম
০১	কেরাত	ই-৯ম	সাকিব বিন রফিক
০২	হামদ/নাত	বি -৬ষ্ঠ	অরিজিৎ সেন গুপ্ত
		ডি-৯ম	কে এম মুনিফ ফারহান দীপ্ত
০৩	ইংরেজি রচনা	ই-৭ম	সাকিব আরিয়ান হক
		ই-৯ম	মাহির আহনাফ খান
০৪	বাংলা কবিতা আবৃত্তি	গ-১০ম	অনিন্দ্য সিনহা
০৫	বিতর্ক প্রতিযোগিতা (একক)	ডি-৮ম	সায়েদ মাহমুদ মোতর্জা
		এ-১১শ	ধীমান বিশ্বাস
০৬	দেশাত্মবোধক	এ-১১শ	মোঃ মুনিফ আশহাব
০৭	রবীন্দ্র সংগীত	এফ-৯ম	আবরার করিম
০৮	নজরুল সংগীত	এফ-৯ম	রিমেল সরকার
		এ-১১শ	মোঃ মুনিফ আশহাব
০৯	উচ্চাঙ্গ সংগীত	এফ-৯ম	রিমেল সরকার
১০	লোক সংগীত	ডি-৯ম	কে এম মুনিফ ফারহান দীপ্ত
১১	নির্ধারিত বক্তৃতা (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধ)	গ-৮ম	রুয়াইদ মেহরান সায়ান
১২	শ্রেষ্ঠ বিএনসিসি শিক্ষক	-	মো: আবু সাঈদ প্রভাষক, ইংরেজি
১৩	শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক	-	ড. রুমানা আফরোজ সহকারী অধ্যাপক (বাংলা)
১৪	শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	কলেজ	ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
১৫	শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী	বিদ্যালয়	উজান মজুমদার

আন্তর্জাতিক অর্জন

* ১৬ই জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত যায়েদ সাস্টেইন্যাবিলিটি প্রাইজ-২০২৩ প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ দল কৃষিক্ষেত্রে অবদানের জন্য সাউথ এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পেয়ে বিজয়ী হয় এবং ১ কোটিরও বেশি টাকা প্রাইজমানি হিসেবে প্রাপ্ত হয়।

কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানাদি

১৪তম ডিআরএমসি-সামিট ন্যাশনাল সায়েন্স কার্নিভাল-২০২৩

এই কলেজ ক্যাম্পাসে গত ০৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ জাতীয় বিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ বিজ্ঞান উৎসবে ঢাকা মহানগরী ও ঢাকার বাইরের প্রায় দেড় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তিন সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় **প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি**। উক্ত বিজ্ঞান উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় **মন্ত্রী স্থপতি জনাব ইয়াফেস ওসমান**।

২য় ডিআরএমসি-বে ২০২৩ জাতীয় স্পোর্টস সিমুলেকরা

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে **'২য় ডিআরএমসি-বে ২০২৩ জাতীয় স্পোর্টস সিমুলেকরা'** এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব **মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল,** এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সদস্য তপু বর্মন ও উৎসবের টাইটেল স্পন্সর বে গ্রুপের চিফ অপারেটিং অফিসার আখতার আজিজ। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপনী দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী **এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি**।

৭ম ডিআরএমসি-সামাইরা জাতীয় ফটোগ্রাফি উৎসব- ২০২৩

৩১ জানুয়ারি থেকে ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে **'৭ম ডিআরএমসি-সামাইরা জাতীয় ফটোগ্রাফি উৎসব- ২০২৩' অনুষ্ঠিত হয়।** উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য উপস্থাপক ও সঞ্চালক **ডা. আব্দুন নূর তুষার**। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক এর স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডিন প্রফেসর ড. এম মিজানুর রহমান। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপনী দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ উপমন্ত্রী **এ কে এম এনামুল হক শামীম,** এমপি।

আইসিটি ডিভিশন প্রেজেন্টস্ পেট্রোমেক্স এলপিজি ৬ষ্ঠ ডিআরএমসি ইন্টারন্যাশনাল টেক কার্নিভাল ২০২৩

এ কলেজে গত ০৯, ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে আইসিটি ডিভিশন প্রেজেন্টস্ পেট্রোমেক্স এলপিজি ৬ষ্ঠ ডিআরএমসি ইন্টারন্যাশনাল টেক কার্নিভাল ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করা এবং ২০৪১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নে নবীনদের উৎসাহিত করতেই এই তিন দিনব্যাপী টেক কার্নিভালের আয়োজন। তিনদিনব্যাপী এ আয়োজনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ঠিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি। উল্লেখ্য উক্ত কার্নিভাল থেকে এ বছর ৮৩ টি প্রজেক্টকে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের আইডিয়া প্রকল্পে প্রেরণ করা হয়।

আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতা

গত ০৯ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় কলেজের ০৬টি হাউস এবং প্রশাসনিক ভবনসহ একাডেমিক ভবনগুলোও প্রতিযোগিতার অন্তর্ভূক্ত ছিল।

৬৩তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

গত ১৬ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত এ কলেজে সপ্তাহব্যাপী বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ,** এমপি।

বিজিএমইএ প্রেজেন্টস ১ম ডিআরএমসি জাতীয় বিজনেস কার্নিভাল-২০২৩

গত ১০ থেকে ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে **'বিজিএমইএ প্রেজেন্টস ১ম ডিআরএমসি জাতীয় বিজনেস কার্নিভাল-২০২৩'** এর বর্ণিল উদ্বোধন ১০ মার্চ ২০২৩ শুক্রবার ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিজিএমইএ এর সভাপতি **জনাব ফারুক হাসান**। তিনদিনব্যাপী এ কার্নিভালে বিজনেস প্রজেক্ট ডিসপ্লে, বিজনেস কুইজ, বিজনেস অলিম্পিয়াড, এনালিটিক্যাল এবিলিটি, বাঝার কুইজ, স্টার্ট আপ বিজনেস আইডিয়া সহ ২৩টি ইভেন্টে দেশের শতাধিক খ্যাতনামা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চার সহস্রাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। তিনদিনব্যাপী এ আয়োজনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ হোসেন, এমপি** ।

ঐতিহাসিক ০৭ মার্চ উদযাপন

গত ০৭ মার্চ ২০২৩ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শিক্ষার্থীদের জন্য ০৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রচারের আয়োজন করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্যবিধি মেনে ছাত্রদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

'লংকাবাংলা ফাইন্যান্স প্রেজেন্টস ২য় ডিআরএমসি মডেল ইউনাইটেড ন্যাশন কনফারেন্স-২০২৩'

১৬ মার্চ ২০২৩ বৃহস্পতিবার ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে **'লংকাবাংলা ফাইন্যান্স প্রেজেন্টস ২য় ডিআরএমসি মডেল ইউনাইটেড ন্যাশন কনফারেন্স-২০২৩'** অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার **শামসুল হক টুকু, এমপি**। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের বাংলাদেশ প্রধান ফাহমিদা সুলতানা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব ও কোডার্স ট্রাস্ট এর সিইও মোঃ শামসুল হক।

জাতির পিতার জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

১৭ মার্চ ২০২৩ তারিখ শুক্রবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। "স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, শিশুদের চোখ সমৃদ্ধির স্বপ্নে রঙ্গিন" প্রতিপাদ্যটির ছবি, উদ্ধৃতি, পোস্টার শেখ রাসেল দেয়ালিকায় উপস্থাপন।

অষ্টম ডিআরএমসি জাতীয় ভাষা উৎসব-২০২৩

২০ মার্চ ২০২৩ তারিখ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে **'অষ্টম ডিআরএমসি জাতীয় ভাষা উৎসব-২০২৩'** এর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাগুরা-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব **মোঃ সাইফুজ্জামান**। বিশেষ অতিথি ছিলেন আইডিপি এডুকেশন লিমিটেড এর কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব রাজিব মাহবুবুল।

জেএমআই গ্রুপ প্রেজেন্টস প্রথম ডিআরএমসি মেগা রমাদান ইভেন্ট-২০২৩

২৭ মার্চ থেকে ০৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে 'জেএমআই গ্রুপ প্রেজেন্টস প্রথম ডিআরএমসি মেগা রমাদান ইভেন্ট-২০২৩' ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। এ ইভেন্টে কুরআন শিক্ষা কোর্স, কুরআন তেলাওয়াত, হামদ-নাত, ক্যালিওগ্রাফি ও টাইপোগ্রাফি, কুইজ ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় ৫০টি খ্যাতনামা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। নতুন প্রজন্মের কাছে ইসলামি সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়ে জঙ্গীমুক্ত শান্তিপূর্ণ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে এ আয়োজন। এ আয়োজনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান, এমপি**।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ

০৫ জুন ২০২৩ তারিখে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয় ও একই সঙ্গে ক্যাম্পাস চত্বরে বৃক্ষ রোপণ করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। পরিবেশ দিবসের পোস্টার ফেস্টুন নিয়ে র‍্যালি বের করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। র‍্যালি শেষে কলেজ ক্যাম্পাসে বিভিন্ন বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয়। পরে কলেজ অডিটরিয়ামে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ সময় পরিবেশ সংক্রান্ত প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন এবং বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন, রচনা, বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ ইকোনমিক অলিম্পিয়াড এর আয়োজন

১৭ জুন ২০২৩ তারিখে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ ইকোনমিক অলিম্পিয়াড এর জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা আয়োজনে কলেজ কর্তৃক সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

খেলাধুলা

* ঢাকা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা মহানগর পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ক্রিকেটে এ কলেজ চ্যাম্পিয়ন, অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল ও হ্যান্ডবলে রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* ঢাকা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক আয়োজিত বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ক্রিকেটে এ কলেজ ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

* বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতা আন্তঃস্কুল ও কলেজ -২০২৩ এর থানা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন এবং মহানগর পর্যায়ের ফুটবল এ রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

* ৫০ তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় মাদ্রাসা ও কারিগরি স্কুল প্রতিযোগিতা- ২০২৩ এ কলেজ হ্যান্ডবলে থানা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন এবং ফুটবলে মহানগর পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি

* ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের প্রায় ৪০ (চল্লিশ) বছরের পুরানো ৭০ টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে ১৬ টি এবং ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রি পক্ষীয় সভায় ৫৪টি আপত্তির মধ্যে ৫০টি আপত্তি নিষ্পত্তিসহ এক সপ্তাহে মোট ৬৬টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়। বাকি ০৪ টি আপত্তির জবাব ও প্রমাণক প্রস্তুত করা হয়েছে। এগুলো উপস্থাপন সাপেক্ষে ঐ ০৪টি অডিট আপত্তিও নিষ্পত্তি হবে।

ISBN নম্বর প্রাপ্তি

* ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'সন্দীপন' ২০২৩ সালে প্রথম ISBN নম্বর প্রাপ্ত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। বিষয়টি কলেজের জন্য অনেক গৌরবের।

উন্নয়নমূলক ও বিবিধ কর্মকাণ্ড

» শিক্ষাভবন-১ এর জীববিজ্ঞান ল্যাব, বাংলা ও ইংরেজি বিভাগের কমন রুমের সংস্কার কাজ হয়েছে এবং জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান ল্যাবে ছাত্রদের বসার জন্য ১৫টি টুল তৈরি করা হয়েছে। এর সম্পূর্ণ বাহির সাইড ওয়েদার কোট করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষাভবন-১ ও ফজলুল হক হাউসের ইলেকট্রিক ডিস্ট্রিবিশন বোর্ড সংস্কার করা হয়েছে।

» শিক্ষাভবন-২ এ নতুন লাইব্রেরি উদ্বোধনের জন্য ২টি আলমারি, ২টি টেবিল, ১টি নোটিশ বোর্ড তৈরি করা হয়েছে। উপাধ্যক্ষের অফিস কক্ষে ওয়াল টাইলস স্থাপন, সামনে সিরামিক ইট দিয়ে গাইড ওয়াল উঁচু ও গ্লোব নতুন করে রং করা, ০৬ গ্যালন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি নতুন পানির ফিল্টার স্থাপন ও নিচ তলা ও ২য় তলার বারান্দা ডিস্টেম্পার করা হয়েছে। এছাড়াও এর সকল ক্লাসরুম প্লাস্টিক পেইন্ট করা হয়েছে এবং এর সম্পূর্ণ বাহির সাইড ওয়েদার কোট করা হয়েছে।

» শিক্ষাভবন-৩ এর জন্য ০১ টি ২০০০ লিটার পানির ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে।

» কলেজের কুদরত-ই-খুদা হাউসের হাউস মাস্টার এবং হাউস টিউরের বাসা সংস্কার করা হয়েছে। কুদরত-ই-খুদা হাউস ও জয়নুল আবেদিন হাউসে ৩টি করে মোট ৬টি রুমে ২ সারি সিলিং ফ্যান সেটিং করা হয়েছে। অন্যান্য রুমে ২ সারি সিলিং ফ্যান বসানোর কাজ চলমান। উত্তর-পূর্ব দিকে ২য় তলার বারান্দায় গ্রিল স্থাপন করা হয়েছে এবং এদের মধ্যবর্তী/ফাঁকা স্থানে স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও কলেজের কুদরত-ই-খুদা হাউস, জয়নুল আবেদিন হাউস, নজরুল ইসলাম হাউস, ফজলুল হক হাউসের সিলিং বিভিন্ন স্থানে ড্যাম হয়ে প্লাস্টার খসে পড়ায় সিলিং প্লাস্টার করা হয়েছে এবং উক্ত হাউসসমূহে প্লাস্টার কাজ চলমান রয়েছে।

» নজরুল ইসলাম হাউসের মেইন ইলেকট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন ক্যাবল পরিবর্তন করা হয়েছে। নজরুল ইসলাম হাউস, লালন শাহ হাউস ও ফজলুল হক হাউসের জন্য ০৩ টি গিজার স্থাপন করা হয়েছে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হাউসের জন্য ১টি ফ্রিজ ক্রয় করা হয়েছে। এই হাউসের সামনের মাঠের পশ্চিম দিকে জি.আই নেট দিয়ে বাউন্ডারি তৈরির কাজ চলমান।

» স্বপ্ননীড় টিচার্স কোয়ার্টারের সিঁড়িঘরে নতুন সবুজ রংয়ের পাইবার টিন স্থাপন করা হয়েছে। আবাসিক কোয়ার্টার ২ ও ৪ এর প্রবেশ গেইটে কলাপসিবল গেইট স্থাপন করা হয়েছে। আবাসিক কোয়ার্টার-৫ এর বাসা নং-৫বি এবং ৫সি বাসা দুটি সংস্কার করা হয়েছে। সকল আবাসিক কোয়ার্টারের সামনের রাস্তার ৩ চতুর্থাংশ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

» কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষকদের জন্য ০৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ০১টি আবাসিক ভবন নির্মাণের নিমিত্তে গত ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ রবিবার দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের সাব-ষ্টেশনটি সংস্কার করা হয়েছে। পূর্ব দিকের অভিভাবক সেড সংলগ্ন স্থানে জিআই নেট বাউন্ডারি করা হয়েছে। পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে সীমানা প্রাচীর সংস্কার কাজ চলমান। কেন্দ্রীয় মসজিদের জন্য ০৩ টি হর্ন মাইক ইউনিট ক্রয় করা হয়েছে। ০৫ টি হাউস ও প্রধান গেইট এবং পশ্চিম গেইটে ওয়েদার কোট করা হয়েছে। পশ্চিম গেইট সংলগ্ন ক্যান্টিনের সামনে পেভমেন্ট ট্যালি স্থাপন করা হয়েছে। স্টাফ কলোনির ০৭ টি বাসার প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হয়েছে। প্রশাসন ভবনের সংস্কার/মেরামত কাজ চলমান।

» প্রশাসন ভবনের অধ্যক্ষ অফিসের সামনে টাইলস স্থাপন করা হয়েছে। তাইকোয়ান্ডো সেড সংলগ্ন ব্যাচেলর কোয়ার্টারস সংস্কার করা হয়েছে। সাবমারসিবল পাম্প সংলগ্ন সাব-স্টেশনের টিনশেড সংস্কার করা হয়েছে, সাব-স্টেশনটির সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে। গত ১৩/০৫/২০২৩ তারিখে কেন্দ্রীয় সাবমারসিবল পাম্পটি নষ্ট হয়ে গেলে পাম্পটি মেরামত করে পুনরায় স্থাপন করা হয়। মেরামতের সময়ে ৭ দিনের জন্য একটি সাবমারসিবল পাম্প ভাড়া এনে স্থাপন করে কলেজে পানি সরবরাহ সচল রাখা হয়। বিএনসিসি প্লাটুনের জন্য আলমারি তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যাপক জনবল সমৃদ্ধ দেশের সর্ববৃহৎ স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ কলেজ শক্তিশালী বোর্ড অব গভর্নরসের তত্ত্বাবধানে সুযোগ্য অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ, এনডিসি. পিএসসি এর বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্বে এর চৌকস, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিরলস চেষ্টা, শ্রম ও কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ২০২৩ সালে অ্যাকাডেমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম উভয় দিক থেকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষে অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এটিই আমাদের অঙ্গীকার।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ও শ্রেষ্ঠ কলেজ

‘জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ’ –২০২৩ ও ‘শ্রেষ্ঠ কলেজ’ স্বীকৃতি

২০২৩ সালে ‘জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে’ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ সমস্ত দেশের মধ্যে ‘শ্রেষ্ঠ কলেজ’ হিসেবে নির্বাচিত হয়। এর আগে ২০২২ সালেও ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ ‘শ্রেষ্ঠ কলেজ’ হিসেবে নির্বাচিত হয়। পর পর দুই বছর জাতীয় পর্যায়ে একটি কলেজের ‘শ্রেষ্ঠ কলেজ’ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ যেমন-তেমন কোনো ঘটনা নয়। সারা দেশে এ বিষয়টি একটা আলোড়ন তোলে। এটি এই কলেজের জন্য একটি অনন্য সাধারণ অর্জন। এই অর্জনের পেছনে বরাবরের মত রয়েছে অনেক শ্রম, আছে ত্যাগ,আছে মেধার পরিচয়। অনেকগুলো পথ পেরিয়ে এই কলেজকে শ্রেষ্ঠ কলেজ হতে হয়েছে।

এই প্রতিযোগিতাটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে প্রতিযোগিতাটি সম্পন্ন করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ থেকে কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এই মানদণ্ডগুলোর প্রত্যেকটির বিপরীতে নম্বর বণ্টন করা থাকে। মানদণ্ডগুলো নিম্নরূপ

মানদণ্ড	নম্বর
১। পাশের শতকরা হার	২০
২। পাশ করা ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা	১০
৩। প্রতিষ্ঠানের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫
৪। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত	৫
৫। কর্মরত শিক্ষকগণের শিক্ষাগত যোগ্যতার মানের গড়	১৫
৬। ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা	৫
৭। প্রশাসনিক ও আর্থিক শৃঙ্খলা	৫
৮। জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন	৫
৯। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণের জন্য সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা	৫
১০। গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানাগার	৫
১১। পঠন পাঠনের নিয়মানুবর্তিতা, খেলাধূলা ও সহপাঠ্যক্রম ব্যবস্থা	৫
১২। শিক্ষার পরিবেশ	৫
১৩। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম/কম্পিউটার ল্যাব	৫
১৪। প্রতিষ্ঠানে স্কাউট গার্লস গাইড/রোভার/বি এন. সি. সি/ যুব রেড ক্রিসেন্ট ইত্যাদির কার্যক্রম থাকা	৫

কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আলোচ্য মানদণ্ড অনুযায়ী প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পারদর্শিতার পরিচয় দিতে হয়। আমরাও দেখিয়েছি। আমাদের কখনো বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল দেখাতে হয়েছে; কখনো প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর বিভিন্ন নমুনার প্রমাণ দেখাতে হয়েছে; কখনো শিক্ষার্থীদের কার্যক্রমকে তুলে নিয়ে আসতে হয়েছে; কখনো বা প্রাতিষ্ঠানিক নানামুখী কার্যক্রমকে প্রমাণসহ উপস্থাপন করতে হয়েছে।

‘জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ’ প্রতিযোগিতার প্রাথমিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় থানা/উপজেলা পর্যায়ে। মোহাম্মদপুর থানা থেকে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ উপর্যুক্ত মানদণ্ডের ভিত্তিতে ‘শ্রেষ্ঠ কলেজ’ হিসেবে নির্বাচিত হয়। এরপর এই প্রতিযোগিতাটিতে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা থানা/উপজেলা থেকে একটি করে কলেজ শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে জেলা পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। জেলা পর্যায়ের বিজয়ীরা অঞ্চলে /বিভাগে এবং অঞ্চল পর্যায়ের বিজয়ীরা ও ঢাকা মহানগরীর বিজয়ীরা জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে বিবেচিত হয়। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ এই এতগুলো পথ অতিক্রম করে সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

জাতীয় পর্যায়ে যখন প্রতিযোগিতা হয় তখন প্রতিষ্ঠান প্রধানকে মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয়। আমাদের অধ্যক্ষ স্যার আমাকে এবং সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরি স্যারকে সঙ্গে নিয়ে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্যারের উদার মানসিকতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। স্যার ভাইভা বোর্ডে উপস্থিত সবার সামনে আমাকে দেখিয়ে অবলিলায় বললেন এই যে কাগজ-পত্র, এর সবকিছু উনি প্রস্তুত করেছেন। স্যারের এত বড় উদার হৃদয় দেখে সেদিন সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। ভাইভা বোর্ডে স্যারের চমৎকার উত্তর প্রদানও আমাকে বিমোহিত করেছে। এ কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্র বলেই হয়তো অধ্যক্ষ স্যার এত সুন্দর করে মৌখিক পরীক্ষার মুখোমুখি হতে পেরেছিলেন। আসলে সবকিছু মিলিয়েই আমরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছি।

সত্যি কথা বলতে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের যে ভৌত অবকাঠামো, তা বাংলাদেশের খুব কম কলেজেরই রয়েছে। সবুজের চাদরে ঘেরা সুবিশাল এই কলেজের চত্বরে বেড়ে ওঠা ছাত্ররাও লেখাপড়ার পাশাপাশি তাই সৃজনশীল মেধা ও মননের সমন্বয়ে বেড়ে ওঠে। এখানে লেখাপড়ার পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেয়া হয়। শুধু গুরুত্ব দেয়া নয়, ১৯ টি ক্লাবের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তা চর্চাও করা হয়। বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষা এবং বৃত্তি পরীক্ষায় যেভাবে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ভালো ফলাফল করে, তা এই কলেজের দক্ষ শিক্ষক পরিবার এবং সুগঠিত প্রশাসনিক কাঠামোকেই প্রমাণিত করে। এখান থেকে পাশ করে বেড়িয়ে যাওয়া রেমিয়ানরা যোগ্য নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে দেশ গড়াসহ বিভিন্নভাবে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রেমিয়ানদের অবস্থান এ কথাই প্রমাণ করে।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ একজন ছাত্রকে উৎকর্ষ সাধনে অদম্য হতে শেখায়। শেখায় একজন মানুষকে চরিত্রবান, সৎ, দেশপ্রেমিক, সুশৃঙ্খল, সেবাপরায়ণ হতে। শুধু তাই নয়,এ কলেজ একজন শিক্ষককেও নতুন করে তৈরি করে। আর তাই তো প্রতি বছর নতুন করে এ কলেজের জয়মুকুটে নতুন নতুন পালক যুক্ত হয়, যা এ প্রতিষ্ঠানটিকে প্রতিনিয়ত এক অনন্য মর্যাদা দান করে চলেছে। এগিয়ে যাক ডিআরএমসি মেধায়, মননে, সম্ভাবনায় সোনালি ভবিষ্যতের পানে। জয়তু ডিআরএমসি।

ড. রুমানা আফরোজ
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ (প্রভাতি শাখা)
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

সৃজনী

শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ (এনডিসি, পিএসসি)
অধ্যক্ষ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ।

সন্তান লালন : বাস্তবতা ও পরাবাস্তবতা

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' মধ্যযুগীয় কাব্য অন্নদামঙ্গলের ঈশ্বরী পাটনীর এই অভিলাষ সহজাত। কিন্তু পরিবর্তিত আধুনিককালের অভিভাবকেরা শুধু দুধ-ভাত বা অন্নের সংস্থান নয় বরং চাইছেন সন্তানের বিলাসী জীবন নিশ্চিত করতে। সন্তানের মঙ্গল কামনায় তাঁদের এই মনোবাঞ্ছা অপরাধ নয় কিন্তু ব্যক্তিক, সামাজিক, পারিবারিক সর্বোপরি সন্তানের নানাবিধ সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে তাদের অন্যায়ভাবে বিলাসী জীবন দেয়ার যে চিন্তা সেই চিন্তা শুধু অন্যায়ই না বরং অনেক সময়েই সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য গভীর অমানিশার ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে প্রায় পাঁচ বছর অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুবাদে বিচিত্র মানসিক গড়নের বাচ্চাদের সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়েছে। প্রত্যেক ছাত্রেরই পরিবার, প্রতিবেশ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কারণে সন্তানদের মধ্যে নানারকম বৈচিত্র্যপূর্ণ মানসিক গড়ন ও চিন্তার ভিন্নতা আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করি। বিচিত্র পরিবেশ থেকে আসা ছাত্রদের ভালো মন্দ আচরণিক প্রকাশের পেছনে অভিভাবকদের সন্তান লালনের বিভিন্ন ধাপে প্রদত্ত শিক্ষার ভূমিকাই মূখ্য। সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে পিতামাতার যে বাস্তব-অবাস্তব স্বপ্ন ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁদের ইতিবাচক-নেতিবাচক প্রতিযোগিতার সঙ্গে অধ্যক্ষ হিসেবে আমার অভিজ্ঞতাজাত বিশ্লেষণ আপনাদের সাথে বিনিময়ের জন্যই এই লেখা।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও যৌথ পরিবারে দাদা-দাদি, চাচা-চাচি ও অন্য সবার আদরে-শাসনে বেড়ে ওঠায় পারিবারিক সামাজিক অনুশাসন, সহমর্মিতা, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সহজাতভাবেই শিশুর মনোজগতে প্রথিত হত। স্বাধীনতাত্তোর সময়ে দেশে দ্রুত নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে। জীবিকার প্রয়োজন ও উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষায় ভেঙে যেতে শুরু করে ঐতিহ্যগত একান্নবর্তী পরিবারগুলো। যার বিরূপ প্রভাব সরাসরি আঘাত হানে আমাদের সন্তানদের ওপর। নগরকেন্দ্রিক জীবনে বাবা-মায়ের কাজের ব্যস্ততার কারণে এবং একান্নবর্তী পরিবারের উপরিউক্ত সুযোগ বঞ্চিত শিশুরা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। ফলে পরিবার ও সমাজ থেকে স্বশিক্ষার পরিধি সংকুচিত হয়। অনেকক্ষেত্রে গৃহকর্মীর হাতে বা ডে কেয়ারে বেড়ে ওঠায় ঐতিহ্যগত পারিবারিক শিক্ষার বাইরে এক ভিন্ন আচরণের সাথে একাত্ম হয়ে সে বেড়ে উঠছে। এদিকে অধিকাংশ অভিভাবকই সন্তানদের বিষয়ে সংবেদনশীল হওয়ায় শিশুকাল থেকেই অতি আদুরে হিসেবে গড়ে তোলে। স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনায় কায়িক শ্রম তো দূর পরাহত এমনকী রোদে খেলাধুলা, ছুটোছুটি, হইহুল্লোড় থেকেও বিরত রাখে সন্তানকে। এতে সন্তানের আগ্রহ ও ইচ্ছার যেমন দমন হয় তেমনি অতিরিক্ত আগলে রাখার ফলে সন্তানের দৈহিক ও মানসিক গঠন ব্যাহত হয়। সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ-ভালোবাসাই ক্ষেত্র বিশেষে সন্তানকে একসময় বিপথে পরিচালিত করে। উপায়ান্তর না দেখে সংবেদনশীল এই অভিভাবকবৃন্দ তাকে 'সোজা' করতে শুরু করেন শাসন। সন্তানের ওপর নানা রকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় এবং সে যদি এই নিষেধ অমান্য করে বা বিদ্রোহ প্রদর্শন করে তাহলে তৎক্ষনাৎ তা দমন করা হয়। এই অতি শাসনে লালিত শিশুরা তাদের অবদমিত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও পুঞ্জীভূত ক্রোধ প্রকাশের জন্য অন্য উপায় খোঁজে এবং অনেক সময় অযাচিত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। আমাদের সময়ে দেখা যেত, বাবার একটু চোখ রাঙানি বা সন্ধ্যার মধ্যে বাসায় না ফিরলে রাতে ভাত বন্ধ; এসব কথা তখন আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যই মনে হত। কিন্তু এখনকার বাচ্চারা মনে করে বাবা-মা যাই বলুক না কেন শেষমেষ 'কিছুই হবে না'। কারণ ইতোমধ্যেই সে অতি আদরে নষ্ট হয়েছে। এই অতি শাসন বা আদর দুটোই সন্তানের জন্য বড় ক্ষতির কারণ।

উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উন্মেষের ফলে সমাজে শুরু হয়েছে সম্পদ অর্জনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা। এই অধিক আয়ের জন্য বাবা-মাকে বেশি শ্রম ও সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে সন্তান বাবা-মায়ের কাছ থেকে কম সময় পাচ্ছে। সুতরাং সন্তান বেড়ে উঠছে বাবা মায়ের অগোচরে। এই সম্পদ অর্জনের জন্য যে নিরন্তন ছুটে চলা এটা তো সন্তানের জন্যই কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সম্পদ অর্জন করতে গিয়েই যদি সন্তানকে সময় কম দেয়া হয় তাহলে এর বিরূপ প্রভাব নিশ্চিতভাবে সন্তানের ওপরে

পড়বে। ফলাফল, বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে অনাকাঙ্খিত দূরত্বের সৃষ্টি হওয়া।

স্কুল-কলেজে ভর্তি প্রতিযোগিতা অনেক বেড়েছে। ফলে বাবা-মা টেনশনে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তির সময় অনেক বাবা-মা সন্তানকে সঠিক গাইডলাইন দিতে পারেন না। এমনকী বাবা-মায়ের মানসিকতা ও অপ্রাপ্তিগুলো সন্তানের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। অনেক ক্ষেত্রেই সন্তানের ইচ্ছাকে বিবেচনায় আনেন না। দেখা যায় সন্তানের ইচ্ছা ডাক্তার হওয়ার কিন্তু বাবা মা চাপিয়ে দিচ্ছেন প্রকৌশলী হওয়ার বোঝা। এতে ওই সন্তান লেখাপড়ায় আনন্দ ও আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে মুষড়ে পড়ে এবং নিজেকে অপাংক্তেয় ভাবতে শুরু করে। যা তার মনোজগতকে বিক্ষুব্ধ করে বিপথে পরিচালিত হতে ইন্ধন দেয়।

অভিভাবক হিসেবে বাবা মা সবসময় আশা করেন সন্তান সৎ পথে বেড়ে উঠুক। সেজন্য চুরি, দুর্নীতি, অন্যায়, অনিয়ম, অবিচার, মাদক, মিথ্যা বলা থেকে সন্তানকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। কিন্তু এই সন্তানই যখন দেখে, বাবা তার মায়ের সঙ্গে কর্কশ ভাষায় কথা বলছেন বা অন্যদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন অথবা বাবার আয়ের সঙ্গে তার যাপিত জীবনের ব্যবধান স্পষ্ট তখন ওই সন্তানের মনে বড় ধরনের জিজ্ঞাসার তৈরি হয়। সঠিকভাবে লেখাপড়া করলে সম্মানের সঙ্গে ভালো থাকার যে স্বপ্ন অভিভাবক সন্তানকে দেখান, বাস্তবে দেখা যায় টাকা ও ক্ষমতাসম্পন্নদের সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে অনেক সময় শিক্ষার দূরতম সম্পর্কও নেই। সুতরাং সমাজ থেকেও ভুল বার্তা পাওয়ায় দুর্নীতি ও মাসেল পাওয়ার অর্জনের আকাঙ্ক্ষী হয়ে ছাত্রদের লেখাপড়ার প্রতি অনীহা তৈরি হয়। সে চিন্তা করে বাবা আমার কাছে যা আশা করে সে নিজে এবং সমাজ তা পালন করে না। তখন তার মধ্যে এক ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব কাজ করে যে, অভিভাবক ও সমাজ এসব বিষয় আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

সন্তানের প্রথম শিক্ষায়তন হলো পরিবার। তাই নৈতিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় পীঠস্থানও এই পরিবার। পরিবারের সদস্যদের একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে সংশ্লিষ্ট পরিবারের সন্তানও অপরকে সম্মান করতে শিখবে না। পরিবারে যদি একে অন্যকে গালমন্দ করে ওই সন্তান বিদ্যালয়ে এসে সহপাঠীদেরও খিস্তি খেউর করে ডমিনেট করার চেষ্টা করবে। কারণ সে এটাই স্বাভাবিক আচরণ মনে করবে। এজন্য পরিবারে সম্প্রীতি অতি জরুরি। আবার পরিবার ও সমাজের মানুষের আয় ব্যয়ের অসামাঞ্জস্যতা তাকে অর্থনৈতিক ও নৈতিক স্খলনের দিকে ধাবিত করার সমূহ সম্ভাবনা তৈরি করে।

এসব বাস্তবতা থেকে উত্তরণের জন্য পরিবারেই একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এজন্য প্রথমেই সন্তানকে সময় দিতে হবে। অভিভাবকদের যে কর্মব্যস্ততা বা উপার্জন সবই যেহেতু সন্তানকে ঘিরে সুতরাং সন্তানের সঙ্গে সময় কাটানোর প্রতি যত্নবান হতে হবে। যাতে সন্তানের সঙ্গে পিতামাতার হৃদ্যতাপূর্ণ সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দিনে এক বা দুই ঘণ্টা সন্তানের সঙ্গে গল্প করতে হবে। তার সারাদিনের কাজের ফিরিস্তি মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। এতে সে বুঝবে বাবা-মা তার প্রতি যত্নবান। সন্তানের দিনের আনন্দময় কাজের গল্পে আনন্দিত এবং দুঃখে সমব্যথী হলে সে আপনার কাছে মনের ঝাঁপি খুলে বসবে। ফলে সন্তানের অবস্থা বিবেচনায় গাইড করা সহজ হবে। যদি নির্দিষ্ট সময় তার সঙ্গে গল্পের সুযোগ নাও থাকে বাড়ন্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে বাবাদের উচিত সন্তানের সঙ্গে সকালের নাস্তা ও রাতের খাবার খাওয়া।

সন্তানের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে সচেতনভাবে তার বিভিন্ন বিষয়ের খোঁজ নিতে হবে। যেমন তার ভালো বন্ধু কারা, তারা কোন পরিবার থেকে এসেছে প্রভৃতি তথ্য জানতে হবে। কারণ সন্তান যার সঙ্গে মিশবে তার ভাষা ও আচার-আচরণ দ্বারা সে প্রভাবিত হবে। প্রতিটি শিশু আলাদা তাই অভিভাবক হিসেবে কখনও কাউকে অন্যের সাথে তুলনা করতে যাবেন না। অন্যের সন্তানের ভালো ফলাফল উল্লেখ করে অনেক সময় পিতামাতা বাচ্চাদের সবার সামনে লজ্জা দেন। এতে শিশুদের মনে বহুক্ষেত্রেই বিরূপ প্রভাব পড়ে। "তোমাকে দিয়ে হবে না" "তুমি পারবে না" এসব না বলে তাকে উৎসাহিত করুন। তার ভুল ধরে দিয়ে ভালো করার উপায় বাতলে দিন। সুযোগ দিন তার ভালো লাগা বিষয়ে, সে আপনাকে বিমুখ করবে না।

সন্তানের শখের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। সে ছবি আঁকতে বা ছবি তুলতে পছন্দ করলে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সে বই পড়তে পছন্দ করলে তাকে বই কিনে দিন। সে যদি পট প্লান্টের শখ বা ছোট্ট বিড়াল অথবা পোষা পাখিতে খুশি হয় তা কিনে দিতে হবে; এতে সে তার আগ্রহ, শক্তি ও মনোযোগ ব্যবহার করে আত্মতৃপ্তি লাভ করবে। তার এই শখের জিনিসগুলোর নিয়মিত খোঁজ রাখতে হবে, গুরুত্ব দিতে হবে তাহলেই আপনার প্রতি তার মুগ্ধতা বাড়বে এবং মন খুলে কথা বলবে। তার অবসর সময় কীভাবে কাটে তার খোঁজ রাখতে হবে। সন্তান যদি একা থাকতে পছন্দ করে বা ভিডিও গেম খেলতে পছন্দ করে তাহলে বুঝতে হবে আপনার সন্তান অন্তর্মুখী। সহকর্মী ও অন্যদের সঙ্গে আন্তঃযোগাযোগ রক্ষা করতে না পারায় ওই সন্তান কর্মক্ষেত্রে সফল হবে না। সুতরাং সন্তানের শখ ও অবসর সময় কাটানো থেকে সহজেই জানা যাবে তার মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের স্বরূপ। সেটা জেনে অভিভাবক তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন।

বয়ঃসন্ধিতে সন্তানের দেহ-মনে অনেক নতুন বিষয় জাগ্রত হয়। অভিভাবককে এসময় সন্তানের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

অনেকেই তার এ পরিবর্তন সহজে মেনে নেন না। আমাকে অভিযোগ করেন, 'স্যার সন্তান আগে কথা শুনত, ইদানিং শোনে না।' আসলে তাদের শারীরিক পরিবর্তনের কারণে একটু ভিন্নভাবে জগৎটাকে দেখতে শুরু করে। সন্তানের চুপ করে যাওয়া, হঠাৎ মন খারাপ করা বা রেগে যাওয়াতে নিজেদের মেজাজ হারালে চলবে না। প্রকৃতির স্বাভাবিকতা বুঝে আশা করি দ্রুত সে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে শিখবে। এই সময়টাতে তার মন কাদামাটির মতো নরম, যদি সে ভুলভাবে নিজেকে তৈরি করে তাহলে তাকে সঠিক পথ দেখানো যাবে। এই নরম মন একবার ভুলভাবে প্রস্তুত হয়ে গেলে তা ভেঙে নতুন করে গড়া খুবই কঠিন। এসময়ে অভিভাবকদের ধৈর্য নিয়ে সন্তানকে গাইড করতে হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অহংবোধ জাগ্রত হয়। নিজের মতামত, ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি ঝোঁক বেড়ে যায় এবং নিজেদের বড় ভাবতে শুরু করে। এসময়ে অভিভাবকদের বাধা-নিষেধ মেনে চলার চেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বেশি পছন্দ করে। এই বয়সের সন্তানের ভালোলাগা মন্দলাগার বিষয়ে খোঁজ নিতে হবে। ফলে সন্তান নিজেকে কীভাবে গড়ে তুলছে সে সম্পর্কে জানা যাবে। অভিভাবকদের ধৈর্য নিয়ে সন্তান জীবনে কী হতে চায় তা শুনতে হবে। সন্তানের লক্ষ্য অর্জনে কত পরিশ্রম, কত অধ্যবসায় প্রয়োজন, ভালো করলে সন্তানের কী কী সুবিধা, সেই সুন্দর ভবিষ্যৎ পেতে কীভাবে নিজেকে তৈরি করবে; সে সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে হবে।

সন্তানের সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করা একজন অভিভাবকের অন্যতম দায়িত্ব। আপনার সন্তান গণিতে দুর্বল তাকে যদি প্রকৌশলী বানানোর চেষ্টা করেন তাহলে তার কাছে লেখাপড়া নিরানন্দ হয়ে যাবে, পরিণামে জীবনে ব্যর্থ হবে। আবার সন্তান খুব স্পোর্টি সুতরাং তাকে খেলোয়াড় বানানোর চেষ্টা করতে হবে। সন্তানকে সফল করতে তার ইচ্ছার মূল্য দিতে হবে। আবার সন্তানের পক্ষে খারাপ এমন ইচ্ছার ক্ষেত্রে তাকে বুঝিয়ে সঠিক নির্দেশনা দিতে হবে। তার সদিচ্ছার মূল্যায়ন পেলে সে মানসিকভাবে প্রফুল্ল থাকবে। এসবকিছু বিবেচনায় তাকে যে গাইডলাইন দেয়া হবে সেগুলো পালনের মাধ্যমে সন্তান যে সিদ্ধান্ত নিবে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

পরিশেষে, সন্তান প্রতিপালনে আরেকটি বড় ভূমিকা থাকে তার বিদ্যাপীঠের। ছাত্ররা অনেক ক্ষেত্রেই বাবা-মা এর চাইতে তার শিক্ষকদের নির্দেশনা ও শিক্ষাকে বেশী গ্রহণ করে। ছাত্রদের গ্রন্থগত শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা, সৌজন্যবোধ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ইত্যাদি শিক্ষার স্থান তার শিক্ষালয়। ছাত্রদের মানসিক বিকাশ ও চরিত্র গঠনে শিক্ষকদের অবদান অনস্বীকার্য। একজন শিক্ষকের সঠিক নির্দেশনা ও গাইড লাইন যেকোন ছাত্রের মনোবিকাশ, ভাল ফলাফল ও নৈতিক মূল্যবোধ তৈরিতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। এজন্য অভিভাবক ও শিক্ষকদের যৌথ প্রচেষ্টায় একজন ছাত্রের ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়ক বলে আমি মনে করি।

সর্বোপরি সন্তান পরিচর্যার প্রতিটি ধাপে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা দেখানোর মাধ্যমে অভিভাবক ও শিক্ষকবৃন্দ তাকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন এটাই আমার প্রত্যাশা। আমার এ লেখা সার্থকতা পাবে আজকের সন্তান যখন আলোকিত মানুষ হয়ে পিতা-মাতাকে গর্বিত করে এ দেশের সুনাম পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিবে। সেই সুদিনের অপেক্ষায় রইলাম।

J.M. Arifur Rahman
Associate professor,
Department of Chemistry

Microplastics: Impact on Environment and Human Health

Introduction:

Plastic is a synthetic polymer of organic compound. The word plastic is come the words 'Plastikos' which means 'possible to melt'. Plastic can be melted and can be given any shape by molding. Plastic can be classified as

i) Mega Plastic (>20mm)
ii) Macro plastic (20-5mm)
iii) Microplastic (<5mm) and
iv) Nano plastic according its size.

Microplastics:

Microplastic is a tiny particle of synthetic polymers and plastics and it is about less than 5 millimeters in size. It can be created by a waste product from the decomposition of larger plastic parts. Sometimes, it may be created intentionally by human from the packaging of foods and cosmetics, cleaning products, electrical wiring materials and one-time used single plastic materials.

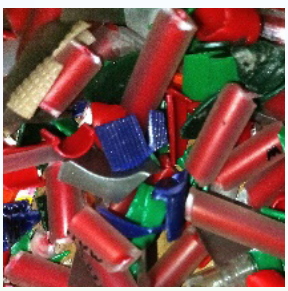

Types of Microplastics:

Microplastics are categorized as Primary microplastic type A, Primary microplastic type B and Secondary microplastics. Primary microplastic type A are considered as chemicals include water-soluble polymers or liquid microplastics. The category primary microplastic type B includes plastic particles that are generated during the use of plastic products in the environment. Examples are tire abrasion or clothing fibers from synthetic clothes. Secondary microplastics include all microplastic particles that are created by the slow decomposition of large plastic parts or plastic waste in the environment by influencing UV radiation, bacteria or also friction.

Entering the Microplastics into Environment:

Microplastics can enter the environment directly through tire abrasion, synthetic textile fibers. Industrial wastewater,

Figure: Plastic Materials

sewage treatment plants or the plastics industry help for contamination with microplastics influenced by transport processes such as wind, water currents, ebb and flow and surface runoff from rain. The release of synthetic fibers and substances from clothing occurs not only through washing and wearing, but also during production, processing, and transportation by textiles.

Indirectly when plastic objects or plastic waste in the environment break down into smaller and smaller components due to UV radiation, oxidation and/or mechanical effects, then Microplastics get into the environment. This is how millions of microplastic particles are created in our ecosystems. Depending on their individual composition (size, weight, density), they disperse quickly or slowly in water, soil and air.

Microplastics are released by domestic wastewater from ships flowing unfiltered into the sea, the degradation of lost fishing gear, marine paints and coatings, single-use plastic waste from fishing and aquaculture and lost plastic container in sea. Agricultural sources such as the irrigation pipe, the nutrient tablets, the seed coatings, the sewage clay from wastewater treatment plants used as soil fertilizer, the use of crop films contribute to the spread of microplastics in soil.

Motor tire abrasion, road markings and road debris are sources of environmental microplastics. Process water and wastewater from the plastics industry can be heavily contaminated with microplastics. Improperly disposed waste from tourists, uncontrolled discharge of wastewater from ships and the massive consumption of single-use plastic products are also sources of microplastics.

Hazardous Effect of Microplastics:

Polyethylene and polypropylene, the components of microplastic particles in a wide variety of concentrations and compositions are released into the environment or transferred directly to the organism when ingested. In addition, due to its hydrophobic character and high surface/volume ratio, microplastics can absorb organic pollutants such as polyaromatic hydrocarbons or polychlorinated biphenyls as well as heavy metals from the environment, transport them and release them again when they are absorbed into the organism. This is also referred to as microplastic as a transport vector. Microplastics can be taken up from the environment by organisms through confusion with food or non-selective ingestion. The health risk becomes higher as the smaller the microplastic particles (nanoplastics) are, the easier they can migrate through tissues and cells.

Microplastics enter the environment through many different pathways, where they are difficult to degrade and can pose a potential threat to wildlife and human health. In general, freshwater ecosystems are more contaminated with microplastics than marine ecosystems because the enormous volume of marine ecosystems allows microplastics to disperse more widely.

Impact of microplastic on biodiversity:

Microplastics could have long-term negative impacts on ecosystems. The degradation and accumulation of plastics in soil vary and depend on the type of plastic used and the occurrence of a range of biological and anthropogenic factors (UV radiation and

Figure: Microplastics and Fish contaminated with microplastic (Fig. from Google)

microbiota). Microplastics lead to soil as well as plants contamination and degradation. The negative health effects on soil animals are extended throughout the food chain via trophic accumulation and trophic transport.

Impact of Microplastics on Human Health:

Microplastics enter into the human organ via the food chain, contamination of food through plastic packaging or through contamination of the air by microplastics we breathe. Drinking water and hot tea from plastic bottles and one-time plastic cups are also important factors for plastic contamination. Microplastics can be ingested by organisms from the environment through food confusion or non-selective ingestion and can be transferred to human body when consumed. In organisms that live in water, particularly very small plastic particles can enter the bloodstream directly through the gills.

The persistence of microplastics in combination with increasing microplastic inputs into the environment lead to an ever-increasing burden on the environment and thus also on humans. The ecotoxicity of microplastics depends on their shape, size, and density. While denser microplastic particles sink to the bottom of water bodies, those with lower density float on the water surface and can be mixed with food by invertebrates for the organisms and their predators. Because microplastics can penetrate multiple organs, ingestion can lead to oxidative stress, which can trigger allergic reactions and, in very severe cases, lead to cancer or death. Various studies have already demonstrated numerous harmful effects of microplastics on the human organism.

Effect of Microplastics on Organisms:

There is still a debate and zealous research into how dangerous microplastics really are for humans, animals, and the environment. Primarily due to their small size (≤ 5 mm), microplastics play a danger to animals and the environment.

In addition, each microplastic particle has an individual composition due to previous production, use and decomposition processes. Extremely harmful micropollutants, such as residues of plasticizers, heavy metals, can adhere to the microplastic. This increases the risk of physical and toxicological damage to organisms and ecosystems that can be caused by microplastics. Microplastics can have

various harmful effects in the organism. These include physical effects that unfold directly via the effect of the plastic particles as foreign bodies in the organism.

Absorbed microplastics can be transported into the tissue, the bloodstream and thus also into internal organs and cells of living organisms. If the plastic particles are in the organism, then they grow into the tissue. Furthermore, organ and cell dysfunction can occur, for example by causing inflammation, oxidative stress, damage to DNA or a reduction in membrane stability. Even though microplastic concentrations are often below those found to be acutely toxic in the laboratory, it can cause stress due to chronic long-term exposure.

Recent Research on Microplastics:

Various research studies have been carried out in recent years, it proved the presence of microplastics in food. From these statement, it is showed that we eat, drink, and breathe 5 g of microplastic every week.

Since microplastics research is carried out primarily on the aquatic environment, most studies in the literature are on exposures to food products such as fish and seafood. The microplastic accumulates primarily in the digestive tract. Therefore, the contamination of fish and seafood that are consumed with the digestive tract, for example mussels or smaller fish such as sardines, is to be regarded as particularly problematic. Microplastics have also been detected in other foods such as sea salt, honey, sugar and mineral water. Since there are no direct studies on the transport behavior of microplastics in the human body, this is derived from experiments with mammals.

Conclusion:

Uses of plastic substances make our life easy and comfortable. The plastics are not biodegradable and they pollute the environment permanently. Microplastics are created from plastic materials which are dangerous for human, animals and marine animals as well as organisms. So, limited uses of plastics creates limited microplastics as well as limited impact on environment.

Rashed Al Mahmud
Associate Professor
Department of English

A WINDFALL

The corridor was gloomy with one or two lights on. It had been raining incessantly for several hours. Somewhere some windows were kept open or the panes got broken. Rain-drenched cold wind was silently touching the tired limbs of Nitin while sneaking past through the corridor. Nitin was sitting on a long bench leaning his back against the damp wall of the hospital corridor, shivering a little - somewhat due to the chill windy presence and mainly, an abysmal sense of uncertainty and fear of losing the only hope and joy of his life - his mother - now in this hospital bed, suffering from a deadly fever which they called Dengue or something like that, Nitin couldn't get. He didn't want to know anything; he wanted his beloved mother to be back to him - wearing a broad indulging smile on her face, hugging and kissing him as she did every day before going out to her work in the tea garden. Big drops of tears rolled down his cheeks. Seven year old Nitin only wanted to hide in her mother's lap again and smell the sweet fragrance of her mother's clothes as usual. Uncontrollable sobs were about to choke him; the little hapless boy started weeping again and again. Ma.. Ma...! Nitin lay on the bench; tears were now directly splashing on the ground, mingled with the sprinkles of rain as if the agony of the child and the cries of nature had been dexterously synchronized to portray the profound pathos of life.

Surrounded by a luscious green and undulating landscape, the hamlet of Meher was an abode of panoramic views of nature with tea plants covering the hillocks like a vast green carpet; the shrubs were shrouded by tall trees spreading their branches and twigs as though to protect those growing under them. The chirrups of the birds with the multi- coloured wings were resonant in the woods; the morning sun sprinkled its golden aura over the green vastness and melted through the decorative filters of the canopies; below the colourful butterflies strolled floating with the wind and danced ecstatically to their mates' hypnotic calls. Several small yet youthful springs were sliding down the bodies of the high hills with womanly grace. Just a piece of paradise! And surprisingly enough, Meher's village was still out of the clutch of the injudicious behaviours of the common careless tourers. This was also the secret of the aesthetic properties of this place still preserved at its prime because of some pragmatic steps to maintain ecotourism.

One spring was rather big - nearest the tea estate where Meher's family and relatives worked. They called this spring 'Kuhr', according to local patios, meaning ' Cave'

because the thousands of tiny flows of water of 'Kuhr' made a big round pool of crystal clear water that went inside the hill along a low- ceiling cave, not that long. The sand of the bottom of the pool was amazingly white and reflected different shades of blue and paste colours at different times of the day.

Every morning, before going to work in the tea garden, Meher took her son Nitin to take a bath. Both mother and son along with Meher's other female neighbours and their children spent nearly an hour in the pool, swimming, splashing and sprinkling water at each other. The whole spell of bath was full of mirth, a pleasant ritual adored by both the children and the adults.

Meher was very happy with her family. Her husband Ritish, also a worker of the same tea garden, was a man of a good heart. Ritish's family was cited as an example of a happy family. Nitin, the apple of their eyes, was lovable to all.

Nitin was looking emptily at the corridor wall - eyelids were about to meet each other. The beautiful moments with his lovely mother and father came to his vision. His mother was trying desperately to catch him in the pool to rub his back with soap but Nitin was dosing her again and again and the two were bursting into laughter. His sturdy-bodied dad was carrying him on his shoulder and sometimes tickling Nitin who was laughing at the top of his voice. Then, suddenly Nitin could get rid of his father's hold and jumped down from his shoulder and raced along the hilly track. Father and son had a lot of fun together. One day, Nitin was playing hide and seek with his mum. To surprise Meher, Nitin hid in a very difficult to find ledge of the small cliff. Not being able to find Nitin, when Meher really started crying, Nitin shouted aloud to calm her. Nitin found his mother was trembling as she was hugging him with a strong grip and still sobbing.

All of a sudden, Nitin saw his mother standing near Kuhr, but her face was grim and weary. Gradually her appearance started fading and she was floating away into the cave. Extremely frightened, Nitin yelled out, 'Ma ...Ma...!'

'Nitin! Nitin... my son...my baba... What happened... dear..!'

Though dad's voice comforted Nitin, he was all in tears. He woke up and cuddled up to his father's body. Ritish held his son tightly. All this time he had been waiting outside the female ward to know about the condition of his beloved wife.

Suddenly Ritish saw the door of the female ward open and the nurses were coming out with a trolley carrying a patient and rushing towards another corner of the hospital building to catch the elevator. There were some gadgets and pipes attached to the patient's body. The nurses seemed very worried. Out of curiosity and apprehension, Ritish almost ran near the trolley to see who that patient was. To his horror and devastation, Ritish found Meher spraining her body on the trolley, gasping for breath and bending her back upside as she was lying supine. All these signs clearly told Ritish that something went very wrong with his endeared wife. Before Ritish asked the nurses anything about Meher, the lift closed for the upper floor. Ritish followed by Nitin who was wailing and sobbing all the time, climbed up the next two floors almost at the same time the trolley had reached. The nurses knew Ritish personally as Ritish had a

small fame at the locality as a very cooperative and friendly person, to both his class and the upper classes of their society.

When Ritish's eyes met the nurses', Ritish could read a fear of loss and defeat clearly visible in their eyes. Something gave him a hard blow from inside and Ritish was about to fall off his feet. One of his neighbourhood nurses was shaking her head in despair, whispering to Ritish's ear, 'Pray for Meher...! Her condition is highly critical....! We are trying everything.... Ritish....! Just pray....! It's up to Him...!' She pointed her finger upward and they all left with Meher for one big room with many electronic medical devices.

Ritish flopped down on the floor putting his palm on to his forehead. Seeing the condition of his father, Nitin gave a loud cry and fell off his feet and started rolling over on the floor and whining in such a panic- stricken pathetic voice that nobody around there could control their tears. Everyone could guess what was coming for Ritish's happy family. Tears were welling from Ritish's fear-filled eyes and then began to slide along the cheeks in torrents. All hopes sank into nothingness.....all efforts would end in vain...! Ritish could not bear his son's lamentations but he couldn't stop him either. The happy family would be robbed of its happiness forever...!

The day slid into dusk and then the dreary nocturnal time crawled in. So far nothing hopeful was heard about Meher. Ritish and Nitin didn't eat a single grain all these hours. They couldn't. Their neighbours were staying with them and trying to make them eat but both of them refused. How could he eat when his darling wife was quickly succumbing to her illness. For the first time in his life, Ritish could feel how much he loved Meher. At one point, as horrendous visions were popping up his mind, Ritish deeply felt he couldn't live without Meher.... Life would lose all its meanings and ardour. It's impossible...!

'Meher.. certainly God will give you back to me...us...at least to Nitin...God if you don't listen to me... please listen to my little Nitin.. Oh God....Oh!' Ritish whispered to himself, heartbroken - weeping, sobbing and praying.

At midnight, raindrops falling on the extended roof of the corridor at the fourth floor created an eerie atmosphere. Gradually, the weather turned cool to cooler. Suddenly, a slight gusty wind started blowing. After keeping up the whole night without giving the eyelids a moment's rest or the stomach a morsel of food, Ritish now began to have hallucinations. He could feel the advent of the death messenger prowling through the hospital corridor; Ritish could feel the death angel leaving his uncanny breath on the hospital walls and corners. It seemed to him that the angel came to snatch away only Meher. It also seemed to him that the whole beautiful sylvan valley was collapsing on him. Ritish gave a loud cry calling out, 'Meher...!' and dropped himself down the ground, unconscious. It was too much to bear for a little kid, Nitin. Seeing his father unconscious, Nitin jumped over Ritish, embracing him with all the might his body permitted and started yelling at the top of his voice, though the sleepless and starved body of the poor little boy could produce only a faint noise that was also clogged into his own pharynx.

Ritish's friends, neighbours and colleagues couldn't find any way to give him mental or emotional support, because they had been

so far receiving these kinds of support from Ritish whenever any of them was faced with any financial or other such atrocities. All of them stayed speechless.

The night faded into twilight. The glow of the sun started dispelling the gloom. The songs of the birds and the flapping of their wings were rejuvenating, though these morning activities could not enliven Ritish or Nitin. They were now alone in the hospital. Their companions left for work.

One nurse came out with a trolley. ' It was the same trolley that carried Meher last night. Ritish understood what had happened to Meher. He only clutched Nitin tightly. Nitin gave a blank and cloudy look at his father. Then he looked at the trolley coming this way. 'Dad....!' Nitin faintly asked, as if complained to his father about what was happening at that moment. Ritish knew what they were going to hear from the nurse. He couldn't bear it anymore. All night his mind had been filled with the fear of this very moment - a moment of finally losing hope, saying goodbye to his dear wife for good. Ritish decided he would not see Meher's dead face. He was about to leave.

'My love...!' a very familiar voice, feeble yet clearly understandable. Ritish knew only one person in this world had this voice and called him so nicely. Ritish turned back. The beautiful face of Meher lost much of its lustre but she was smiling weakly, holding Ritish's hand.

'Ma...Oh Ma...Ma..!' Nitin hastily gave his mother a long big cuddle as though she might have been lost again.

'My boy ... my Nitin....!' Meher's smile became audible.

রতন সরকার
সহযোগী অধ্যাপক
চারু ও কারুকলা বিভাগ

দীক্ষা ছাড়া শিক্ষা মূল্যহীন

রাজশাহী থেকে ঢাকা ফিরছি। যখন গাড়ি ছাড়ে তখন আমার পাশে একজন নবীন যুবক বসেছিল। গাড়ির জানালা দিয়ে রুপসী বাংলার রূপ আঁকাবাঁকা নদী, ধানক্ষেত, শ্রমজীবী মানুষ, সোনালি ডানার চিল, সাদা বক, রঙিন মাছরাঙ্গা দেখতে দেখতে নিলুয়া বাতাসের সাথে প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে গিয়েছিলাম। জানালার বাইরে থেকে ভেতরে তাকিয়ে লক্ষ্য করলাম আমার পাশে বসা নবীন মানুষটি প্রবীণ হয়ে গেছেন। মাঝখানে পুঁঠিয়া, নাটোর এবং আরো কয়েক জায়গায় বাস থেমেছিল। শুভ্র সাদা পাঞ্জাবি পরা কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা প্রবীণকে বেশ ভদ্রলোকই মনে হল। চোখে চোখ পড়লো বটে, কিন্তু কথা হলো না। দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম দ্বিতীয়বার চোখাচোখি হলো । এবার ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন;
ঢাকায় থাকেন?
বললাম, হ্যাঁ।
কি করেন?
বাথরুম পরিষ্কার করি।
ভদ্রলোক অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর আবার প্রশ্ন করলেন,
কী বললেন?
: বাথরুম পরিষ্কার করি।
ভদ্রলোকের বিস্ময় কাটলোনা। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভালো করে দেখে কী যেন পড়ার চেষ্টা করলেন। তারপর আর কিছু বললেন না। সামনে তাকিয়ে বসে রইলেন। এবার আমিই বললাম, আমার বাসায় তিনটা বাথরুম। নিজেই পরিষ্কার করি। বাথরুম পরিষ্কার করার মতো লোক নাই। বউকে এই কাজ করতে দেইনা। এবার ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন। বেশ খানিকক্ষণ ধরেই হাসলেন। হাসি থামার পর বললেন,
আপনি করেন কী?
আমি বললাম, একই প্রশ্ন আবার করছেন কেন? ঘর ঝাড়ু দিই।
ভদ্রলোক বললেন, আরে ভাই সে কথা না, ব্যবসা-বানিজ্য, চাকুরী-বাকুরী কী করেন?
বললাম জাতীর মেরুদণ্ড বানাই।
ভদ্রলোক আবারও অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করেই হাসতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরেই হাসলেন। সেই হাসির শব্দ কম কিন্তু শরীরের ঝাঁকুনি অনেক বেশি ছিলো। হাসি থামিয়ে প্রবীণ জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় আছেন? তারপর ঢাকা পৌঁছা পর্যন্ত অনেক কথাই হলো প্রবীণ সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে। প্রিয় পাঠক, আমি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার কাজ করি। ৬৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তৃতীয় থেকে দ্বাদশ, দিবা এবং প্রভাতী, বাংলা এবং ইংরেজি মাধ্যম, আবাসিক এবং অনাবাসিক সব মিলিয়ে পাঁচ হাজারের অধিক ছাত্র লেখাপড়া করে এই প্রতিষ্ঠানে। এইসব ছাত্রের বাবা-মারা কেউ মন্ত্রী, কেউ এমপি, কেউ সচিব, বিচারপতি, জজ, ব্যারিষ্টার, ডিসি, এসপি, আর্মি অফিসার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী, খেলোয়ার, ব্যবসায়ী, পিয়ন, মালি, দারোয়ান। একদম ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সকল শ্রেণিপেশার মানুষের সন্তানরা এই বিদ্যাপিঠে লেখাপড়া করে। এখান থেকে পাশ করে বেরিয়ে যাওয়া ছাত্ররা অধিকাংশই তাদের বাবা মাকে অতিক্রম করে সমাজে মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে।
এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি রবিবার দ্বিতীয় পিরিয়ডে সমাবেশ হয়। আর প্রতি সোমবার দ্বিতীয় পিরিয়ডে হয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্লাসটি এমন, প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ সেই শ্রেণির ছাত্ররা মিলে ঝাড়ু দিয়ে পানি দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে। পালাক্রমে ছাত্ররা মিলেমিশে এই কাজ করে। কখনো কখনো দেখি, শ্রেণি শিক্ষক ম্যাডামও কোমড়ে শাড়ি পেঁচিয়ে ছাত্রদের সাথে লেগে যান। এই ক্লাসের ভালো পারফরম্যান্সের ওপর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। ভীষণ আনন্দ নিয়ে ছাত্ররা এই কাজ করে। সোমবার দেখা যায়, ছাত্ররা বাসা থেকে মগ-বালতি, মুছনী, ঝাড়ু সঙ্গে নিয়ে আসে। আবার ছুটির সময় সঙ্গে নিয়ে যায়। কে কবে নিয়ে আসবে তা নিজেদের মধ্যে আলাপ করে ঠিক করে নেয়। এই কলেজে কর্মচারীর কিন্তু অভাব নাই।
আজ ৬৩ বছরেও কোনো অভিভাবক অভিযোগ করেছেন বলে আমার জানা নাই যে, আমার ছেলেকে দিয়ে ঘর ঝাড়ু দেওয়ালেন কেন বা ঘর মোছালেন কেন? আমি নওগাঁ জিলা স্কুলের ছাত্র ছিলাম। (সাবেক ইউনাইটেড উচ্চ বিদ্যালয়) তখন সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। একদিন সমাবেশে আমাদের প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় জিয়াউদ্দিন আনছারী স্যার বলেছিলেন, আমিও এই স্কুলের ছাত্র ছিলাম। আমাদের সময় প্রধান শিক্ষক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ তলাপাত্র। স্যার আমাদের বলতেন, আমরা তো শুধু শিক্ষা দিই, দীক্ষা দিতে পারি না। শিক্ষা এবং দীক্ষা কাকে বলে এ নিয়ে স্যার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তখন অতটা বুঝিনি। বড় হয়ে বুঝেছি কাকে শিক্ষা বলে আর কাকে দীক্ষা বলে। আমি যেই প্রতিষ্ঠানে কাজ করি এই প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের শিক্ষাও দেয়, দীক্ষাও দেয়।

-রতন সরকার
সহযোগী অধ্যাপক
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ।

ড. রুমানা আফরোজ
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

একটি বিশেষ সম্মাননা এবং দক্ষিণ কোরিয়া সফর

একদিন হঠাৎ করে ফোন আসলো। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। ঘুম চোখেই চোখ বন্ধ করে ঘুম ঘুম কণ্ঠে কথা বললাম। পরিচয় দিয়ে ও পাশ থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করল আমাকে যদি বিদেশে পাঠানো হয় যেতে রাজি আছি কিনা। আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বললাম যে কোথায় পাঠানো হবে? ধরেন দক্ষিণ কোরিয়া। আমি ভাবছিলাম যে আমি মনে হয় স্বপ্ন দেখছি। ওপাশ থেকে আবার বলল যে আপনার পাসপোর্ট আছে?আমি বললাম পাসপোর্ট আছে। কিন্তু রিনিউ করতে হবে। আপনি পাঁচ দিনের মধ্যে আপনার পাসপোর্ট রিনিউ করে এই নাম্বারে পাঠাবেন বলে ওপাশ থেকে লাইন কেটে দেয়া হলো। এরপর যখন ঘুমটা ছুটে গেল তখন ঘুম থেকে উঠে ভাবছিলাম যে আমি কি সত্যিই এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম?

শুরু হলো আমার অভিযান। আসলে কি কায়েস হোসাইন নামে মাউশিতে কেউ আছেন কিনা, আমাকে যে দক্ষিণ কোরিয়ায় পাঠানো হবে এই খবরের সত্যতা কতটুকু, আমি কি আদৌ কোথাও যাচ্ছি কিনা ইত্যাদি খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম আসলেই সবটুকু সত্যি। আমাকে বাংলাদেশ সরকার 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ -২০২৩'-এ ঢাকা মহানগরীর শ্রেষ্ঠ শ্রেণিশিক্ষক হওয়ায় সম্মাননা স্বরূপ দশ দিনের জন্য দক্ষিণ কোরিয়া পাঠাতে মনস্থ করেছেন। অনেক বেশি আবেগাপ্লুত হয়ে গেলাম। দ্রুত ইমার্জেন্সি পাসপোর্ট করে ফেললাম। পাসপোর্ট জমা দিলাম। কিছু প্রসেসিং হওয়ার পর হঠাৎ করে একদিন দেখলাম মেসেঞ্জারে টিকিট পাঠানো হয়েছে। আমার জীবনে প্রথম আমি প্লেনে উঠবো। আমার নামে কোনো টিকিট ইস্যু হয়েছে। ভালো লাগছিল জীবনে প্রথমবারের মতো যে প্লেনে উঠছি সেটা আমি আমার নিজের যোগ্যতায় উঠছি। ভিন্নরকম একটা অনুভূতি। এর আগেও বিদেশে গিয়েছি। কিন্তু সেটা মায়ের সঙ্গে। প্রথমবার একা বিদেশে যাব ভিন্নরকম একটা কার্যক্রমকে উপলক্ষ্য করে। যথাসময়ে আমরা ১১ ই সেপ্টেম্বর রওনা দিলাম। অনেক দুরু দুরু বুকে উপস্থিত হলাম এয়ারপোর্টে। যখন ইমিগ্রেশনের ঝামেলা পার হয়ে প্লেনে উঠে গেলাম, তখন সব ভয়ের অবসান হল। প্লেন ডানা মেলে উড়াল দিল দক্ষিণ কোরিয়ার উদ্দেশ্যে।

দক্ষিণ কোরিয়া যখন পৌঁছলাম এখানেও একটা ভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা। সব মানুষ অপরিচিত, পরিবেশ অপরিচিত। তারপরও খুব ভালো লাগছিল। শুরু হল আমাদের সফর। প্রথমে আমাদের দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল শহর ঘুরিয়ে দেখানো হলো। সিউলের জাতীয় জাদুঘর ঘুরিয়ে দেখানো হলো। নিয়ে যাওয়া হলো 'গুয়াংবুক প্রাসাদে'। 'গুয়াংবুক প্রাসাদ' বা 'গুয়াংবুয়ে রাজবাড়ী' হল দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা। এটি ছয় স্তরে তৈরি এবং এর উচ্চতা প্রায় ২৩৩ মিটার। এটি ইস্টাইল সংস্কৃতির সাক্ষর। এটি কোরিয়ার প্রধান আকর্ষণস্থলের মধ্যে একটি হিসাবে পরিচিত। গুয়াংবুক প্রাসাদের উদ্যানে অনেক সুন্দর পরিবেশ বিদ্যমান। এখানে পর্যটকরা অনেকেই এসে প্রাচীন রাজা, রানী, রাজ আমাত্যবর্গের পোশাক ভাড়া করে এবং পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায় ও ছবি তোলে।

দুপুরে খাওয়ার পর আমাদের মূল গন্তব্য দেগু শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। দেগু শহর দক্ষিণ কোরিয়ার উত্তরাংশের একটি প্রদেশ, যা ভূখণ্ডের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। এটি প্রাচীন ইতিহাসের ধারণা, স্থানীয় সংস্কৃতি, এবং সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত। এখানে রয়েছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান এবং বৌদ্ধধর্মীয় প্রতিমা। দেগু তুলনামূলকভাবে একটি উষ্ণ আবহাওয়া সমৃদ্ধ অঞ্চল। এটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি স্থান, যেখানে পর্বত, নদী, জলাশয়, এবং বনের আঁকাবাঁকা পথ মিশে আছে। দেগু কোরিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল) দূরে। এর কাছেই গুমহো নদীর ধারা বহমান। দেগু শহর মূলত ইয়ংনাম এলাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। সুদূর অতীতে জিনহান নামক একটি প্রাক-দেশের অংশ হিসেবেও দেগু অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে কোরিয়া উপদ্বীপের সিল্লা সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে দেগু অন্তর্ভুক্ত হয়। জোসন ডাইনাস্টির সময় দেগু গিয়ংসাং -দো এর রাজধানী ছিল।

দেগু শহরেই আমরা আমাদের আইসিটি ট্রেনিংটি সম্পন্ন করেছি। এখানে আমাদের হোটেলের রিজার্ভেশন ছিল। আমরা শহরের আইসিটি ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিং গ্রহণ করেছি। আইসিটি সেন্টারে ট্রেনিং রুমে ঢুকলাম। দেখলাম যে আমার নামে আলাদা একটা টেবিল বরাদ্দ রয়েছে। সেখানে আলাদা একটা ল্যাপটপও আছে। ভালো লাগলো যে আমার নিজস্ব একটা জায়গা এখানে তারা বরাদ্দ করে রেখেছেন। শুধু আমার না, আমাদের প্রত্যেকের নামে আলাদা আলাদা টেবিল ছিল, ল্যাপটপ ছিল। সেখানে আমরা দশ দিন যাবত ট্রেনিং সম্পন্ন করেছি। আমাদের অনেক কিছু শেখানো হয়েছে। যেমন- Padlet, Mentimeter, Jamboard, Google Docs, Sheets, Slides, Plickers, Microsoft 365 tool, PowerPoint AI tool, Tuning tool, clova dubbing, ChatGTP, Drone, making infographic by using PowerPoint, CapCut App, Notion, NearPod ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যবহার।

মূলত কোরিয়ার আইসিটি মন্ত্রণালয় ট্রেনিংটির আয়োজন করেছিল। প্রতিদিনই ট্রেনিং সেশনের পরে আমাদেরকে কোথাও না কোথাও ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হতো। আমরা যে শুধু বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে গিয়েছি তা নয়, আমাদেরকে দক্ষিণ কোরিয়ার দেগু শহরের নামকরা অনেকগুলো স্কুলও পরিদর্শন করানো হয়েছিল। আমরা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করেছি। প্রারম্ভিক শৈশব শিক্ষা জিনহংওন, পালগং প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাংওয়ান মিডল স্কুল-এই বিদ্যালয়গুলো আমরা পরিদর্শন করেছি। সেখানে বাচ্চাদের নানা রকম কার্যক্রম দেখেছি। অভিভূত হয়েছি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে যে আমার সন্তানকে দক্ষিণ কোরিয়া এনে ভর্তি করে দেই। মনে হয়েছে এখানে লেখাপড়া করুক সে এবং এখানকার লেখাপড়ার সঙ্গে সে নিজেকে বড় করে তুলুক। ভালো লেগেছে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তাদের শিক্ষা পদ্ধতি।

কোরিয়ানদের স্কুলগুলো পরিদর্শন করার সময় দেখেছি বাচ্চাদের কাছে ট্যাব থাকে, ল্যাপটপ থাকে। এগুলোতে তারা লেখাপড়া করে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা ঢুকতে পারে না, রেসট্রিকটেড করে রাখা হয় তাদের। স্কুলে তারা শুধু তাদের লেখাপড়া সংক্রান্ত কাজই ডিভাইসে করে থাকে। এছাড়াও তাদের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে রান্না শেখানো হয়। সব জায়গায় একটা করে কুকিং রুম আছে তাদের। বাচ্চাদের আর্ট এন্ড ক্রাফট হাতে- কলমে শেখানো হয়। মিউজিক, থিয়েটার এগুলো প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আছে। যেসব বাচ্চারা আইটিতে বিশেষভাবে আগ্রহী, তাদের স্কুল থেকে নির্বাচন করে দিলে শহরের আইসিটি সেন্টারে তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ছোটবেলা থেকে।

আমাদেরকে দক্ষিণ কোরিয়ার দেগু শহরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ইয়ংনাম স্কলার কালচারাল সেন্টার, জাতীয় দেগু বিজ্ঞান জাদুঘর, ডংওয়াসা মন্দির, পোহাং কোরিয়া রোবট কনভারজেন্স রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পোহাং হুন্ডাই মোটর কারখানা- এই স্থানগুলোতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পালগোংসান কেবলকারে আমাদের চড়ানো হয়েছিল। সেখান থেকে পুরো পাহাড়ের প্রাকৃতিক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখেছি।

ইয়ংনাম স্কলার কালচারাল সেন্টারে গিয়ে মেডিটেশন করেছি। ওখানে গিয়ে আমাদের দেশের কোয়ান্টামের ভাইভ পেয়েছি। ওখানে তারা আমাদের একটা পোশাক পরিয়েছিলেন, যে পোশাক আগেকার দিনে কোরিয়ায় বিদ্বানরা পরতেন। কোরিয়ানদের ঐতিহ্যবাহী খাবার রাইস কেক আমাদের বানানো শিখিয়ে আবার আমাদের হাতে বানিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল।

পোহাং কোরিয়া রোবট কনভারজেন্স রিসার্চ ইনস্টিটিউটে গিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের রোবট দেখেছি। পেট রোবট ছিল। দেখতে অবিকল বিড়াল, কুকুরের মত। কেউ না বলে দিলে বোঝা মুশকিল। ডাক্তার রোবট দেখলাম, কর্মী রোবট দেখলাম। বিভিন্ন জীবজন্তুর আর্টিফিসিয়াল ফসিল দেখলাম। ওখানে আমাদের দেশের রয়েল বেঙ্গল টাইগারেরও একটা ফসিল ছিল। কোনো এক সময় নাকি ওদের দেশে রয়েল বেঙ্গল টাইগার পাওয়া গিয়েছিল।

পোহাং হুন্ডাই মোটর কারখানায় যখন গেলাম একটা গাড়ি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে বানানো হয় আমাদের দেখানো হলো। কিন্তু ভিডিও করা বা ছবি তোলা নিষেধ ছিল। ওখানে হুন্ডাইয়ের কতরকম গাড়ি যে দেখলাম আর মুগ্ধ হলাম!

ডংওয়াসা মন্দির দেগু শহরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক ধর্মস্থল। এটি বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান মন্দির হিসাবে পরিচিত। মন্দিরটির নির্মাণে চাইনিজ প্রভাব রয়েছে। এর অতিরিক্ত সুন্দর স্থাপত্য এবং সুযোগ-সুবিধার জন্য এটি পর্যটকদের একটি আকর্ষণীয় জায়গা। বিভিন্ন বৌদ্ধ উপাসনার জন্য মন্দিরের ভেতরে সুন্দর বৌদ্ধ মূর্তি দেখা যায়। ডংওয়াসা মন্দিরের প্রধান বিশেষত্ব হলো এখানে দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত সুউচ্চ বুদ্ধ মূর্তি রয়েছে।

দেগু শহরের অন্যতম চিহ্নিত স্থান হল ইনসাডংসা টেম্পল। এটি একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির, যা একটি আকর্ষণীয় বৌদ্ধ প্রতিমার জন্মস্থল হিসেবে পরিচিত। ভবিষ্যতে এই স্থানের অধিক উন্নত ট্যুরিস্ট সুবিধা তৈরি হতে পারে যেখানে পর্যটকরা ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অনুভব করতে পারে। দেগু শহরের রাজাদের টেম্পল অবশ্যই সবার পরিদর্শন করা উচিত। এটি একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির, যা মধ্যযুগের সময়ে নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দিরটি প্রাচীন দেগু রাজাদের ধার্মিক এবং সামাজিক কার্যক্রমের কেন্দ্র ছিল। এখানে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন প্রতিমা এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ সংরক্ষিত আছে।

মূলত দক্ষিণ কোরিয়ার চারপাশে পাহাড় এবং সমুদ্র অবস্থিত। আমাদের যেসব জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, স্থানগুলো বেশিরভাগই পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। তাই পাহাড়ে ওঠানামা করতেও আমাদের বেগ পেতে হয়েছিল।

আমরা প্রতিদিন নানান রকম খাবার খেতাম। যেহেতু আমরা মুসলিম এবং আমাদের বিভিন্ন রকমের খাবারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আর কোরিয়ানরা যেহেতু বৌদ্ধ তারা অনেক কিছুই খেতে পারে, তাদের আমাদের মত কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তাদের এবং আমাদের খাদ্যাভাসে পার্থক্য রয়েছে। তাই তারা চেষ্টা করেছে আমরা যেনো খেতে পারি বা আমাদের যেনো খাবারটা হালাল হয়। তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার যেগুলো আমাদের জন্য হালাল, সেসব খাবার খাওয়ানোর জন্য তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। সত্যি কথা বলতে তাদের এই আয়োজনটা আমাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। তারা আমাদেরকে যেসব খাবার খাইয়েছে সে খাবারগুলো খুবই মজাদার ছিল।

আমরা যেসব খাবার খেয়েছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সামগেথাং, বিবিম্বাপ, খোদুংও গ্রিলড, থাখখাল্বি, মিউওংথে জরিম, সুংই ভসত জংগল, রাইস কেক ইত্যাদি। দক্ষিণ কোরিয়ায় স্যুপের ভেতর সম্পূর্ণ মুরগি দিয়ে রান্না করা খাবারটির নাম সামগেথাং (Samgyetang)। এটি একটি স্যুপ যেখানে পূর্ণ মুরগি, ভুট্টা, গারলিক, জিনসেঙ্কি, এবং অন্যান্য উপাদান স্বাদানুসারে পরিবেশন করা হয়। এখানে স্যুপের মধ্যে ভুট্টা, সাদা গারলিক, স্পাইস এবং হলুদ দিয়ে মুরগির সুপ প্রস্তুত করা হয়, যা গরম-গরম পরিবেশন করা হয়।

প্রতিটি খাবারের মেন্যুতে যেটা বাধ্যতামূলক ছিল তা হলো কিমচি। কিমচি হলো অনেকটা আমাদের আচারের মত। এটি একটি ফার্মেন্টেড ভার্জিন মুলাভুলার হোল। এটি একটি বাঁধাকপি এবং শাকসবজিসহ মূলত পরিমিত ভর্তা হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যা প্রায়ই লাল বা গোলাপি রঙের হয়। এটি বিশেষভাবে ক্ষুধা কমানোর জন্য স্বাস্থ্যকর একটি খাবার যা কম ক্যালরি সরবরাহ করে।

যদিও আমরা ভিন্ন একটা পরিবেশে ভিন্ন রকম খাবার খাচ্ছিলাম, তারপরও এই খাবারগুলো হালাল ছিল বলে আমাদের খেতে অনেক ভালো লেগেছে। প্রথম কিছুদিন যাওয়ার পর ৮-১০ দিনের দিকে দেখা গেছে যে আমরা ওদের খাবারে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদেরকে একদিন বাঙালি রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলে সেদিন আমরা বাঙালি খাবার খাওয়ার পর অনেক হাঁসফাঁস করছিলাম। আমাদের খাবার অনেক তেল-মসলাযুক্ত। কিন্তু কোরিয়ান খাবার এরকম নয়। কোরিয়ানরা লতা- পাতা বেশি খায়। ওদের যা আছে, তাই-ই ওরা খাদ্যাভাসে পরিণত করে নিয়েছে।

কোরিয়ানদের শৃঙ্খলাবোধ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। বিশেষ করে রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে। রাস্তায় যখন সিগনাল পড়ে, কোনো গাড়ি না থাকলেও তারা দাঁড়িয়ে থাকে সিগনাল শেষ হওয়ার অপেক্ষায়। ছোট ছোট বাচ্চারাও নির্বিঘ্নে রাস্তা পার হয়ে স্কুলে যায়। এখানে বাচ্চাদের ছোটবেলায় প্রি স্কুলে রাস্তা পারাপার কীভাবে করতে হয় তা শেখায়, আগুন লাগলে কীভাবে নিভাতে হয় তা শেখায়, লিফটে কারেন্ট চলে গেলে কী করতে হবে তা শেখায়, পাহাড়ে ওঠা শেখায় ইত্যাদি আরও অনেক কিছু শেখানো হয়।

দক্ষিণ কোরিয়ায় স্বাগতম শব্দটিকে বলা হয় আন্নে হাসিউ। আর ধন্যবাদ শব্দটিকে বলা হয় গামছা হামিদা। শব্দটিকে খামছাও বলা যেতে পারে। আমরা সবজায়গায় এই শব্দ দুটো ব্যবহার করেছি। কোরিয়ানরা এতে মজা পেয়েছে।

কোরিয়ায় দেগু শহরে যদিও আমরা খুব বেশি কেনাকাটা করতে পারিনি, তারপরও আমরা কিছু শপিং করেছি। কোরিয়ান কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে অল্প কিছু সময় দিয়েছিলেন কেনাকাটা করার জন্য। আমরা আমাদের বাড়ির জন্য অল্প কিছু জিনিসপত্র কিনেছিলাম এবং সেই জিনিসপত্রগুলো আমরা পরে যখন নিয়ে এসেছি সবাই অনেক খুশি হয়েছে। Samsung এর মূল প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থিত। কাজেই সেখানকার ফোন ভালো হবে। এজন্য আমি একটা Samsung ফোন কিনেছিলাম।

এই ছিল আমাদের দশ দিনের সফর। শেষ দিন আমাদের সৌজন্যে গ্র্যান্ড ডিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সাথে সার্টিফিকেট, শুভেচ্ছা উপহার ও ল্যাপটপ প্রদান এবং আলোচনা সভা। শেষ দিনের আয়োজনটা অসাধারণ ছিল।

অবশেষে দশ দিন পর ফিরে এলাম স্বদেশে এক অসাধারণ স্মৃতি আর অভিজ্ঞতা নিয়ে। এভাবেই শেষ হয়ে গেল আমার দক্ষিণ কোরিয়া সফর।

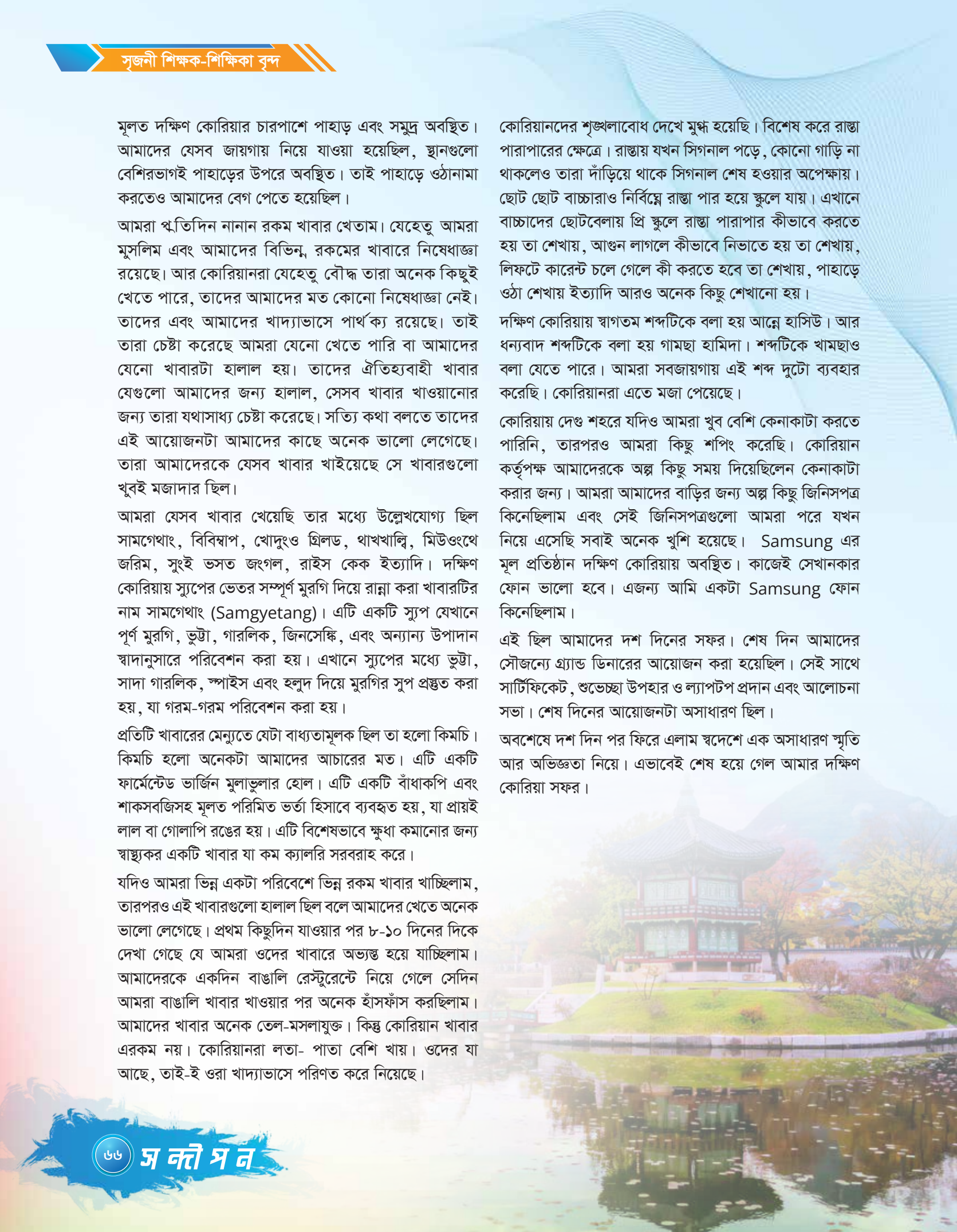

প্রসূন গোস্বামী
সহকারী অধ্যাপক
ইংরেজি বিভাগ

রহস্যময় লাল ডায়েরি

রাজীব একজন তরুণ সাংবাদিক। সে রহস্য উদঘাটন পছন্দ করে। সে সম্প্রতি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় চলে এসেছে একটি নামকরা সংবাদপত্রে কাজ করার জন্য। একদিন সে এক অজ্ঞাত প্রেরকের কাছ থেকে একটি রহস্যময় চিঠি পায়। চিঠিতে তাকে শহরের বাইরে অবস্থিত একটি পুরানো প্রাসাদে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। চিঠিতে বলা হয় যে প্রাসাদে একটি লুকানো ধন রয়েছে এবং রাজীবই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তা খুঁজে পেতে পারেন।

রাজীব চিঠির বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং প্রাসাদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে একটি ট্যাক্সি নিয়ে চিঠিতে দেওয়া ঠিকানায় পৌঁছায়। সে একটি বড়, নাজুক ভবন দেখে যা বেশি পরিচর্যা না করা গাছপালা ও ঝোপে ঘেরা। সে দরজায় কড়া নাড়ে কিন্তু কোন সাড়া পায় না। সে দরজাটি ধাক্কা দিয়ে খুলে প্রাসাদে প্রবেশ করে।

প্রাসাদের ভিতরটি অন্ধকার ও ধূলাময় ছিল। রাজীব যখন হলগুলো দিয়ে হাঁটছে তখন তার মেরুদণ্ডে শিহরণ জাগে। সে দেয়ালে বিভিন্ন যুগের লোকদের ছবি দেখতে পায়। সে ভাবতে থাকে তারা কে ছিল এবং প্রাসাদের সাথে তাদের কি সম্পর্ক ছিল।

সে একটি বড় লাইব্রেরিতে পৌঁছায়, যা বই এবং কাগজে পরিপূর্ণ। সে ঘরের মাঝখানে একটি কাঠের টেবিল দেখতে পায়, যার উপর একটি বাতি এবং একটি ডায়েরি রয়েছে। সে টেবিলের দিকে এগিয়ে যায় এবং ডায়েরিটি তুলে নেয়। এটি লাল চামড়ায় বাঁধানো এবং এর একটি তালা আছে। রাজীব তা খুলতে চেষ্টা করে কিন্তু তা তালাবদ্ধ ছিল। সে চাবি খোঁজে কিন্তু পায় না।

সে ডায়েরিটি তার সাথে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, পরে তালাটি খোলার উপায় খোঁজার আশায়। সে ডায়েরিটি তার ব্যাগে রেখে চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ায়। যখন সে তা করে, তখন সে তার পিছনে একটি জোরালো শব্দ শুনতে পায়। সে ঘুরে দাঁড়ায় এবং দেখতে পায় যে একটি বইয়ের তাক পড়ে গিয়ে দরজাটি বন্ধ করে দিয়েছে। সে তাকটি সরানোর চেষ্টা করে কিন্তু তা খুব ভারী ছিল।

সে বুঝতে পারল যে সে লাইব্রেরিতে আটকা পড়েছে। সে অন্য কোনো রাস্তা খোঁজে কিন্তু পায় না। সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, ভাবতে থাকে কে তাকে চিঠি পাঠিয়েছে এবং তাদের উদ্দেশ্য কী। সে অনুভব করে যে প্রাসাদটির ব্যাপারে কিছু মন্দ আছে এবং সে একটি ফাঁদে পড়েছে।

সে তার ফোন বের করে সাহায্যের জন্য কল করতে চায় কিন্তু কোনো নেটওয়ার্ক নেই। সে নিজেকে এত বোকা এবং কৌতূহলী হওয়ার জন্য অভিশাপ দেয়। সে ভাবতে থাকে সে কি কখনও প্রাসাদ থেকে জীবিত বের হতে পারবে?

রাজীব মেঝেতে বসে তার ব্যাগ খুলে। সে আবার ডায়েরিটি বের করে এবং মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করে। সে লক্ষ্য করে যে ডায়েরির প্রচ্ছদে কিছু প্রতীক রয়েছে, যা একটি প্রাচীন বর্ণমালার অক্ষরের মতো দেখাচ্ছে। সে সেগুলি বুঝতে চেষ্টা করে কিন্তু সে কোনো অর্থ বের করতে পারে না।

সে তার ল্যাপটপ খুলে ইন্টারনেটে ডায়েরির প্রচ্ছদে থাকা প্রতীকগুলির তথ্য অনুসন্ধান করে। সে জানতে পারে যে প্রতীকগুলি ব্রাহ্মী নামে একটি প্রাচীন লিপি থেকে এসেছে, যা প্রাচীন ভারত এবং বাংলাদেশে ব্যবহৃত হত। সে আরও জানতে পারে যে একটি অনলাইন টুল রয়েছে যা ব্রাহ্মীকে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে পারে। সে এটি ব্যবহার করে ডায়েরির রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

সে ব্রাহ্মীতে ডায়েরির প্রচ্ছদের প্রতীকগুলি টুলটিতে টাইপ করে এন্টার চাপে। টুলটি তাকে একটি ইংরেজি অনুবাদ দেয়:

এই ডায়েরি খুলতে, আপনাকে এই ধাঁধাটির সমাধান করতে হবে:

"আমার চাবি আছে কিন্তু তালা নেই এবং জায়গা আছে কিন্তু ঘর নেই। আপনি প্রবেশ করতে পারেন কিন্তু বের হতে পারেন না। আমি কি?"

রাজীব ধাঁধাটি সম্পর্কে শক্ত করে ভাবল। সে বিভিন্ন শব্দ চেষ্টা করে কিন্তু কোনটিই মেলে না। সে হতাশ এবং আশাহত হয়ে পড়ে। সে আবার লাইব্রেরির চারপাশে তাকিয়ে দেখল, কোনো সূত্র বা ইঙ্গিত পাবার আশায়। সে বিভিন্ন বিষয়ের বই দেখতে পায়, যেমন ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদি।

সে ভাবতে থাকে যে কোনটিরই হয়তো ধাঁধাটির সাথে সম্পর্ক রয়েছে।

সে এলোমেলোভাবে একটি বই তুলে নিয়ে খুলে। এটি তার প্রিয় লেখকদের একজন হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে একটি বই ছিল। সে পাতা উল্টে তার কিছু বিখ্যাত উপন্যাস দেখতে পায়, যেমন নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, হিমু ইত্যাদি।

সে সেই বইগুলো পড়তে পড়তে শিশু হিসেবে পড়ার কথা মনে করে হাসল। সে হুমায়ূন আহমেদের লেখার ধরন এবং কল্পনার জন্য গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করল।

সে বইটি বন্ধ করে আবার বইয়ের তাকে রেখে দিল। যখন সে তা করে, তখন সে বইয়ের তাকে অদ্ভুত কিছু লক্ষ্য করে। দুটি বইয়ের মধ্যে একটি ছোট্ট ফাঁক ছিল, যেন একটি বই বাদ ছিল। সে খুব কাছ থেকে তাকিয়ে দেখে ফাঁকের পেছনে একটি ছোট ধাতব প্লেট রয়েছে। প্লেটে কিছু শব্দ খোদিত ছিল:

"হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাস"

রাজীব যখন বুঝতে পারল যে সে একটি সূত্র পেয়েছে তখন তার মনে আনন্দের ঢেউ উঠল।

রাজীব মনে ভাবল যে হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাসটি "নন্দিত নরকে"। সে ভাবতে থাকে যে এটি কি ধাঁধার উত্তর হতে পারে।

সে নন্দিত নরকে অনলাইন টুলটিতে টাইপ করে এন্টার চাপে। টুলটি তাকে একটি বার্তা দেয়:

"ভুল উত্তর। আবার চেষ্টা করুন।"

রাজীব হতাশ এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সে ভাবছিল যে সে ধাঁধাটির সমাধান করেছে কিন্তু সে ভুল ছিল। সে ভাবতে থাকে সে কি করছে।

সে আবার ধাতব প্লেটটির দিকে তাকিয়ে দেখে যে শব্দটির পরে একটি ছোট্ট ডট রয়েছে। সে বুঝতে পারে যে এটি একটি পিরিয়ড নয়, বরং একটি কমা। সে ভাবতে থাকে এর অর্থ কী। সে আবার হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাসটি সম্পর্কে ভাবতে থাকে। সে মনে করে যে এর একটি উপশিরোনাম ছিল, যা ছিল মানুষের দুর্বলতার উপন্যাস। সে ভাবতে থাকে যে এটি কি উত্তরের অংশ হতে পারে।

সে "নন্দিত নরকে, মানুষের দুর্বলতার উপন্যাস" অনলাইন টুলটিতে টাইপ করে এন্টার চাপে। টুলটি তাকে একটি বার্তা দেয়:

"সঠিক উত্তর। ডায়েরিটি খোলা হয়েছে।"

রাজীব যখন ডায়েরি থেকে একটি ক্লিক শব্দ শুনতে পায় তখন সে আনন্দ ও স্বস্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে ডায়েরিটি খুলে দেখতে পায় যে এটি হাতে লেখা পৃষ্ঠা দিয়ে ভরা। সে প্রথম পৃষ্ঠাটি পড়ে এবং দেখতে পায় যে এটি রানা নামে একজন ব্যক্তির কাছ থেকে রিয়া নামে একজন ব্যক্তির কাছে লেখা একটি চিঠি।

চিঠিতে লেখা আছে:

প্রিয় রিয়া,

আশা করি এই চিঠিটি তোমাকে ভাল ও সুস্থ পাবে। আমি তোমাকে এই পুরানো প্রাসাদ থেকে লিখছি, যেখানে আমি গত কয়েক মাস ধরে লুকিয়ে আছি। আমি জানি তুমি ভাবতে পারছো যে আমি তোমাকে কোন ব্যাখ্যা বা বিদায় ছাড়াই এত হঠাৎ কেন ছেড়ে চলে এলাম। আমি তোমাকে আঘাত করা জন্য দুঃখিত, কিন্তু আমার আর কোন উপায় ছিল না। আমাকে চলে যেতে হয়েছিল, কারণ আমি বিপদে ছিলাম।

দেখ রিয়া, আমার একটি গোপনীয়তা আছে যা আমি কখনই কারো কাছে বলিনি, তোমাকেও না। একটি গোপনীয়তা যা পৃথিবীকে বদলাতে পারে, অথবা ধ্বংস করে। একটি গোপনীয়তা যা আমি আমার জীবন দিয়ে রক্ষা করে আসছি।

আমি একটি প্রাচীন রাজকীয় পরিবারের বংশধর, যারা ব্রিটিশরা আসার আগে থেকেই এই দেশ শাসন করে আসছে। আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন বাংলার রাজা-রানী, যাদের কাছে অসীম ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা ছিল। তারা প্রকৃতি, বিজ্ঞান এবং জাদুর রহস্য জানতেন। তাদের একটি ধন ছিল যা কারো কল্পনারও বাইরে।

ধনটি এই প্রাসাদে লুকিয়ে ছিল, যা তাদের পৈতৃক বাড়ি ছিল। এটি অনেক ফাঁদ এবং ধাঁধা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, যা কেবল প্রকৃত উত্তরাধিকারীই সমাধান করতে পারে। ধনটি সোনা বা রত্ন ছিল না, বরং অনেক বেশি মূল্যবান কিছু। এটি এমন একটি যন্ত্র ছিল যা সময়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

হ্যাঁ রিয়া, তুমি যেটা পড়ছো তা ঠিক। সময়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এমন একটি যন্ত্র। এমন একটি যন্ত্র যা তোমাকে অতীতে বা ভবিষ্যতে নিয়ে যেতে পারে, অথবা সময় স্থির করে দিতে পারে। এমন একটি যন্ত্র যা ইতিহাস পরিবর্তন করতে পারে বা ভাগ্য সৃষ্টি করতে পারে।

আমি জানি এটা বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু এটা সত্য। আমি এটা নিজের চোখে দেখেছি। আমি এটা নিজেই ব্যবহার করেছি। আমি আমার বাবার কাছ থেকে এই যন্ত্রটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, যিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন, ইত্যাদি। আমার বাবা আমাকে শিশু থাকাকালীন কিভাবে এটি ব্যবহার করতে হয় তা শিখিয়েছিলেন। তিনি আমাকে এটি কীভাবে নিরাপদ এবং গোপন রাখতে হয় তাও শিখিয়েছিলেন, এমন কারো কাছ থেকে যারা এটি চুরি করতে বা অপব্যবহার করতে চাইতে পারে।

তিনি আমাকে বলেছিলেন যে এমন অনেক শত্রু আছে যারা তাদের নিজস্ব স্বার্থপর বা মন্দ উদ্দেশ্যে যন্ত্রটির হাতে পেতে চায়। তিনি বলেছিলেন যে তারা এটি খুঁজে পেতে এবং আমার কাছ থেকে নিয়ে নিতে কোনো কিছু থেকে বিরত থাকবে না।

তিনি আমাকে এও বলেছিলেন যে এমন কিছু বন্ধু আছে যারা আমাদের যন্ত্রটি রক্ষা করতে এবং ভালোর জন্য ব্যবহার করতে সাহায্য করতে চায়। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তারা টাইমকিপার নামে একটি গোপন সমাজের অংশ, যারা প্রজন্ম ধরে যন্ত্রটি রক্ষা করে আসছে।

তিনি আমাকে বলেছিলেন যে একদিন তিনি আমাকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন এবং তারা আমাকে যন্ত্রটি এবং তার ইতিহাস সম্পর্কে আরও শেখাবে।

কিন্তু তিনি তা করার আগেই তিনি মারা গেলেন।

তিনি একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেলেন, যা পরে আমি জানতে পারলাম যে দুর্ঘটনা ছিল না। এটি একটি হত্যা ছিল।

কেউ একজন তার গাড়ির ব্রেক নষ্ট করেছিল এবং তার গাড়ি ট্রাকে ধাক্কা খেয়েছিল।

কেউ একজন যিনি যন্ত্রটির কথা জানতেন এবং তাকে হত্যা করে এটি তাঁর কাছ থেকে নিতে চেয়েছিলেন।

কেউ একজন যিনি তাঁর খুব কাছের ছিলেন।

কেউ একজন যিনি তাঁর ভাই ছিলেন।

আমার চাচা।

আমার চাচা একজন বিশ্বাসঘাতক, রিয়া। তিনি তার নিজের পরিবারকে প্রতারণা করেছিলেন এবং আমার বাবাকে হত্যা করেছিলেন যাতে তিনি যন্ত্রটি নিজের করে নিতে পারেন।

আমার বাবা মারা যাওয়ার পর তারা আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। আমি কোনোমতে তাদের থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং এই প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছি।

আমি জানি যে তারা আমাকে খুঁজছে এবং আমাকে হত্যা করতে চায়। কিন্তু আমি তাদেরকে যন্ত্রটি পেতে দেব না। আমি এটাকে মরার আগ পর্যন্ত রক্ষা করব।

আমি জানি যে তুমি এই চিঠি পেলে আমাকে খুঁজতে আসবে। কিন্তু অনুগ্রহ করে রিয়া, না আসো। এখানে বিপজ্জনক। তোমাকে এখানে আসতে দেব না।

আমি তোমাকে ভালোবাসি, রিয়া।

রানা

রাজীব চিঠিটি শেষ করে রাখে এবং গভীর চিন্তায় পড়ে যায়। সে বুঝতে পারে যে সে একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে আছে। তারা যারা যন্ত্রটি চায় যেকোনো কিছু করতে পারে।

সে ভাবতে থাকে সে কি করবে। সে যন্ত্রটি খুঁজে পেতে পারে এবং তা নিরাপদ স্থানে রাখতে পারে। অথবা সে যন্ত্রটি ধ্বংস করে দিতে পারে যাতে কেউ তা নিতে না পারে।

সে এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। কিন্তু সে জানে যে তাকে দ্রুত কিছু করতে হবে।

রাজীব লাইব্রেরিতে চারপাশে তাকিয়ে দেখে। সে জানে যে যন্ত্রটি কোথাও এই ঘরে লুকিয়ে আছে। কিন্তু কোথায়?

সে বিভিন্ন বই এবং বইয়ের তাক পরীক্ষা করে দেখে। সে কিছু বই নামিয়ে পড়েছে কিন্তু কোনো সূত্র পায় না।

সে হতাশ হয়ে পড়তে শুরু করে। সে ভাবতে থাকে সে কি করবে। তখন সে হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের কথা মনে করে। সে ভাবতে থাকে হয়তো সেগুলির মধ্যে কোনো সূত্র আছে।

সে বইগুলোর কাছে যায় এবং তাদের প্রচ্ছদ পরীক্ষা করে দেখে। সে নন্দিত নরকে বইটির প্রচ্ছদে একটি ছোট্ট চিহ্ন লক্ষ্য করে। সে চিহ্নটির কাছে যায় এবং তা আরও ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখে। সে বুঝতে পারে যে সেই চিহ্নটি একটি রহস্যময় প্রতীক। সে আগে কখনও এমন প্রতীক দেখেনি।

সে ভাবতে থাকে এই প্রতীকটি হয়তো যন্ত্রটির সাথে সম্পর্কিত। সে প্রতীকটির ছবি তোলে এবং তার ল্যাপটপে খুলে দেখে।

সে ইন্টারনেটে প্রতীকটির সম্পর্কে অনুসন্ধান করে কিন্তু কোনো তথ্য পায় না।

সে হতাশ হয়ে পড়ে। সে ভাবতে থাকে সে কি করবে। তখন সে হুমায়ূন আহমেদের বইগুলো পড়তে শুরু করে। সে ভাবতে থাকে হয়তো বইগুলোর কোথাও এই প্রতীকটির উল্লেখ আছে। সে বেশ কয়েকটি বই পড়ে কিন্তু কোনো সূত্র পায় না। সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং ঘুমিয়ে পড়ে।

স্বপ্নে সে হুমায়ূন আহমেদকে দেখে।

হুমায়ূন আহমেদ তাকে বলে, রাজীব, তুমি যন্ত্রটি খুঁজে পাবে না যদি তুমি তোমার মন খোলা না রাখো। যন্ত্রটি এমন একটি জায়গায় লুকিয়ে আছে যেখানে কেউ এটি খুঁজে পাবে না যদি না তারা বিশ্বাস করে।

রাজীব স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে। সে বুঝতে পারে যে হুমায়ূন আহমেদ তাকে একটি বার্তা দিয়েছেন।

সে বইগুলোর কাছে ফিরে যায় এবং আবার পড়তে শুরু করে। এবার সে বইগুলোর বর্ণনাকে আরও মনোযোগ দিয়ে পড়ে।

সে বুঝতে পারে যে হুমায়ূন আহমেদের বইগুলোর মধ্যে একটি গভীর অর্থ রয়েছে। এগুলো শুধু বিনোদনমূলক বই নয়। এগুলো এমন বই যা পাঠককে ভাবতে শেখায়।

সে বুঝতে পারে যে যন্ত্রটি খুঁজে পেতে হলে তাকে হুমায়ূন আহমেদের বইগুলোর মধ্যে লুকিয়ে থাকা রহস্যগুলো বুঝতে হবে।

সে বইগুলো পড়তে থাকে এবং চিন্তা করতে থাকে। সে জানে যে যন্ত্রটির ভবিষ্যত তার হাতে।

রাজীব হুমায়ূন আহমেদের বইগুলো পড়তে ও চিন্তা করতে থাকে। সে বুঝতে পারে যে যন্ত্রটি খুঁজে পেতে হলে তাকে হুমায়ূন আহমেদের কল্পনার জগতে প্রবেশ করতে হবে। তাকে সেই জগতের অংশ হয়ে উঠতে হবে।

সে বইগুলোয় বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রের সাথে কথা বলে। তাদের মনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তাদের সুখ-দুঃখ, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে চেষ্টা করে।

সে বুঝতে পারে যে হুমায়ূন আহমেদের কল্পনার জগতটি আমাদের বাস্তব জগতের মতোই। সেই জগতেও ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, সুখ-দুঃখ আছে।

সে বুঝতে পারে যে যন্ত্রটি হুমায়ূন আহমেদের কল্পনার জগতেরই একটি অংশ। এটি এমন একটি যন্ত্র যা এই জগতের সময়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

সে বুঝতে পারে যে যন্ত্রটি পেতে হলে তাকে হুমায়ূন আহমেদের কল্পনার জগতের রহস্যগুলো বুঝতে হবে। তাকে সেই জগতের অংশ হয়ে উঠতে হবে।

রাজীব বইগুলো পড়তে ও চিন্তা করতে থাকে। সে বুঝতে পারে যে যন্ত্রটি খুঁজে পেতে হলে তাকে তার নিজের মনকে বুঝতে হবে। তাকে তার নিজের ভয় ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মুখোমুখি হতে হবে।

সে বুঝতে পারে যে যন্ত্রটি শুধু একটি যন্ত্র নয়। এটি একটি শিক্ষা। এটি একটি আত্মজ্ঞান।

রাজীব বইগুলো পড়তে ও চিন্তা করতে থাকে। সে তার নিজের মনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সে তার নিজের ভয় ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মুখোমুখি হয়।

একসময় রাজীব বুঝতে পারে যে সে যন্ত্রটি খুঁজে পেয়েছে। এটি তার নিজের হৃদয়ের মধ্যে ছিল।

সে বুঝতে পারে যে যন্ত্রটির শক্তি সময়কে নিয়ন্ত্রণ করা নয়। এটির শক্তি ভালোবাসা। এটির শক্তি ক্ষমা। এটির শক্তি আত্মজ্ঞান।

রাজীব বুঝতে পারে যে সেই যন্ত্রটির আর দরকার নেই। সে তার নিজের মনের অভ্যন্তরে যন্ত্রটির শক্তি খুঁজে পেয়েছে।

সে বইগুলো বন্ধ করে দেয় এবং ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সে সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সে জানে যে তার জীবনের নতুন একটি অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছে। এবার সে তার জীবন নিজের হাতে নেবে। এবার সে নিজের ভবিষ্যত নিজেই তৈরি করবে।

জি এম এনায়েত আলী
প্রভাষক
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

তোমার দাদু তোমার চেয়ে ছোট

জন্মের পর থেকে মানুষের বয়স বাড়তে থাকে। শিশু, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য পেরিয়ে মানুষ একদিন জীবন সায়াহ্নে উপণিত হয়। মানুষ সৃষ্টির প্রথম থেকে এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। আমরা পরীক্ষা করে দেখছি কি কারণে শিশুরা আস্তে আস্তে যুবক তারপর বার্ধক্যে উপণিত হয়।

নিশ্চয় দেহের মধ্যে কোষ বা টিস্যুর বা অঙ্গের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন হয়। এমন কি আমরা বাহ্যিক ভাবেও এ পরিবর্তন দেখতে পাই। সুতরাং এটা একটা ক্রমধারা অর্থাৎ দিন যত যায় বয়স তত বাড়তে থাকে। শরীর ভেঙ্গে যেতে থাকে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যেতে থাকে। আস্তে আস্তে বৃদ্ধ হতে থাকে। যে কারণে শিশুরা আস্তে আস্তে যুবক তারপর বৃদ্ধ হয়। তেমনি তার বিপরীত কারণেই বৃদ্ধ আস্তে আস্তে যুবকে এবং যুবক আস্তে আস্তে শিশুতে পরিনত হবে, এটাও তো স্বাভাবিক পদ্ধতি হতে পারে!

আমরা সবাই জানি আমাদের দেহ কোটি কোটি কোষ দিয়ে গঠিত। এই কোষই হল আমাদের দেহ গঠনের একক। বড় বড় বিল্ডিং যেমন ছোট ছোট অসংখ্য ইট দিয়ে গঠিত তেমনি আমাদের দেহও অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটা কোষের মধ্যে আছে নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসই কোষকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ এই নিউক্লিয়াসই হল কোষের প্রাণ। এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে ক্রোমোজোম। এই ক্রোমোজোম অসংখ্য জিন (জ্বীন-পরী নয়) নিয়ে গঠিত আর, ঐ ক্রোমোজোমের শীর্ষ অংশে থাকে টেলোমিয়ার। কোষ বিভাজনের সময় টেলোমিয়ারও বিভাজন হয়। এটা যত বিভাজিত হয় ততই মানুষের বয়স বাড়তে থাকে।

অথবা এই বিভাজন যদি একটা নির্দিষ্ট সময় বন্ধ করে দেয়া যেতে পারে তাহলে সেই বয়সটাই যুগ যুগ ধরে থাকবে অথবা ঐ বিভাজন যদি উল্টা চালনা করতে পারি, তাহলে যেমন করে শিশু থেকে বৃদ্ধ হয় ঠিক তেমনি বৃদ্ধ আস্তে আস্তে যুবকে পরিণত হবে।

ক্যালিফোর্নিয়ার কিছু পাহাড়ের উদ্ভিদের বয়স প্রায় চার হাজার বছর বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন পাহাড়টি পাথরময়। যার কারনে সেখানকার উদ্ভিদরাজী পর্যাপ্ত খাবার পায় না। ফলে উদ্ভিদগুলো বহুদিন বেঁচে থাকে। অর্থাৎ যাকে বলে অল্প আহার দীর্ঘায়ু। বিজ্ঞানীরা এই পরিবেশের জীব সম্প্রদায়ের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা অব্যাহত রেখেছেন। কচ্ছপ দু'শ থেকে আড়াই'শ বছর বাঁচে, তাদের নিয়েও আমরা পরীক্ষা করতে পারি। হয়তো পেয়ে যেতে পারি বয়স বৃদ্ধির রহস্য।

কিছু দিন আগে আমরা বুঝতে পারি যে, দেহ কোষের নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমের টেলোমিয়ার বিভাজন হতে হতে তার গতি শ্লথ হয়ে যায়, মন্থর হয়ে যায় অর্থাৎ মানুষ জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আর যখন বিভাজনের গতি মন্থর হয়ে আসতে থাকে তখন যত রোগ ব্যাধি এসে বাসা বাধে অর্থাৎ দেহে তখন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে আসতে থাকে। যুবক বৃদ্ধের দিকে যেতে থাকবে। চুল পেকে যাবে, চামড়া কুঁচকিয়ে যাবে, মুখে বলি রেখা দেখা যাবে, আরও কত কি দেখা দিবে তা ভুক্ত ভোগীরাই ভালো জানেন।

বাস্তব জীবনেও আমরা দেখে থাকি যে বিভিন্ন প্রকার যানবাহন, যন্ত্রপাতি এক সময় চলতে চলতে সেগুলোরও কার্যক্ষমতা আস্তে আস্তে লোপ পেতে থাকে। ফলে সেগুলোর আবার যেমন যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় অথবা রিপিয়ার করার প্রয়োজন হয় তেমনি এই টেলোমিয়ারও তার কার্যক্ষমতা কমে আসলে তাকে যদি মেরামত করা যায় তাহলে আবার টেলোমিয়ারের কর্মক্ষমতা ফিরে পাবে।

তবে আশার কথা হল ক্রোমোজোমের মধ্যে এমন একটি জিন আবিষ্কারের পথে আছে যা ক্রোমোজোমের ক্ষয়ে যাওয়া রোধ করতে পারে। অর্থাৎ টেলোমিয়ারের ক্ষয়ে যাওয়া রোধ করতে পারবে। প্রতিবারের কোষ বিভাজনের সাথে সাথে টেলোমিয়ারের দৈর্ঘ্যও ধীরে ধীরে কমতে থাকে আর একটা সময় আসে যখন কোষটির মৃত্যু ঘটে। আর এই টেলোমিয়ার শর্টনিংই (টেলোমিয়ার সংক্ষিতকরণ) হলো বার্ধক্যের অন্যতম প্রধান কারণ। ডিম্বাণু এবং শুক্রাণুর মধ্যে টেলোমারেস নামে একটি উৎসেচকের উপস্থিতিতে এই টেলোমিয়ার এর দৈর্ঘ্য কমে না, বরং প্রতিবার যেটুকু ক্ষয় হয় তা পুনরায় ফিরে আসে। কিন্তু আমাদের দেহকোষের মধ্যে এই উৎসেচকের কর্মক্ষমতা খুবই কম। আর ঠিক এই কারণেই ডিম্বাণু বা শুক্রাণু অমর হলেও মানুষ অমর হতে পারে না।

এই দক্ষিণ এশিয়ার মানুষরাই সর্ব প্রথম যৌবনকে ধরে রাখা বা বার্ধক্য রোধ করা নিয়ে গবেষণায় এগিয়ে আসেন, তাঁরা অনেক চেষ্টাও করেছেন। তবে তাঁরা কিছু কিছু সাফল্য পেয়েছেন যেমন, দীর্ঘদিন সুস্থ থাকা, নীরোগ থাকা, তবে বার্ধক্যকে রোধ বা অমরত্ব লাভের কোনো সমাধান দিতে পারেনি। বার্ধক্য রোধের জন্য অনেকে এক প্রকার কচি গাছের মূল প্রতিদিন সকালে চিবিয়ে

খেয়েছেন: সালসা-বটিকা তৈরি করেছেন, হাজার রকমের ঝাড়-ফুক, পূজা অর্চনা করেছেন, দেব-দেবীর প্রতি অনেক কিছু উৎসর্গ করেছেন। অনেক রাজার জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে কেউ কেউ ভালুকের কলিজা চিবাতেন বার্ধক্য রোধ করার জন্য। আবার কেউ মৃগ নাভী কস্তুরীর সাথে বনজ গাছ-পালা দিয়ে ভক্ষণ করতেন নিয়োমিত। এই ধরনের হাজার চিকিৎসা পদ্ধতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বার্ধক্য এগিয়ে চলেছে তার পথে।

তবে আশার কথা হল, বর্তমানে এমন একটা জিনের সন্ধান পাওয়া গেছে যা বার্ধক্য সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত। এই জিনের নাম পি-একুশ জিন। এই জিন আবার অনেক জটিল রোগের সাথে সম্পৃক্ত। পি-একুশ জিনটি যদি সক্রিয় থাকে তাহলে তার শরীর বেড়ে যাবে, আস্তে আস্তে তার শরীরে বয়সের ছাপ দেখা দেবে। বিভিন্ন জটিল রোগের কারণও এই জিন। বিজ্ঞানীরা চিন্তা ভাবনা করছেন কি করে এই জিনের বিভাজন রোধ করা যায়। অথবা শরীর থেকে অবলুপ্ত ঘটানো যায়। যদি এই জিন মানুষের করতলগত হয় তাহলে অনেক জটিল রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তাহলে শরীরও আর ভেঙ্গে যাবে না। যুবক হয়ে থাকা যাবে বহু বছর।

ক্লোন বা ক্লোনিং হল যে পদ্ধতিতে জিনগতভাবে অভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত বহুজীব বা বহুকোষ সৃষ্টি করা। ক্লোনিং পদ্ধতিতে মানুষ সৃষ্টি করলে তখন মানুষের কোষের ঐ টেলোমিয়ারের দৈর্ঘ্য কম বেশি করা যাবে। এর ফলে দেখা যাবে তাদের যা বয়স সে তুলনায় দেহের বয়স কম। অর্থাৎ ক্লোনকৃত মানুষটির বয়স যদি একশ বছর হয়, তখন তার বয়স মনে হবে ত্রিশ বছর। ক্লোনকৃত ডলির কথায় আশা যাক। ডলি ইতোমধ্যে মারা গেছে। তাছাড়া ডলিকে অল্প বয়সেই কেমন বেশি বয়স্ক মনে হত। ক্লোনকৃত ডলির ক্ষেত্রে কিন্তু ঘটনাটা উল্টা ঘটেছিল। ডলির যা বয়স ছিল তার চেয়ে তার দেহের বয়স বেশি বলে মনে হত। তারপর অনেক প্রাণীর ক্লোনকৃত বাচ্চা তৈরি করা হয়েছে, যেখানে দেখা গেছে, তার যা বয়স তবে তার দেহ দেখে মনে হবে তার বয়স কম। এই ডলিকে যে কোষ থেকে ক্লোন করা হয়েছে সেই কোষের বয়স বেশি থাকার কারণে ডলি অল্প বয়সেই বেশি বয়সের ভেড়ার মত দেখাতো। বিজ্ঞানীরা আরও দেখেছেন যে, যদি কম বয়সের ভ্রুন কোষ নিয়ে যদি ক্লোনকৃত কোন বাচ্চা জন্ম দেয়া যায় তবে তার বয়স অনুপাতে দেহের গঠন কম হবে। এই পদ্ধতি শুধু বয়সের ক্ষেত্রে না, বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগ ব্যাধির ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। কারণ ক্লোনকৃত মাংসপেশী দেহে সংযোজন করা যেতে পারে।

জিন কম্বিনেশনের মত ক্লোন করেও রোগ সৃষ্টিকারী জিনগুলোকে অপসারণ করা যাবে। ফলে রোগ মুক্ত হতে জিন কম্বিনেশন এবং ক্লোন দু'টিই ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। অবশ্য এর জন্য এখনো গবেষণা চলছে এবং আগামীতে আরও চলবে। ক্লোনকৃত শিশু জন্ম দিয়ে আমরা প্রমাণ করে দেবো যে, ক্লোনকৃত শিশু জন্মানো সম্ভব এবং তা হবে বয়সের তুলনায় কম বয়সের। উপযুক্ত বয়স হলেই এদের ছেড়ে দেয়া হবে পৃথিবীর সর্বত্র। তখন ক্লোনের বিরুদ্ধে হাজার প্রতিবাদ আসলেও কেউ কিছু করতে পারবে না। এটা করতে খুব বেশি সময় লাগবে না। একবার আরম্ভ করলে দু'-তিন বছরের মধ্যে কয়েক কোটি ক্লোন শিশু সৃষ্টি করা যাবে। আগামী পৃথিবী ভরে যাবে ক্লোন শিশুতে। তখন দেড়'শ-দু'শ বছর বয়স্ক যুবক ঘুরে বেড়াবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে।

পৃথিবীতে অমরত্বের কনসেপ্ট কিন্তু একেবারেই নতুন নয়। আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি জন্মিলে মরিতে হবে কিন্তু এ কথা অনেকাংশেই সত্য নয়। পৃথিবীতে এমন কিছু প্রাণী আছে যাদের কিন্তু জৈবিক মৃত্যু নেই। যেমন হাইড্রা, কিছু প্রজাতির জেলিফিশ, উপযুক্ত পরিবেশে ব্যাক্টেরিয়া এবং কিছু ইস্টও প্র্যাক্টিক্যালি অমর প্রাণী। এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীই আছে যাদের জৈবিক মৃত্যু হয় না।

ধরা যাক তোমার এবং তোমার ভাইয়ের জন্ম হয়েছে কোনো ক্লোনকৃত ভ্রূন থেকে। এর পর বার্ধক্য রোধ বা অমরত্বের গবেষণার জন্য একজনকে পাঠানো হলো ভিনগ্রহে বা অন্য দেশে। তুমি যখন ৭০ বছর বয়স্ক জরাজীর্ণ দশায় উপণিত তখন তোমার নাতির বয়সও ২৫ বছর, এমন সময় তোমার ভাই, প্রকারন্তে তুমিই দেশে ফিরে এলে ২০ বছরের যুবকের মত। কারণ হল তোমার উপর প্রয়োগ করা হয়েছে এপিজেনেটিক্স এক্সপেরিমেন্ট।

এপিজেনেটিক সূত্র মানে হল এমন বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বা ফেনোটাইপকে বোঝায় যা ডিএনএ অনুক্রমের মধ্যে (দেহের মধ্যে) কোন পরিবর্তন আনে না। তোমার ভাইয়ের প্রকারন্তে তোমার ২০ বছর বয়সে এই এপিজেনেটিক্স এক্সপেরিমেন্ট প্রয়োগ করা হয়েছিল। ফলে ৫০ বছর পরও তোমার ভাইয়ের ফেনোটাইপের কোন পরিবর্তন হয়নি, অর্থাৎ বাহ্যিক কোন পরিবর্তন হয়নি, এখন তাকে ২০ বছরের মতোই দেখাচ্ছে। তোমার দাদুর বয়স ২০ বছরের মত, তখন নাতির বয়স ২৫ বছর। তাহলে আমরা বলতেই পারি "তোমার দাদু তোমার চেয়ে ছোট"।

তোমার ভাইয়ের উপর বিভিন্ন সময়ে প্রয়োগ করা হয়েছিল-- টেলোমিয়ার শর্টনিংই (টেলোমিয়ার সংক্ষিতকরণ) তত্ত্ব, পি-২১ জিন রহস্য, ডলির মতো গবেষণা যাকে বলে রিপ্রোডাক্টিভ ক্লোনিং পদ্ধতি, রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ জিন থেরাপি, জিন ট্রান্সফিউশন পদ্ধতি, ন্যানো টেকনোলজি, জেনেটিক ডিসঅর্ডার দূরীকরণ পদ্ধতি, এইসব গবেষণার কারণে প্রায় ৫০ বছর অতিবাহিত হয়। সর্বশেষে গবেষণায় মিলেছে সাফল্য।

ফটিয়ান্স নামের একটা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যারা বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য ঘটনাসমূহ তদন্ত করেন। বহু ঘটনাবলি বিজ্ঞানের কাছে এখনো অস্পষ্ট। ফটিয়ানদের মত আমিও এখনো অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই না।

প্রিয় পাঠকগণ, আপনারা আমার কাছে যদি জানতে চান বার্ধক্যরোধ বা অমরত্ব লাভ করা কি সম্ভব? এমন ঘটনা কি ঘটতে পারে? আমি তার উত্তরে বলতে চাই- ঘটতেও পারে, কেন ঘটবে না, আবার নাও ঘটতে পারে। এটা অসম্ভব, আবার সম্ভবও।

ড. আবদুল কুদ্দুস
প্রভাষক
দর্শন বিভাগ

কৃতজ্ঞতাবোধ

উপকারীর উপকার স্বীকারের নাম কৃতজ্ঞতা। এটি এমন একটি সামাজিক গুণ যা সব মানুষ পছন্দ করে। তবে কৃতজ্ঞতা আদায় খুব সহজ কাজ নয়। অনেক মানুষ জানেনই না যে কৃতজ্ঞতা আদায় করা প্রয়োজন। কেউ তাঁদের উপকার করলে তাঁরা আনন্দ পান; কিন্তু একারণে যে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় সে ব্যাপারে তাঁরা সচেতন নন। আমরা কারো উপকার করে যদি তার কাছ থেকে একটু কৃতজ্ঞ আচরণ আশা করি সেটি কি অন্যায় হবে? অথবা কারো কাছ থেকে উপকার পাওয়ার পর যদি তার প্রতি কৃতজ্ঞ আচরণ না করি তাহলে কি অন্যায় হবে? অথবা অন্যকে উপকার করার কি আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে? এই ধারণাগুলোর কিছুটা স্পষ্টীকরণের চেষ্টাই এই রচনার মূল উদ্দেশ্য।

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে 'উপকার' বলতে কী বোঝায় সেটি একটু পরিষ্কার করা প্রয়োজন। উপকার মূলত অতিরিক্ত পাওনা, এটি অধিকার নয়। মানুষ বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত হয়ে অর্থোপার্জন করে আর তার মাধ্যমেই জীবন পরিচালনা করে। এখানে কর্মের শর্তে তার মজুরি বা সম্মানি নির্ধারিত হয়। এটি হচ্ছে তার পাওনা বা অধিকার। অন্যদিকে যদি সে বিনে পয়সায় অতিরিক্ত কর্ম করে দেয় তাহলে তা হয়ে থাকে কর্তৃপক্ষের বা প্রতিষ্ঠানের জন্য উপকার। আবার প্রতিষ্ঠান যদি কাউকে বেতনের অতিরিক্ত আরো কিছু দেয় তাহলে সেটি তার প্রতি উপকার। অনেক সময় অধিকার অর্জনের জন্যই দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়, তখন অধিকার পাওয়াটাও হয় উপকার। মজুরি বেশি দেওয়া, সময়মত দেওয়া, সুবিচারের ভিত্তিতে দেওয়া- এগুলোর মধ্যেও উপকার থাকতে পারে। কর্মহীন মানুষের জন্য কর্মের ব্যবস্থা করে দেওয়াও বড় উপকার। সহজ কথায় অধিকারের চেয়ে বেশি কিছু পাওয়াকে আমরা উপকার বলতে পারি। ইসলামে অন্যের উপকারকে নিজের সফলতার জন্য আবশ্যকীয় করে দেওয়া হয়েছে। "তোমরা কখনো পুণ্যবান হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস ব্যয় কর"(৩:৯২)। এই ব্যয়ের অর্থ হচ্ছে অন্যের বিপদে বা প্রয়োজনে ব্যয় করা। শুধু ধর্মের আদেশ নয়, এটি সবচেয়ে বড় মানবীয় গুণ- যা সব দেশের সব মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। যে উপকার করে খোঁটা দেয়, বা যশ খ্যাতির প্রলোভনে উপকার করে আল্লাহর নিকট তার এই উপকারের কোনো মূল্য নেই, বরং তা প্রদর্শনমূলক বলে আল্লাহ এ ধরনের লোকদের কঠোর শাস্তি দেবেন।

আমরা অন্যের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার আশায় কখনো উপকার করব না। পবিত্র কুরআন এটি স্পষ্ট করে দিয়েছে, কারো উপকার করলে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে, কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতার আশায় করা যাবে না; (৭৬: ৮-৯)। এমনকি অন্যের জন্য যারা নিবেদিত হয়ে জীবনের সব বিলিয়ে দেন তাঁরাও এর কোনো বিনিময় বা কৃতজ্ঞতার আশা করবেন না। এভাবে কেউ নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারলে তাঁকে সম্মানিত করার দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেন। পৃথিবীতে আল্লাহর নবী-রাসূলদের মতো নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমিক আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের সম্মানিত করার ও স্মরণীয় করার ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন। মহানবী (সা.) এর উপর দরুদ পাঠকে আল্লাহ মুসলিমদের জন্য আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি নিজে প্রশংসা পাওয়ার আশায় কারো সামান্য উপকারও করেননি। এই উচ্চতর চেতনার সবচেয়ে বড় 'উপকার' হচ্ছে, মনের প্রশান্তি অর্জন। কেউ যদি কৃতজ্ঞতা না জানায় তখনো যেন মনে কোনো হতাশা না আসে যে, এত উপকার করলাম কিন্তু কেউ একটি ধন্যবাদও দিল না। একমাত্র পরম প্রভু ও স্রষ্টা আমার প্রতিটি ভালো কাজের জন্য অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন- এর চেয়ে বড় প্রশান্তির আর কিছু কি হতে পারে?

এ কথা ঠিক যে, উপকার করতে হবে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থে, এতে কোনো হেরফের নেই। তবে উপকার পাওয়া ব্যক্তিকে উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোও আল্লাহ আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। অর্থাৎ উপকার করা ঐচ্ছিক হলেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আবশ্যকীয়। "যখন তোমাদের কেউ সালাম দেবে তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম ভাষায় অথবা অনুরূপভাবে জবাব দাও" (৪:৮৬)। এখানে সালাম দিতে আদেশ করা হয়নি, বরং বলা হয়েছে কেউ সালাম দিলে তার জবাব এভাবে দিতে হবে। এর মানে কেউ উপকার করলে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ উপকার ফেরত দিতে হবে

অথবা কমপক্ষে সমপরিমাণ প্রত্যার্পণ করতে হবে। আল্লাহ পাক আরও বলেছেন, "পরোপকারের প্রতিদান পরোপকার ছাড়া আর কি হতে পারে?" (৫৫:৬০)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায়ের দায়িত্ব বরং উপকারের চেয়েও বেশি। এই অনুভূতির মনস্তাত্ত্বিক একটি ব্যাখ্যা আছে। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায়, মস্তিষ্কের ডোপামিন ও সেরোটোনিন নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নিউরোট্রান্সমিটার আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। আবার ভেন্ট্রোমেডিয়াল প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স কৃতজ্ঞতাবোধ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। সবার মস্তিষ্কে সেটি সমানভাবে থাকে না বলে কৃতজ্ঞতাবোধ সবার ভেতর একরকম হয় না। এজন্য নৈতিক চেতনা ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রাখলে এই মূল্যবোধ সৃষ্টি অধিকতর সহজ হবে।

কীভাবে কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে- এটি একটি জটিল সমস্যা। কারণ, উপকারের মূল্য দিতে গিয়ে কি নিজেকে বিসর্জন দিতে হবে বা অন্যের গোলামি করতে হবে? না। এর পদ্ধতিও কুরআনে এসেছে। এক্ষেত্রে সাধারণ নির্দেশনা হচ্ছে, উপকারের বিনিময়ে শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করতে হবে এজন্য যে, আল্লাহ যদি সামর্থ্য না দিতেন তাহলে তার পক্ষে উপকার করা সম্ভব হতো না। এরপর উপকারের জন্য ধন্যবাদসূচক কথার মাধ্যমে মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তার পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করতে হয়। এতেই শেষ নয়, বরং উপকারের ধরন দেখে সবসময় চেষ্টা করা উপকারীর বিপদে বা সমস্যায় খোঁজ নিয়ে সহায়তার জন্য প্রস্তুত থাকা। কৃতজ্ঞতা আদায়ে কখনো অতিরিক্ত প্রশংসা বা প্রদর্শনমূলক শালীনতা দেখানো উচিত নয়। বরং তা করতে হবে মনের গভীরতর ভালোবাসা বা শ্রদ্ধাবোধ থেকে। কারো পক্ষে একটি কৃতজ্ঞ চাহনি বা একফোটা অশ্রুও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে যথেষ্ট হয়ে যায়।

আমরা জীবনে সবচেয়ে বেশি উপকার পাই মা-বাবার কাছ থেকে, তারপর শিক্ষকদের কাছ থেকে। এরপর বিভিন্ন পেশার মানুষের নিকট পেশাগত কারণে আমরা পরস্পর দায়বদ্ধ থাকি ও উপকার গ্রহণ করি; সর্বোপরি আমরা সব সময় বিভিন্ন কারণে অন্যের উপকার গ্রহণ করতে বাধ্য হই। অতি সামান্য একটি জিনিসের মূল্যও অনেক সময় খুব বড় আকার ধারণ করে। এ কারণে প্রত্যেকেই যদি কৃতজ্ঞতাবোধসম্পন্ন মানুষে পরিণত হতে পারি তাহলে আমরা পার্থিব ও পরকালীন উভয় জগতে প্রশান্তি লাভ করতে পারব। মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা আদায় করে না"। অর্থাৎ কেউ নিজে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে দাবি করল কিন্তু মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করল না তাহলে সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায়কারী হিসেবে বিবেচিত হবে না।

আমরা কীভাবে মা-বাবার কৃতজ্ঞতা আদায় করব? পবিত্র কুরআনে প্রথমেই এই কৃতজ্ঞতা আদায়ের মূল কারণ বর্ণিত হয়েছে, "তার মা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে তাকে গর্ভধারণ করেছে এবং দুই বছর দুধ পান করিয়েছে"(৩১:১৪)। সুতরাং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করা সন্তানের দায়িত্ব। এজন্য প্রথম কথা হচ্ছে- তাঁদের সাথে সবসময় সবচেয়ে উত্তম আচরণ করা। অর্থাৎ মানুষ একে অপরের কাছ থেকে যত সুন্দর আচরণ পেতে পারে, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর আচরণ পাওয়ার অধিকারী মা-বাবা। প্রত্যেকে তার মা-বাবাকে যদি সেভাবে সম্মান দেখাত তাহলে সমাজটাই পরিবর্তন হয়ে যেত। মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায়ের দ্বিতীয় মাধ্যম- বার্ধক্যে তাঁদেরকে নিজেদের সাথে রাখা এবং সেবা ও সাহচর্য দেওয়া। তৃতীয়ত, তাঁদের কাছে নিজের এমন কষ্ট প্রকাশ না করা- যে কষ্টের কথা শুনলে তাঁরা চিন্তিত ও হতাশ হয়ে পড়েন। চতুর্থত, তাঁদের বিভিন্ন বিপদ ও প্রয়োজনে সাধ্যমত অর্থ ও শ্রম দেওয়া। পঞ্চমত, তাঁদের অবাধ্য না হওয়া যতক্ষণ না তাঁরা খারাপ কাজের আদেশ করেন। মহানবী (সা.) মা-বাবার সাথে অবাধ্য আচরণকে সবচেয়ে বড় পাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যার মন্দ পরিণাম পার্থিব জীবনে তাৎক্ষণিক পাওয়া যায় আর পরকালে জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত হয়ে পড়ে। ষষ্ঠত, তাঁদের জন্য সবসময় আল্লাহর কাছে দোআ করা; এবং তাঁদের বন্ধুদের সাথে, বিশেষত মৃত্যুর পর উত্তম আচরণ করা। সহজ কথায় যে কাজে মা-বাবা কষ্ট পান এমন সব কথা, কাজ ও আচরণ থেকে বিরত থাকা আর তাঁরা সন্তুষ্ট থাকেন এমন সব আচরণ করার মাধ্যমে তাঁদের প্রতি কিছুটা কৃতজ্ঞতা আদায় হয়। আসলে মা-বাবার কৃতজ্ঞতা আদায় ও ঋণ কখনো পূরণ সম্ভব নয়, আমরা কেবল এভাবে চেষ্টা করতে পারি। সেই চেষ্টাও যদি না করি তাহলে তা হবে চরম অকৃতজ্ঞতা। এই অকৃতজ্ঞতার পরিণামকে ইসলাম জাহান্নাম বলে অভিহিত করেছে আবার কৃতজ্ঞতার পরিণাম হিসেবে জান্নাতের সুসংবাদও দেওয়া হয়েছে। সন্তানকে সর্বোত্তম সাহচর্য দিয়ে ভালোবাসা ও শাসনের মাধ্যমে নৈতিকতা ও কৃতজ্ঞতাবোধের শিক্ষা দেওয়া কিন্তু মা-বাবার এক কঠিন দায়িত্ব। সন্তান স্বভাবতই দেখবে তার মা-বাবা তার দাদা-দাদি বা নানা-নানির সাথে কেমন আচরণ করছেন। এই দায়িত্বে কিঞ্চিৎ পরিমাণ অবহেলা একটা পরিবারের সব সুখ ধ্বংস করে দিতে পারে।

মা-বাবার পর শিক্ষক হচ্ছেন মানুষের সবচেয়ে উপকারী ব্যক্তি। শিক্ষক তাঁকেই বলে- যিনি শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত যে কোনো বয়সের মানুষকে জ্ঞান ও মূল্যবোধের মাধ্যমে তাদের আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখেন। কারো কাছ থেকে যা-কিছু আমরা শিখি তার জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়। বিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যারা শিখতে আসে তারাই কেবল ছাত্র নয়, যেকোনো মানুষ যে কারো কাছ থেকে শিখে ছাত্র হতে পারে। মসজিদের ইমাম সাহেবও একজন শিক্ষক, কারণ তাঁর

কাছ থেকে আমরা ধর্মীয় দৃষ্টিতে করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে জানতে পারি। সীমিত অর্থে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাঁরা পাঠদান করেন তাঁদেরকে আমরা শিক্ষক বলে থাকি। শৈশবে একজন মানুষ আর একটি প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য থাকে না, মানুষের জেনেটিক ও সহজাত বৈশিষ্ট্য বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে তাকে উত্তম মানবীয় আচরণ শেখাতে হয়। মা-বাবা সবার আগে সন্তানকে সেই আচরণ শেখান বলে তাঁরা মানুষের প্রথম শিক্ষক। এরপর নির্দিষ্ট একটা বয়স পর্যন্ত সবাইকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিখতে হয়। এই নির্দিষ্ট সময়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তার বাকি জীবনের প্রতিটি আচরণে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। এ কারণেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অবদান জীবনে অনেক বড়। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় সালাম দিয়ে সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে, তাঁদের কষ্টে সহযোগিতা করে, অসুস্থতা বা দুর্বলতার সময় সেবা দান করে এবং সবসময় তাঁদের জন্য কল্যাণের দোআ করার মাধ্যমে। তবে কেউ যদি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কোনো বৈষয়িক কামনা পূরণের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার আশা করেন বা উপঢৌকন গ্রহণ করেন তবে তা অন্যায় হবে। যে শিক্ষক ছাত্রদেরকে সুবিচারের ভিত্তিতে যথার্থভাবে শিক্ষা দেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সৎ জীবনযাপন করতে সক্ষম হন তিনিই সত্যিকার কৃতজ্ঞতা পাওয়ার উপযুক্ত।

পেশাগত কারণে মানুষ পরস্পরের নিকট দায়বদ্ধ। এজন্য প্রতিটি পেশার মানুষের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রত্যেকের জন্যই প্রয়োজনীয়। একজন স্থপতি যদি সুন্দরভাবে বাড়ি নির্মাণ করে না দিতেন তাহলে আমাদের বসবাস করাটা কত কঠিন হয়ে যেত। সুতরাং তাঁদের কাছ থেকে উপকার নিয়ে তাঁদেরকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়ার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়। তাঁরা হয়ত অর্থের বিনিময়ে তা করেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে অর্থ দিলেই সবাই ভালো কাজ করে দেয় না। আবার তাঁদেরও কৃতজ্ঞ আচরণ প্রয়োজন। কারণ, মানুষের কাছ থেকে অর্থ ও সম্মান পেয়েই তাঁরা আজ বড় হয়েছেন।

একজন ডাক্তারের নিকট একজন রোগীর ঋণ সীমাহীন। তাঁরা এটিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও তা এত বড় এক পেশা যার উপর আমাদের বেঁচে থাকা, স্বাভাবিক সুস্থ জীবনযাপন করা নির্ভর করে। ডাক্তারগণ আমাদেরকে খাদ্যবিধি, স্বাস্থ্যবিধি, রোগপ্রতিরোধের উপায় ইত্যাদি না জানালে আমাদের পক্ষে চলাফেরা করাই কঠিন হয়ে যেত। হাসপাতালে নীরবে তাঁরা মানুষের যে সেবা করে যান তার কোনো বিনিময় সম্ভব নয়। তাঁদেরকে সম্মান প্রদর্শন করে কৃতজ্ঞতা জানানো সবারই কর্তব্য। আমরা অনেক সময় ডাক্তার দেখাতে গিয়ে নিজের সমস্যাকে বেশি গুরুতর মনে করি আর অন্য রোগীদের চেয়ে নিজেকে ডাক্তারের কাছ থেকে বেশি সহানুভূতি ও সময় পাওয়ার আশা করি। এতে বিপত্তি ঘটলে ডাক্তারের সাথে খারাপ আচরণ করে বসি; একে শিষ্ট আচরণ বলা যায় না। তবে তাঁদের কেউ কেউ কখনো ব্যক্তিগত চেম্বারে চিকিৎসা দেন বেশি অর্থের বিনিময়ে। এ কারণে রোগীর চিকিৎসা করে অর্থ নেওয়ার পর তাঁদের অনেকের সাথেই রোগীর আত্মিক সম্পর্ক থাকে না। রোগীও চিন্তা করেন ডাক্তারকে অর্থ পরিশোধে তাঁর অনেক কষ্ট হয়েছে, তাই আর ধন্যবাদ দিয়ে নিজেকে ছোট করার কি দরকার? একটা যান্ত্রিকতার মতই হয়ে উঠে জীবন। অথচ উভয়পক্ষেরই উচিত ছিল কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক স্থাপন। কিছু অর্থ কম নিয়ে অথবা বিনা পয়সায় চিকিৎসা দিলে অনেকেই মনে করেন তাঁকে মানুষ ছোট ডাক্তার ভাববে। সে কারণে ঋণ করে বা জায়গা জমিন বিক্রয় করে যখন রোগী ডাক্তারের চার্জ হাতে দেন তখন তাঁর ভেতর বড় কষ্ট কাজ করে। বড় ডাক্তারগণ এত বেশি উপার্জন করেন যা না করলেও আসলে তাঁরা শান্তিতে থাকতে পারতেন। ডাক্তাররা যদি আরো মানবিক হতেন তাহলে তাঁরা মানুষের অশ্রুসিক্ত কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা ও দোআ পেতেন অনেক বেশি।

যাঁরা ছোটবড় বিভিন্ন ব্যবসা করে আমাদের খাবার, পানীয়, মাছ-মাংস সরবরাহ করছেন তাঁদের সাথে আমরা কেমন আচরণ করছি? মনে হয় একটি মাল কিনে আমি তাঁদের অনেক বড় উপকার করে ফেলেছি। আসলে তাঁরা আমাদের কত বড় উপকার করে যাচ্ছেন! একজন সবজি বিক্রেতা সবজি বিক্রয় না করলে আমাদের দেহের কত কঠিন সমস্যা হয়ে যেত সেটি আমরা ভাবি না। শুধু মনে করি, তাঁদের মাল কেনার কারণে তাঁদেরই উচিত আমাদেরকে বেশি বেশি সালাম দেওয়া। এটা একেবারে ঠিক নয়। বরং আমাদেরই উচিত তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতাবশত সালাম দেওয়া। তবে যখন কোনো পণ্য একই মানের ও একই দামে সব দোকানে পাওয়া যায়, তখন কিন্তু মানুষ দেখে কে কাস্টমারকে সম্মান দেখায় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এজন্য ক্রেতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালে দোকানদারের বরং উপকার বেশি হয়। তবে ভেজাল মালের কারণে একজন বিক্রেতা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার পরিবর্তে অভিশপ্ত হতে থাকেন। আমি যখন গণপরিবহণে চড়ে অল্প ভাড়ায় অনেক দূরে যেতে পারছি তখন সেটি কি আমার উপকার নয়? গাড়ির স্টাফদের জীবন চলে এই সেবার মাধ্যমে, সে কারণে তাঁরা আমাদেরকে যাত্রী হিসেবে পেয়ে উপকৃত হন। একই কারণে আমাদের সবারও ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

আমরা দৃষ্টিকে আরো প্রসারিত করলে দেখব, আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহের উপর আমরা ভেসে আছি। এজন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় ছাড়া সত্যিকার কৃতজ্ঞতা আদায় হতে পারে না। কীভাবে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাব? প্রথমত তাঁকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে তিনি যেমন সেই গুণসহ। এরপর মুখে স্বীকার করতে হবে। তারপর বাস্তবে দাঁড়িয়ে, বসে, সবসময় সব জায়গায় তাঁকে স্মরণ

করার মাধ্যমে ও তাঁর পছন্দনীয় কাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে এবং নিষিদ্ধ কাজ বর্জনের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে। তিনিই তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায়ে কেবল দাসত্ব দাবি করতে পারেন, কারণ তিনি জীবন-মরণসহ আমাদের পার্থিব সবকিছুর একমাত্র মালিক। মহানবী (সা.) এমনভাবে রাতভর দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, "আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?" সুলাইমান (আ.) পিঁপড়ার ভাষা বুঝতে পেরে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করেন, "হে আমার প্রভু, আমাকে কৃতজ্ঞতা আদায়ের সামর্থ্য দাও" (২৭:১৯)। আল্লাহ আমাদের কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন; আমাদের নিজ স্বার্থেই তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় প্রয়োজন।

কৃতজ্ঞতা আদায়ের উপকার কিন্তু অনেক। স্বাভাবিকভাবে মানুষ যখন একে অপরের কৃতজ্ঞতা জানায় তখন উপকারী ব্যক্তি চেষ্টা করেন উপকারের প্রতিদানে বেশি কিছু দিতে। কুরআনে এসেছে, "যদি তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব" (১৪:৭)। স্রষ্টার অফুরন্ত অনুগ্রহভাণ্ডার থেকে কাউকে কিছু দিতে তিনি কৃপণতা কেন করবেন যদি কেউ তাঁর সত্যিকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে? কিন্তু সব মানুষের পক্ষে কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে বেশি কিছু দেওয়া সম্ভব হয় না। একজন দরিদ্র রোগী ডাক্তারের বিনামূল্য চিকিৎসা পেয়ে কীভাবে কৃতজ্ঞতা আদায় করবেন? রোগী যদি ভালোভাবে গুছিয়েও কথা বলতে না পারেন যার কারণে একটি ধন্যবাদ দেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হয় না, তাহলে ডাক্তার সাহেব তার উপর বিরক্ত হতে পারেন, এবং ভবিষ্যতে আর ভালোভাবে হয়ত চিকিৎসাও দেবেন না। একমাত্র পরকালীন ভয়ই তা সহজ করতে পারে- যেমনটি হযরত উমর (রা.)এর মতো শাসককে আটার বস্তা মাথায় নিয়ে দরিদ্র ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিতে বাধ্য করেছে। এই চেতনার বাইরে আমরা যাকে বিবেকের চেতনা বলি তার সূচনা সুন্দর হলেও স্থায়িত্ব খুব কম।

কৃতজ্ঞতা আদায় একটি আবশ্যকীয় গুণ হলেও এটিকে আইন করে বাস্তবায়ন সম্ভব নয় যে, কৃতজ্ঞতা আদায় না করলে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড ভোগ করতে হবে। যদি কেউ জোর করে কৃতজ্ঞতা আদায় করেন তাহলে তা উপকারের সাথে সম্পৃক্ত থাকে না, বরং তা চুক্তি বা মজুরিভিত্তিক হয়ে যায়। তবে বাস্তবে দেখা যায় যারা কৃতজ্ঞতা আদায় করে না বা আদায় করার চেষ্টা করে না, তারা এর চাইতেও বেশি শাস্তি পেয়ে যায়। যেমন, যে-ব্যক্তি মা-বাবার কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে যত গুণী বা ক্ষমতাধর হিসেবেই পরিচিত হোক না কেন যখন মানুষ তার এই স্বভাব জানতে পারে তখন সবাই তাকে ঘৃণা করে। যে অন্যের উপকার পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানায় না অন্তত সেই উপকারকারী ব্যক্তি দ্বিতীয়বার আর তার উপকার করবে না; আবার অন্যরা তার এই অকৃতজ্ঞ স্বভাব সম্পর্কে জানলে তারাও উপকার করা থেকে বিরত থাকবে। যে মানুষের সালামের জবাব দেয় না, তাকে কয়েকদিন পর আর মানুষ সালাম দেবে না। সুতরাং কৃতজ্ঞতা আদায়ে বাধ্য করার জন্য পুলিশের প্রয়োজন হয় না। মানুষের মধ্যে আবার এমনও কিছু লোক থাকে যারা উপকারীর কৃতজ্ঞতা আদায়ের পরিবর্তে বরং ক্ষতি করে-এদেরকে বলা হয় কৃতঘ্ন। এদেরকে কেউ কখনো বিশ্বাস করে না।

প্রকৃতপক্ষে কৃতজ্ঞতাবোধ আমাদের নিজেদের জন্যই প্রয়োজন। আমরা যদি অন্যকে সম্মান করি তাহলে প্রকারান্তরে নিজের সম্মানই বৃদ্ধি করি। একজন সম্মানিত মানুষ অন্যকে অসম্মান করে কথা বলতে পারেন না। আর কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই সৃষ্টি হয় পারস্পরিক এই সম্মানবোধ।

হরি পদ দেবনাথ
প্রভাষক
রসায়ন বিভাগ

দৃশ্য-অদৃশ্যর অন্তরালে

নয়নাভিরাম দৃশ্যের অপরূপ সৌন্দর্যে ডুবে বুদ হয়ে আছে হিমাংশু। অন্তরের অন্তঃআত্মা সুখে ভরে ওঠে। কোটি কোটি মাল্টিভার্স নিয়ে গঠিত বঙ্গভার্স যে এত সুন্দর হতে পারে সে বিশ্বাস করতে পারছেনা। চারিদিকে এতো মাল্টিভার্স ঠিক যেন পৃথিবী থেকে আকাশের তারা দেখার মতো। পৃথিবীর বিভিন্ন রং বাদেও এখানে হাজার রকমের চৈতন্য রঙে রঞ্জিত সবকিছু। এক মধুর সুরের মূর্ছনায় আর ঈশ্বরের গুনকীর্তনে নৃত্য করছে। বিমোহিত হিমাংশুর হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়। বস্তু (চোখ) দিয়ে বস্তু দর্শনকরে যে আনন্দ পাওয়া যায়, অবস্তু (আত্মা) দিয়ে অবস্তু ও বস্তু দর্শন করে নিশ্চয় আরও নতুন কোন অভিজ্ঞতার জন্ম দিবে। তবে আসল সৌন্দর্য ও পরমানন্দ উপভোগ করতে হলে আত্মার পবিত্রতা আবশ্যক। নোংরা বস্তু, বস্ত্র, পানি যেমন এই দেহকে অপবিত্র করে তেমনি অপকর্ম ও বিবেক বর্জিত কাজ আত্মাকে অপবিত্র করে। ভালো ও মন্দ কাজের ফল আত্মাকেই বহন করতে হয়। হিমাংশু বুঝতে পারে বই পড়ে জানা আর নিজের মধ্যে আত্মো-উপলব্ধি করা বিষয়টা ভিন্ন। মানুষ যেমন লক্ষ্যে অটুট থেকে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে সফলতা অর্জন করে তেমনি ঈশ্বরের প্রতিবিশ্বাস রেখে ভক্তি ও পবিত্র কর্মের দ্বারা ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করা সম্ভব। আত্মহারা হিমাংশুর হঠাৎ পৃথিবীর কথা মনে পড়ে। সময়কে স্থির রেখে মহাবিশ্বের যেকোন প্রান্তে যেতে পারে তার আবিষ্কৃত স্পেস শিপ গুয়োনোস্কোপ। এখন সে এই শিপে পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরু করে। কোটি কোটি মাল্টিভার্সকে পাশ কাটিয়ে আমাদের ইউনিভার্সের দিকে এগোতে থাকে স্পেসশিপ। কোটি কোটি সুপার ক্লাস্টার নিয়ে গঠিত আমাদের ইউনিভার্সের সৌন্দর্য অতুলনীয়। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি যে সুপার ক্লাস্টারের অন্তর্গত তার নাম ল্যানাইকিয়া যা আবার কোটি কোটি গ্যালাক্সি নিয়ে গঠিত। গুয়োনোস্কোপ ল্যানাইকিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে মিল্কিওয়ের দিকে এগোতে থাকে। সাদা ধবধবে গোল চাকতির মতো মিল্কিওয়ে ঠিক কত সময়ে ল্যানাইকিয়াকে কেন্দ্র করে ঘোরে তা মনে আসে না। কিন্তু এন্ড্রোমিডা ও মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন আলোকবর্ষ পর পরস্পর মিলিত হবে, যার নাম দেয়া হয়েছে মিল্কোমিডা। তখন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ বসবাসকারী এই পৃথিবীর কী হবে? ভাবতে ভাবতে হিমাংশু পৌছে যায় সৌরজগতের মধ্যে। এর আগেও সে অনেক গ্রহতে ঘুরে দেখেছে, কোথাও প্রানের অস্তিত্ব খুজে পায়নি। তার কাছে মনে হয় মহাবিশ্বের এই বিশাল আয়োজন, সবকিছুই আমার জন্য, আমাদের জন্য।

চারিদিকে শোরগোল, হিমাংশু ফিরে এসেছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনেকেই মনে করে হিমাংশুকে জিনেরা তাদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলো। নানা প্রশ্নে তাকে জর্জরিত করতে থাকে সকলেই। কিন্তু হিমাংশু দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়, কেননা তার বন্ধুরা সবাই দ্বাদশ শ্রেণিতে উঠে গেছে। তার মানে সে দীর্ঘ তিন বছর পর পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। এরকম হওয়ার কথা না, এর আগেও সে কয়েক বার স্পেসশিপে করে সৌরজগতের বাইরে থেকে ঘুরে এসেছে। তার মনে পড়ে, বঙ্গভার্স দেখার সময় মাথা থেকে কিছুক্ষণের জন্য হেলমেট খুলেছিলো। শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন তাকে আরও ভাবিয়ে তোলে। শিক্ষাক্রম সম্পর্কে সবকিছু জেনে তার কাছে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু তার বন্ধুরা সবাই বড় হয়ে গেছে ভেবে সে মুষড়ে পড়ে। চারিদিকে ঈশ্বরের গুনকীর্তনের বানী শুনতে পায়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার জন্য দুই হাত বাড়িয়ে দেই কিন্তু তার বন্ধুরা হাত ধরে টানাটানি করে। আমার হাত ছাড় বলে চিৎকার দিয়ে হিমাংশু উঠে বসে, সে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাউজের ২০৫ নম্বর রুমে নিজেকে আবিষ্কার করে। দেখে মুনতাসির তার হাত ধরে বলছে তাড়াতাড়ি উঠ, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সাদা ধবধবে টুপি, পায়জামা-পাঞ্জাবি পড়ে মুনতাসির নামায পড়তে যায়। তার চলার পথের পানে চেয়ে থাকে হিমাংশু, আর ভাবে এইতো শুভ্র পবিত্র আত্মা, পবিত্র মসজিদে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করবে। পরক্ষণেই মন বিষাদে ভরে ওঠে, একান্তে ঈশ্বরের প্রার্থনার জন্য কোন মন্দির নেই এই ক্যাম্পাসে। যেখানে সে নিরবে নিভৃতে ঈশ্বরের জন্য চোখের জল ফেলবে, নিজের মনের আকুতি জানাবে। দোদুল্যমান মন আবার সান্ত্বনা খোজে এই ভেবে যে সম্পূর্ণ মহাবিশ্বই তো একটা মন্দির। সে মনে মনে প্রার্থনা সেরে নেয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক চেতনায় বেড়ে ওঠা মন সহজে মানতে চায় না।

মোঃ সুহেল ইসলাম
প্রভাষক
ইংরেজি বিভাগ

অ, আ, ক, খ

মায়ের কোলে যেদিন জন্ম নিলাম,
নয়ন জুড়িয়ে মাকেই দেখিলাম।
মায়ের মুখে যেদিন, শুনিলাম অ, আ
আমিও চেষ্টা করিতাম বলতে নানা কথা।
বড় হইলাম আমি মায়ের কোলে,
অ, আ, ক, খ এক আধটু বলে।
একদিন এক প্রভাতে, মা আমায় বলে
খোকা, যাবি নাকি ভাষার ঐ মিছিলে?
কহিলাম আমি মাকে, আশীষ করো মোরে
জীবন যাবে যাক, মাতৃভাষার তরে।
আমি যখন ভাষার মিছিলে,
হঠাৎ কে যেন আমার কানটা তোলে,
ভেঙ্গে যায় ঘুম, ভাঙ্গে মনের ঘোর
ভাঙ্গেনি স্বপ্নে দেখা স্মৃতি বায়ান্ন'র।
বায়ান্ন'র ২১শে ফেব্রুয়ারিতে
পুলিশের গুলিতে
যখন ছাত্রদের আর্ত হাহাকার
নিশ্চয়ই কেঁপেছিল তখন আরশ খোদার!
থাকতাম যদি মিছিলে!
হোক না বুকটা ঝাঁঝরা, পুলিশের গুলিতে
জীবন হতো ধন্য,
প্রাণটা দিতাম মাতৃভাষার জন্য

মৌসুমী আক্তার
প্রভাষক
নাট্যতত্ত্ব বিভাগ

আবারও একজন মুজিব চাই

আবারও একজন মুজিব চাই
অজস্র মানুষের ভীড়ে, শুধু একজন মুজিব চাই
বরেন্দ্র-সমতট, যমুনার চরে চরে
যে ডাক দিবে মহা-সংগ্রামের
যাঁর আওয়াজে জেগে উঠবে
শহরে, গ্রামে, জনপদে বেড়ে উঠা
বীর বাঙালি, যাঁর প্রতিরোধ
"এবারের সংগ্রাম মুক্তির
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"-শুনে
প্রতিবাদে জলোচ্ছ্বাসের মত উত্তাল
গর্জনে গর্জনে প্রকম্পিত হয়ে
ঢল নামবে জনপদ, রাজপথে; লক্ষ জনতার
মহা-সংগ্রাম নিয়ে যাবে-
পদ্মার চর থেকে ফারাক্কা পর্যন্ত।

আমি একজন মুজিব চাই-
যাঁর ৭ই মার্চের ভাষণের
অঙ্গুলির ইশারায় দুলে উঠবে
সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ময়দান,
যাঁর প্রতিবাদ হুংকারে
ছড়িয়ে পড়বে স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল
ভাঙবে বেড়াজালের কালা কানুনের শিকল।
আমরা আবারো এমন একজন মুজিব চাই
যে মজলুম-মজুরের কথা বলবে
বলবে কৃষক, আম-জনতার কথা
যাঁদের আহাজারিতে শোষণকে নির্মুল করবে
অধীনকে পরাধীন করবে
দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি করবে গ্রাস
দমন করবে বাংলার শোষক
আমলা-সামন্ত-পুঁজিপতি-
ভণ্ড রাজনীতি, লুটের ধনপতি।

কোথায় সেই একজন মুজিব-
যার ক্রোধের অবতারে
পুড়ে যাবে নমরুদের তখতে হাউস
যাঁর বজ্রকণ্ঠের ডাকে
হীরক রাজ্যের বাঙালিদের বিবেকে নাড়া দেবে;
ভীত কাঁপিয়ে তুলবে আন্দিজ পবর্তমালা
রুখে দাঁড়াবে সুয়েজ খালের তীরে, কাঁপিয়ে দিবে ইয়াংসিয়াং

আমি একজন বিদ্রোহের মহানায়ক মুজিব চাই-
যাঁর আহ্বানে-
জেলেরা জাল ছেড়ে, কৃষকেরা হাল ছেড়ে
সদ্য বিবাহিত তরুণ লাল শাড়ী পরা রাঙা বউ ছেড়ে
মুক্তিবাহিনী ও যুবকেরা গ্রেনেড-রাইফেল নিয়ে
গড়ে তুলবে-শত্রুমুক্ত স্বাধীনতার মিনার।

আমি আবারও বাংলাভাষী মুজিব চাই
যাঁর বাংলা ভাষার দাবীতে-
একুশের মিছিলে
দিতে হয়েছিল তার ভাই
সালাম - বরকত - রফিক - জব্বারের প্রাণ।
যাঁদের চেতনায় স্মৃতির মিনার ভাসে
অ - আ - ক - খ ॥

Md. Tareq Al Sakib
Lecturer
Department of Economics

Dropping Rain

Where I stay, rain drops on me
It causes flood in my mind
I see a twinkling star
When I look behind.

When I think about me
I can't find anything
But when I work
I hear someone weeping.

I ask her why she is undone !
She tells me, "You are mine."
"Don't make me fun,
I will give you a special wine."

In sleeping, rain drops again on me
How can I hold them?
For drinking, it is a special item
If I can, it will make me Ocean.

কবিতা
ছড়া
সৃজনী
শিক্ষার্থীবৃন্দ
ধাঁধা
কৌতুক
সাধারণ
জ্ঞান

নাম : আব্দুল্লাহ আল আওসাফ
কলেজ নম্বর : ১৯৪৭২
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : গ (প্রভাতি)

আমরা সবাই রাজা

আমরা সবাই রাজা
আমাদের এই রাজার রাজত্বে,
এরই মাঝে ক্যাপ্টেন ব্যস্ত
হৈ-হুল্লোড় থামাতে।
ক্লাস ক্যাপ্টেন এতো মজা
না হলে কেউ বোঝে না যা।
ডাস্টার দিয়ে বোর্ড মোছা
মার্কার দিয়ে নাম লেখা,
হোম ওয়ার্ক জমা নেয়া
ক্লাস কপি ফেরত দেয়া।
সিটিপিতে যত কাজ
ক্লাস ক্যাপ্টেন করবে যে আজ,
নামের লিস্ট
কাজের তালিকা,
ধুত্তোরি ছাই এতো ঝামেলা!
আরো আছে বন্ধুত্বের বলি
সেই সাথে অভিযোগের ঝুলি।
দুষ্টুমিকে বাই বলি,
অভিযোগ-মালা গলায় পরি।
এতো সহজ নয় রে ভাই,
ক্লাস ক্যাপ্টেন হওয়া যে তাই।

নাম : আহনাফ জামান
কলেজ নম্বর : ১৮৭৪৪
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : গ (প্রভাতি)

পরীক্ষা

পরীক্ষা তো এসেই গেল
কী যে করি ভাই!
কোনটা ছেড়ে কোনটা পড়ি
ভেবেই আকুল তাই!
সারা বছর দিলাম ফাঁকি
বুঝি এখন মজা!
পরীক্ষাতে করলে খারাপ
পেতেই হবে সাজা!

নাম : কাজী তাওহিদুল ইসলাম
কলেজ নম্বর : ১২৭০৪
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : খ (দিবা)

টিয়া পাখি

টিয়া পাখির ঠোঁটটি লাল
গায়ে টিয়ে রং,
শুনতে লাগে ভারি মিষ্টি
তার কথার ঢং।
খাঁচার ভেতর থাকে সে যে
বন বাদারেও থাকে,
কিচিরমিচির কিচিরমিচির
শব্দ করে ডাকে।
মনে দোলা দিয়ে সে যে
শোনায় মোরে গান,
সবুজ বনে লেজ দুলিয়ে
করে নানান ভান।
সোনার পাখির হয় অভিমান
করি যখন বন্দি,
মুক্ত গগনে উড়তে দিলেই
মোদের হবে সন্ধি।

নাম : কে. এম. শিমুল তাজ
কলেজ নম্বর : ১৩১২৮
শ্রেণি : চতুর্থ, শাখা : খ (দিবা)

প্রার্থনা

প্রার্থনা মোর কবুল কর
ও হে আমার রব,
পিতা-মাতার আগে যেন তুমি আমার সব।
অনেক স্বপ্ন অনেক আশা
রেখেছি বেঁধে বুকে,
শত কষ্টে ধৈর্য দিও-
যেন ভুলে না যাই তোমাকে।
প্রার্থনা আজ তোমার কাছে
করছি আমি ওয়াদা,
শিক্ষক আর গুরুজনকে দিব না কভু ব্যথা।
বিদ্যালয়ের রাখব সুনাম
শান্তি রাখব আগে।

নাম : ওয়ালী হাসান
কলেজ নম্বর : ১২৯৪৬
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : গ (দিবা)

মেঘলা দিন

মেঘলা দিনের মেঘলা আকাশ,
হিম শীতল শান্ত বাতাস,
ক্লান্তি করে দূর।
রিম ঝিম ঝিম মিষ্টি ধ্বনি,
গুড়-গুড় শব্দ শুনি,
যেন লাগছে সুমধুর।
আকাশের মন ভাল নেই,
সারাক্ষণ যাচ্ছে কেঁদেই,
দুঃখ কী তার বুঝি না।
বৃষ্টি ভেজা দিনটা যে বেশ,
ক্লান্তির নেই কোনো রেশ,
অন্যের দুঃখ খুঁজি না।

নাম : আশরাফুল হাওলাদার স্বচ্ছ
কলেজ নম্বর : ১২৭১৩
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : গ (দিবা)

বাবা

যেদিন আমি ছোট ছিলাম
যুবক ছিলেন বাবা।
সেদিনটি আসবে ফিরে
যায় কি তা আজ ভাবা?
বাবার কাছেই হাঁটতে শিখি
শিখি চলা-বলা
সারাটি দিন কাটতো আমার
জড়িয়ে তার গলা।
বাবার হাতেই হাতেখড়ি
প্রথম পড়া-লেখা
বিশ্বটাকে প্রথম আমার
বাবার চোখেই দেখা।
আজকে বাবার চুল পেকেছে
গ্রাস করেছে জরা
তবু বুঝি বাবা থাকলেই
লাগে ভুবন ভরা।
বাবা এখন চশমা পরেন
পার করেছেন ষাট।
আজো তাকে আগের মতোই
অনেক ভালোবাসি।

নাম : মোঃ রাফসান হোসেন
কলেজ নম্বর : ১৮৩৪০
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : খ (দিবা)

মাছরাঙা

মাছ-রাঙা পাখি
করে ডাকা-ডাকি।
পেটে নাই মাছ
তাই খোঁজে গাছ।
বসে মগডালে
মাছ খোঁজে খালে।
যেই দেখে পুঁটি
দেয় ডুব চুটি।
মাছ নিয়ে ঠোঁটে
ঝাঁকি দেয় চোটে
এরপর খায়
জ্বালা মিটে যায়।

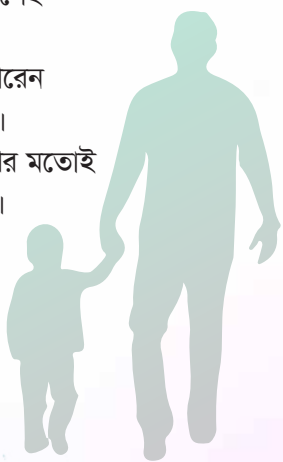

নাম : তাহমিদ জেহান স্বাধীন
কলেজ নম্বর : ১২৭৩৫
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : খ (প্রভাতি)

'মা'

মা, তুমি কি
দু'চোখের অশ্রুবিন্দু,
দিন-রাত টলমল করো?

মা, তুমি কি
বনফুলের পাপড়ি
সারাদিন ঝরে ঝরে পড়ো!

মা, তুমি কি
ধানক্ষেত,
সোনা হয়ে দিকে দিকে বিছিয়ে থাকো!

মা, তুমি কি
দুধ-ভাত,
তিন বেলা আমাদের পাতে ঘন হয়ে থাকো!

মা, তুমি কি
ছোট্ট পুকুর,
আমরা তাতে দিন-রাত সাঁতার কাটি!

মা, তুমি কি
বিশাল সমুদ্র,
যে বিশালতায় আমরা হারিয়ে যাই!

মা, তুমি কি
মহাবিশ্ব
যাতে বিচরণ করি আমরা মুক্ত বিহঙ্গের মতো!

মা, তোমার ক্ষণিকের
অনুপস্থিতি
পুরো পৃথিবী শূন্য মনে হয়

আমার আর ছোটুর মা
আমাদের মা
আমাদের এক পৃথিবী।

নাম : কে. আরাফ আহমেদ ফাইজান
কলেজ নম্বর : ১২৯৫৮
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : খ (দিবা)

আমার বন্ধুরা

টগর গাছে টুনটুনিটা রোজ এসে গান গায়,
কাঠ ঠোকরা কাঁঠাল গাছে তবলা-ডুগি বাজায়।
জবা গাছে পিঁপড়েগুলো হেঁটে চরে বেড়ায়,
লেবু গাছে সবুজ পোকা শুধুই মাথা নাড়ায়।
চড়ুই পাখি এদিক-ওদিক কিচিরমিচির করে,
পায়রাগুলো বকবকিয়ে তিরতিরিয়ে চলে।
সকাল বেলায় পুঁচকে বাগান আনন্দে ঝলমল,
কাক বাবুরা কেবল শুধু খুঁজে বেড়ায় ছল।
খুটুর-খুটুর করে ওরা কেবল কুটো খোঁজে,
বাসা ওদের গড়তে হবে, কেমন করে বোঝে?
ওরা সবাই বন্ধু আমার, আমার সাথেই থাকে,
ঈদে ওদের দেবোই কিছু, বলবো এবার মাকে।

নাম : নাসিরুল ইসলাম
কলেজ নম্বর : ১৭৮৩২
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, শাখা : গ (প্রভাতি)

চেহারা

চেহারা দিয়েছে সৃষ্টিকর্তা আমি তো দায়ী নই
তবু সেটা নিয়ে আমি আজকাল লজ্জায় রাঙা হই।
মানুষের কোনো বিবেচনা নেই ব্যাপারটা অদ্ভূত,
গায়ে পড়ে এসে খুঁজে চেহারার যত খুঁত।
চোখের ভেতরে গুরু গুরু ভাব, আসমান দুই ভুরু
লোকে খুঁত গুলো ধরা এভাবে করে শুরু।
নাকটা কেমন থ্যাবড়া থ্যাবড়া বিশাল নাকের ফুটো
হাতির মত কুলোর মত দু'পাশের কান দুটে।
গায়ের রং টা কেমন কয়লা মতো কালো,
আরো উজ্জ্বল হলে তবেই লাগত ভালো।
কী করে বুঝাই চেহারা খানাতে আমার তো নেই হাত
সৃষ্টিকর্তা ছোট বড় গড়েছে আমার দাঁত।
এ চেহারা নিয়ে বেঁচে থাকার আশা ও ভরসা শেষ
কি করে চেহারা উন্নত হবে খুঁজি সেই উপদেশ।

নাম : বখতিয়ার আল মুয়িয মুনেম
কলেজ নম্বর : ১২০২৭
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : গ (দিবা)

হেরে গেছি

হেরে গেছি আজ আমি
জিতে যাব কাল,
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে;
আমার সুনাম।
যারা আমাকে ঘৃণা করো
করতে থাকো ভাই,
তোমার সাথে তর্ক করার;
কোনো ইচ্ছা নাই।
হার ব্যাপারটা স্বাভাবিক
অস্বাভাবিক নয়,
জীবন হলো হার-জিতের;
মানতে সেটা হয়।
আজ আমি ব্যর্থ
নিজের কারণে,
তোমার কথায় কান দিলে ভাই;
এগোব কী করে।
যেদিন আমি সফল হবো
সুখ আসবে ফিরে,
সেদিন আমি মনে করব
কী ভুল এ জীবনে!
মানুষ মাত্রই ভুল
কথাটি মানতে হয়,
তারপরেও জীবনের ভুল;
নিজেরই শুধরাতে হয়।

নাম : দিপ্ত সরকার দিপ
কলেজ নম্বর : ১২২৪৯
শ্রেণি : দশম, শাখা : ই (দিবা)

মৃত শহর

কাকুতি করিয়া, কাঁদিয়া মরে,
হস্ত জোড়া বিছাইয়া,
প্রদীপ যেন নিভছে মাতার,
কোল শূন্যের তাড়া।
বিধাতার নিকট মানত করিয়া,
ছুটিল শহর পথে,
"বাবা মোর,
কিছু হবে না তোর"
-বলিল জড়িয়ে ধরে।
শহরে আসিয়া, বিবর্ণ তেজ।
নহে কেহ তার,
কড়ি বিনা, ধীরুজ যেন,
হারাইলো তাহার তাল।
"ওহে বিদ্বান তুমি, জ্ঞানী তুমি,
বাঁচাও এর প্রাণ,
একটি মাতার মিনতি রাখো
দেখাও নরত্বের টান। "
শত মিনতি হ্রস্বতর,
কড়ি তাহার চাই।
কড়ি বিনা মাতার মমতার
কোনো অর্ঘ্য নাই।
বিদ্বান রাগিয়া ছাড়িল স্থান,
গেল একটি প্রাণ
কড়ি বিনা নরত্ব যেন,
জীবনহীন শ্মশান।
মৃত শব সামনে রাখিয়া
নির্জীব মাতা ভাবে,
কড়ি বিনা আজ তার মমতা,
চিরনিদ্রায় শুয়ে।
"মৃত এ শহর"-
বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল মাতা,
জ্যান্ত লাশে ভরা এ শহর-প্রথা।

নাম : আফ্‌ফান ইবনে মুজাজ
কলেজ নম্বর : ১১১৬২
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ঘ (দিবা)

সত্যের পথে আমি

সত্যের পথে আমি চলি দ্বিধাহীন,
পাবো না তো শান্তি সত্য বিহীন।

মিথ্যাকে ছুঁড়ে ফেলি দূর অজানায়,
সত্যকে চেপে ধরি বুকের কোনায়।

সত্য করে আমায় প্রভুর অধীন,
মিথ্যা করে আমায় আঁধারে বিলীন।

সত্যের মাঝে পাবো আলো সীমাহীন,
মিথ্যার মাঝে আছে কালো অসীম।

সত্যতে পাবো আমি অতি সম্মান,
মিথ্যাতে পাবো আমি বহু অপমান।

চারিদিকে গেয়ে যাই সত্যের গান,
ধরি নাকো মিথ্যাকে, যায় যদি প্রাণ।

সত্যের পথে শত আসবে বিপদ,
মিথ্যার করি না তবু ইবাদত।

সত্যতে খুশি হয় আকাশ জমিন,
মিথ্যাতে আল্লাহ থাকে খুশিহীন।

নাম : লিসান আহমেদ
কলেজ নম্বর : ১৫৩১৪
শ্রেণি : নবম, শাখা : ঘ (প্রভাতি)

স্বর্গীয় বারান্দা

আমি বসে আছি ডিআরএমসির ছাতার নিচে
প্রকৃতির নির্মল হাওয়া আমার কাছে আসছে ভেসে ভেসে,
মনে হচ্ছে আমি বসে নেই কোনো ছাতার নিচে
যেন বসে আছি কোনো স্বর্গীয় বারান্দায়!

হঠাৎ দেখি আকাশ থেকে নেমে আসছে ঝিরঝির বৃষ্টি,
আহা! মহান সৃষ্টিকর্তার এ কি অপরূপ সৃষ্টি।
ছাতার নিচ থেকে দেখছি আমি দূরের ঐ গাছগুলোকে,
বৃষ্টির শীতল জলে যেন তাদের প্রাণ জুড়াচ্ছে।

আনন্দে ছোট্ট প্রাণিরা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে,
কদম-কেয়ার অস্ফুটিত ফুলগুলো একে একে ফুটছে।
হয়তো ছেড়ে যাবো কোনোদিন এই স্মৃতিময় প্রাঙ্গণ।
কিন্তু ভালোবেসে যাবো আমি এ কলেজকে আজীবন।

নাম : সিরাজুস সালেকিন অনিক
কলেজ নম্বর : ১৯৯৬৩
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : গ (প্রভাতি)

অব্যর্থ

নাইবা হলো স্বপ্ন সফল
দিন যাপনের দিন,
নাইবা পেলাম স্পর্শ তোমার
ভাগ্য সমীচীন।

নাইবা হলো রক্তমিছিল
অশরীরীর গান,
নাইবা পেলাম ভালোবাসা
ঘৃণার সোপান।

হয়তো হলে উষাউদারী
আনন্দেরই ধূপ,
হয়তো পেলাম কষ্ট ভীষণ
বুকেতেই ধুকধুক।

হয়তো হলে আশার আলো
স্ফটিকের আচ্ছাদন,
হয়তো পেলে ব্যর্থ কালো
অরণ্যে রোদন।

নাম : মোঃ ইয়াছিন শেখ হাসান
কলেজ নম্বর : ১৯৬২২
শ্রেণি : নবম, শাখা : চ (প্রভাতি)

বাবাকে উৎসর্গ করলাম

যন্ত্রমানব তুমি,
অনুভূতিগুলো প্রকাশে মানা।
দুটো অক্ষরে সীমাহীন ভালোবাসার জগৎ;
অকিঞ্চিৎ অবান্তর আবদারের, তুমিই তো ঠিকানা।
তুমি আমার সব-
তুমি আমার ভালোবাসা;
তুমি চিরন্তন-
তুমি আগমনীর সুরে শঙ্খের প্রতিধ্বনি
শিশির ভেজা ভোরে হিমের পরশ,
উৎফুল্লতার এক প্রতীক তুমি।
বাবা কত দিন, কত রাত দেখিনা তোমায়
কেউ বলে না তোমার মতো-
"কোথায় খোকা, ওরে,
বুকে আয়।"

নাম : ঋত্বিক গুহ
কলেজ নম্বর : ১৪১৪৬
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : চ (দিবা)

চন্দ্রের নিকট নিবেদন

হে পূর্ণিমা তিথির স্নিগ্ধ জ্যোতিকালয়
নিবেদন করিতেছি জীবনের স্মৃতি; বেদনার পরিচয়।
রজনীগন্ধার মঞ্জুরিতে ভরিছে কাননের ডালা,
হিয়া কোণে আজি উঠিছে কত স্মৃতিচারণের মালা।

চন্দ্রিমার আভায় মল্লিকা বনে ডাকিছে চাতকের দল,
জোনাকি তাহার ঘোমটা খুলিয়া হইয়াছে উজ্জ্বল।
কে বা চাহে মোরে জীবনে মরণে রহিয়াছে কলঙ্ক কত,
বসিয়া দুয়ারে শুধাই আপনার মনে ব্যথা আছে যত।

কুঁড়েঘরে মোর নিভিয়া আসিছে প্রদীপ শিখার আলো,
যৌবনে মোর দীপ্তি পড়ে নাই রূপসী কৃষ্ণ কালো।
রাধারানি ছিল প্রেমে মাতোয়ারা শ্রীহরির যুগল চরণে-
রূপ-লাবণ্য থাক দূরে থাক মধুচন্দ্রিমার এ মিলনে।

আপনার প্রেমে মজিয়াছে কোন মালতী রানির মন,
আকুল হইয়া যাচে আপনার নয়নে দেখিয়া স্বপন।
আপন পরের খেলা বুঝি নাই জগৎ ও সংসারে,
কুল-কাঠের আগুনে হইয়াছে দহন এ হৃদয় মাঝারে।

ধরণী মাঝে কুন্তল মেলিয়া চাহিয়া ঊর্ধ্বপানে,
ঈক্ষণ দ্বারা বহে ধারাপাত দেবালয়ের ধ্বনি শুনে।
হে অমৃতাংশু-
কৌমুদী ছাড়িয়া জীবন করিয়াছেন কুবলয়ের সমতুল্য,
কী করিয়া আমি মিটাইবো আপনার অকৃত্রিমতার মূল্য।

মোর অলিকে অঙ্কিত হউক মালিন্যেরই রেখা
কী করিয়া আমি পাইবো হেথায় অমরাবতীর দেখা?
হৃদয়ের মাঝে কত ব্যথা জাগে মুখে নাহি বলা যায়
মাঝে মাঝে এই বিরহের কথা বুঝিয়া লইতে হয়।

আপনার সাথে রহিয়াছে কত সঙ্গী সাথীর মেলা,
মোর জীবনে রহিয়াছে শুধু কালো আঁধারের ভেলা।
আঁখি দিয়া শুধু কথা হইতেছে নির্জন পরিবেশ,
বিজন মহত্ত্বের মায়ার খেলা হইবে না কভু শেষ।

কত ঋত্বিক পাইলো মুক্তি আপনার চরণ তলে,
মোর মুক্তি হইল না কভু বেদনার দ্বার খুলে।
আপনার প্রদীপ্তে আলোকিত হউক কন্টকপূর্ণ প্রাণ,
আবেদন নহে নিবেদনে আসুক বিরহিত সুরের গান।

পবনদেবতা নিভিয়া ফেলিছে দৃষ্টিকোণের আশা,
আজীবন রহিবে এ মনিকোঠায় মধুমাখা ভালোবাসা।
নিজে হাঁটিয়াছি নিজের পথে পথহারা পথিক সম,
আপনার কিরণে মুছিয়া গিয়াছে কালিমার ত্রাস মম।

তটিনীর প্রবাহ রূপ পাল্টাইয়া হইয়াছে কেমন যেন;
মোর বদনে আপনার রূপ ফুটিয়া ওঠে না কেন?
নিশির আঁধারে থাকিয়া থাকিয়া ভাবের মূর্তি ধরি,
কূলের ঠিকানা খুঁজিয়া পায় না স্বপ্নের বৈতরণী।

কঠিন সময়ে শীতল পরশে নিপাতনে যায় গ্লানি,
দুঃখ-কষ্ট দূরে ফেলিয়া সুখের প্রদীপ জ্বালি।
হে সুধাংশু! আপনারই তরে পাইয়াছি নতুন জীবন
আত্মসমর্পণ করিব আমি যাহা মোর আকুল নিবেদন।

নাম : মোঃ মারুফুল ইসলাম মৌন
কলেজ নম্বর : ১৪০২৪
শ্রেণি : নবম, শাখা : চ (দিবা)

কৌতুক

(১)
শিক্ষক : বলো তো রোম কখন তৈরি হয়েছে?
ছাত্র : স্যার, রাতে।
শিক্ষক : সে কী!
ছাত্র : কেন স্যার আমাদের বইয়ে লেখা আছে যে,
'Rome was not built in a day.'

(২)
একজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার হলে হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠে। অতঃপর শিক্ষক তাকে বললেন, 'তুমি এত জোরে চিৎকার করছ কেনো?'
পরীক্ষার্থী : স্যার, প্রশ্নে লিখা আছে- 'Voice Change' করো, তাই.....

(৩)
এক ছাত্র ক্লাসরুমে ঢোকার সময় তার শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলো- 'June I come in, Sir?' শিক্ষক রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমাকে কতবার না শিখিয়েছি ক্লাসে ঢুকবার সময় বলবে, 'May I come in, Sir?'
ছাত্র : স্যার, আপনি যখন এটা শিখিয়েছিলেন তখন মে মাস ছিল। কিন্তু এখন তো জুন মাস চলছে।

(৪)
জাদুঘরে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন রতন বাবু। জাদুঘরের এক কর্মী তার দিকে ছুটে এলো।
কর্মী : আরে, করছেন কী! করছেন কী!
রতন বাবু : ক্লান্ত লাগছে তাই বসেছি।
কর্মী : আরে ভাই, এটা নবাব সিরাজউদ্দৌলার চেয়ার!
রতন বাবু : ভাই, একটু বসি। সিরাজ ভাই আসলেই উঠে যাবো।

(৫)
এক ব্যক্তি পুলিশের কাছে বলছে-
'স্যার আমার বাসার সবকিছু চুরি হয়ে গেছে। শুধু টিভি চুরি হয়নি।'
পুলিশ : টিভি চুরি হয়নি কেনো?
ব্যক্তি : কারণ সেই সময় আমি টিভি দেখছিলাম।

ধাঁধা

(১)
দুই কূলে জাল ফেলে,
এক কুড়ি দুই জেলে।
মাছ যাদের জালে আসে,
তারা কাঁদে, অন্যরা হাসে।
উ : ফুটবল।

(২) কাকে ডুবে যেতে দেখলেও আমরা কোনো সাহায্য করি না?
উ : সূর্য।

(৩)
আমার মাঝে আছো তুমি,
তোমার মাঝে নেই।
আম্মার মধ্যে আছো কিন্তু,
বাবার মধ্যে নেই।
উ : আ।

(৪) কোন ফুলের নামের শেষে ঠোঁট থাকে?
উ : টিউলিপ।

(৫) চার অক্ষরের নাম তার জলে মাছ ধরে শেষের দুই অক্ষর ছেড়ে দিলে জলে বাস করে।
উ : মাছরাঙা।

নাম : নাসীর মুহাম্মদ মাসরুর
কলেজ নম্বর : ১৩৮৬১
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : খ (দিবা)

সাধারণ জ্ঞান

১) লেবুতে কোন এসিড থাকে?
উ : সাইট্রিক এসিড।

২) কোন প্রাণী মুখ দ্বারা মল ত্যাগ করে?
উ : বাদুড়।

৩) মানব শরীরের সবচেয়ে বড় কোষ কোনটি?
উ : নিউরন।

৪) মানবদেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গ কোনটি?
উ : ত্বক।

৫) জাতীয় শিশু দিবস কত তারিখে?
উ : ১৭ মার্চ।

৬) ঢাকা বিশ্বের কততম মেগাসিটি?
উ : ১১ তম।

৭) কোন দেশ এশিয়া ও ইউরোপ উভয় মহাদেশেই অবস্থিত?
উ : রাশিয়া, তুরস্ক।

৮) গুগলের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উ : ল্যারি পেজ (Larry Page) এবং সার্গেই ব্রিন (Sergey Brin)।

৯) ইন্টারনেট এর জনক কে?
উ : ভিনটন গ্রে সার্ফ (Vinton Gray Cerf)।

১০) মার্ক এলিয়ট জাকারবার্গ কত সালে ও কাদের সহযোগিতায় ফেইসবুক প্রতিষ্ঠা করেন?
উ : ২০০৪ সালে তার তিন সহপাঠীর সহযোগিতায়।

গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি

নাম : ইয়াসির মমিন সামিন
কলেজ নম্বর : ১২০৩১
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, শাখা : গ (দিবা)

ভয়ের রাত

জানুয়ারির ১০ তারিখ। আমি বাবা-মাসহ পাবনায় আমার দাদা বাড়িতে বেড়াতে যাই। আমরা অনেক রাতে দাদা বাড়িতে পৌঁছাই। গ্রামের রাস্তা অনেক অন্ধকার ছিল তাই আমার চাচা টর্চ হাতে করে আমাদেরকে নিয়ে যান। রাস্তায় চাচা বললেন, "আজ অমাবস্যার রাত তো, তাই এতো অন্ধকার।" বাড়িতে পৌঁছানোর পর আমরা সবাই মিলে আমাদের রাতের খাবার শেষ করি। আমি দাদুর ঘরে যাই দাদুর সাথে গল্প করতে। গল্প করতে করতে হঠাৎ চোখ যায় দাদুর আলমারিতে। দেখি আলমারি ভর্তি বই। আমি দাদুকে জিজ্ঞেস করলাম "ভূতের গল্প আছে?" "দাদু বললেন, আছে। তুমি একটা বই নিয়ে পড়তে পারো।" আমি একটা গল্পের বই নিয়ে আমার ঘরে কম্বলের ভিতরে পড়তে শুরু করলাম। চুপচাপ আমি গল্পের বইটি পড়ছিলাম। বইটি ভূতের ছোট ছোট গল্পের বই। বইটি পড়তে ভয়ও লাগছিল, কিন্তু মজাও লাগছিল। বইটি রাখতেই পারছিলাম না। ইচ্ছে করছিল আরও পড়তে কিন্তু তখনই আমার পানির তৃষ্ণা পায়। বইটি ছেড়ে যেতেই ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু আমার তৃষ্ণা সময়ের সাথে বেশি হচ্ছিল। পানি আনার জন্য আমি ডাইনিং রুমে যাই। এ সময় বেসিনের আয়নায় চোখ পড়াতে দেখি আয়নার ভেতর থেকে একটি ছেলে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ভয় পেলাম বলে টেবিল থেকে পানির বোতল নিয়ে তাড়াতাড়ি রুমে চলে আসতে চাইলাম। তখনই টেবিলের নিচে থেকে কালো কিছু দৌড় দিল। আমি খুব ভয় পেলাম। পানি না খেয়েই দৌড়ে চলে এলাম। মনে হলো সেই কালো জিনিসটা আমার পিছনে আসল। আমি ভয়ে কাঁপতে থাকলাম। দ্রুত কম্বলের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। আমার ঘুম আসছিল না। কিছুক্ষণ পর মনে হলো কিছু একটা কম্বলের উপর হাঁটছে। আমি ভয়ে চুপচাপ পড়ে রইলাম। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। তারপর শুরু হলো খাটের নিচে থেকে কটকট, খসখস, মচমচ বিভিন্ন রকমের আওয়াজ। আমি খুব ভয় পেলাম, জোরে চিৎকার করে বাবা-মাকে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হচ্ছিল না। এবার আরও ভয় পেলাম। খাট থেকে দ্রুত নেমে পাশের দাদুর ঘরে গেলাম। হায় আল্লাহ্! দাদুর ঘরের আলমারীর পাশে এটা কী? একটা সাদা কাপড়ে মোড়ানো মানুষ শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো পা নাই। অল্প আলোতে কোন দিকে দৌড় দিয়েছি ঠিক নাই। তারপর কিছু একটায় আঘাত লেগে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালাম। জ্ঞান ফিরে দেখলাম আমার চারদিকে দাদা-দাদি, বাবা-মা ও ছোট চাচা সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে। আমি সব বললাম। আমার কথা শুনে সবাই হাসতে শুরু করল। ছোট চাচা আমাকে হাত ধরে বলল আয়। খাটের নিচে টর্চ মেরে বলল দেখ। আমি ভয়ে ভয়ে খাটের নিচে তাকিয়ে দেখি একটা কালো বিড়াল মাছের কাঁটা খাচ্ছে। চাচা বলল, "ওই বিড়ালটাই টেবিলের নিচে ছিল আর ওই তোর কম্বলের উপর হেঁটেছে। তাহলে আয়নায় ওটা কে ছিল? মা বললেন, "অন্ধকারের মধ্যে আয়নায় তাকালে তো তুই নিজেকেই দেখবি।" তাহলে দাদুর ঘরের ভূত! দাদু বলল আয় আমার সাথে দেখ। সবার সাথে দাদুর ঘরে ঢুকলাম। দেখি আলমারির পাশে ভূতটা এখনও আছে। আমি বললাম ঐ দেখ। বাবা ঘরের লাইট জ্বালালো এবং দেখি এটা দাদুর সাদা পাঞ্জাবী হেঙ্গারে ঝুলছে। সবাই আরও জোরে হাসতে লাগল। আমি এবার লজ্জা পেলাম।

নাম : ঐন্দ্রনীল দাস (নিসর্গ)
কলেজ নম্বর : ১৪৪৮৯
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : খ (দিবা)

স্মৃতির পাতায় ২০২২

এখনো যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার জীবনের এখন পর্যন্ত কোন সালটি সবচেয়ে স্মরণীয়? আমি নির্দ্বিধায় উত্তর দেব: ২০২২। সালের প্রথম দিন ছিল বই বিতরণ উৎসব। যেহেতু ২০২১-এ করোনার সময় অনলাইনে পরীক্ষা দিয়ে আমি প্রথম হই, তাই আমাকে বই বিতরণ উৎসব-এ ডাকা হয়। আমি প্রতি বছরই ১ম স্থান অর্জন করে বই বিতরণ উৎসবে যাই, তবে ২০২২ এর উৎসবটা কেমন যেন খুব অদ্ভুত লাগছিল। ভাবছিলাম, আবার স্কুল খুলবে, বন্ধুরা সবাই একসাথে ক্লাস করব। কয়েকদিন পর থেকে ক্লাস শুরু হয়। আমরা প্রায় সবাই ক্লাসে আসি। নতুন বই, কী আনন্দ! যদিও ২০২১-এর শেষের দিকে কয়েকমাস স্কুল খুলে দেওয়া হয় তাও সবাই স্কুলে আসত না। এক বেঞ্চে এক জন বসতাম। এখন আমরা আবার একসঙ্গে ক্লাস করব। বন্ধুরা পাশাপাশি বসব। এভাবে আনন্দে জানুয়ারি মাসের সমাপ্তি ঘটলো। ফেব্রুয়ারি মাসে ঘটে যায় অঘটন। আবার লকডাউন দিয়ে দেয় সরকার, কারণ করোনা আবার বেড়ে যায়। আবার শুরু হলো অনলাইন ক্লাস। কয়েকদিন পর স্কুল খুললে সামনে আসে সিটি পরীক্ষা। অফলাইনে পরীক্ষা হবে। এই আমি এক ট্রমার মধ্যে চলে যাই। টানা ২ বছর কোনোও পরীক্ষা দিই নাই। অভ্যাস চলে গেছে। কয়েকদিন পর খবর পাই পরীক্ষা বাতিল। তখন একটু খুশি হলেও খুশি বেশি দিন টেকেনি। সামনে অর্ধবার্ষিক, নতুন নতুন সৃজনশীল লেখা শিখেছি। আমি প্রথম হব তো? মাথায় বারবার একই চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে। আমার ট্রমা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তখন ছিল মে মাস। শিক্ষা সপ্তাহের ডাক আসলো স্কুল থেকে। আমি কবিতায় নাম দিই। গানে নাম দিই নাই কারণ সবে আমার ভয়েস চেঞ্জ শুরু হয়েছে। গান গাইতেই পারতাম না। কবিতায় থানা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ হই। মন খুশি হলেও ট্রমা রয়েই যায়। ঢাকা মহানগরীতে গিয়েও আমি প্রথম হই। তখন আমি নিজেই অবাক! ৭ম, ৮ম শ্রেণির এত ভাইয়া, আপুদের হারিয়ে আমি প্রথম! এরপর পরীক্ষা শুরু হলো। এর আগে আমি ডাক্তার থেকে শুরু করে অনেককেই দেখালাম কিন্তু ট্রমা থেকে বের হতে পারলাম না। প্রতিদিন যেন এক এক বছর মনে হতো। ঠিক পরীক্ষার আগের দিন আমি ডাক্তারের কাছে যাই। উনি আমাকে বলেন, "তুমি তো ফার্স্ট বয়। আবারও তুমি ফার্স্ট বয় হবে। তুমি যখন পরীক্ষায় বসবে তখন তোমার সবকিছু মনে পড়ে যাবে। তুমি সব লিখতে পারবে। মানুষ ভুললেও মানুষের মাথা জরুরি সময়ে সব মনে করিয়ে দেয়।" এই কথা শুনে মনোবল খুঁজে পেলাম। প্রথম পরীক্ষা বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়। মা খুব যত্ন সহকারে আমাকে সব পড়িয়ে দিলেন। পরের দিন পরীক্ষায় সব পারলাম। তখন আস্তে আস্তে ট্রমা থেকে বের হতে লাগলাম। ধর্ম পরীক্ষার আগের দিন জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা হলো। সারা বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগের শ্রেষ্ঠরা এসেছিল। এইখানে কবিতায় সবাই খুবই এক্সপ্রেরিয়েন্সড ছিল। আমি ছিলাম সবচেয়ে কম এক্সপ্রেরিয়েন্সড। সবার কবিতা বলা শেষ হলে বিচারকমণ্ডলী রেজাল্ট বললেন। আমি সমগ্র বাংলাদেশে কবিতা আবৃত্তিতে সেরা তিন জনের মধ্যে ২য় স্থান অর্জন করলাম। আমি ভাবতেও পারিনি আমি সমগ্র বাংলাদেশে ২য় হব। এরপর এক বিরতির পর একজন বিচারক স্যার আমাকে ডেকে বলেন, "তোমার কবিতা আবৃত্তি আজকের সেরা কবিতা আবৃত্তি হয়েছে। অন্য বিচারকেরা তোমার কবিতার অঙ্গভঙ্গি বুঝতে পারেনি। আমি তোমাকে আমার জীবনের সবচেয়ে বেশি মার্ক দিয়েছি।" তিনি আরও বলেন, "তোমাকে কবিতা শিখায় কে?" আমি গর্বের সঙ্গে উত্তর দিই, "আমার মা।" আমি সত্যিই আমার মার প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকব। পরের দিন ধর্ম পরীক্ষাও খুব ভালো হয়। পরীক্ষা শেষের সাথে সাথে আমার ট্রমার অবসান ঘটে। রেজাল্টের দিন দেখি আমি দুই শিফটের মধ্যে প্রথম হয়েছি। তখন আমার সেই ডাক্তার আন্টির কথা খুব মনে পড়ছিল। পরবর্তীতে কয়েকদিন পর এক NGO থেকে আমাকে সম্মাননা দেয়া হয়। আমি তখন সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী ছিলাম। পরবর্তীতে বার্ষিক পরীক্ষায়ও আমি দুই শিফটের মধ্যে প্রথম হই।

করোনা আসলে সবার জীবনের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। করোনা আমাকে বাঁচতে শিখিয়েছে, দুঃখের সময় হাসি-খুশি থাকতে শিখিয়েছে। সত্যিই ২০২২ আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বছর হয়ে থাকবে।

নাম : জারিফ চৌধুরী
কলেজ নম্বর : ১৬২৩৩
শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : গ (প্রভাতি)

রং এবং মানব মন

আপনি কি হলুদ রঙের ঘরে উদ্বিগ্ন বোধ করেন? নীল রঙ কি আপনাকে প্রশান্তি যোগায়? আসলে আমরা যখন কোথাও অবস্থান করি বা কোনো রঙের পোশাক পরি তার প্রভাব আমাদের মনের ওপর পড়ে। চিত্রশিল্পী, ইন্টেরিয়র ডিজাইনাররা বিশ্বাস করেন মানুষের মেজাজ, অনুভূতি, আবেগের ওপর রঙের প্রভাব অনেক বেশি। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসোর মতে, "রঙের একটি বৈশিষ্ট্য: তা মানুষের আবেগ পরিবর্তন করে।" রঙের সাথে মানুষের এই মানসিক ও আবেগীয় যোগসূত্রকে রঙের মনোবিজ্ঞান (Colour Psychology) বলে। বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ কার্ল ইয়ং তাঁর রোগীদের চিকিৎসা দেওয়ার সময় আর্ট থেরাপি বা বিভিন্ন রঙের ব্যবহার করতেন। তাঁর মতে, রঙের মাধ্যমে একজন মানুষের মনের গভীর বিষয়গুলো সহজে বোঝা যায়। ব্যক্তি যে রং বাছাই করে, সেটির মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্ব অনেকখানি ফুটে ওঠে। যেমন একজন অন্তর্মুখী (Introvert) মানুষের পছন্দ নীল রঙ এবং একজন বহির্মুখী (Extrovert) মানুষের পছন্দ নীল রঙ। প্রাচীন মিসর ও চীনে সুস্থতার জন্য ক্রোমোথেরাপি বা রঙের ব্যবহার করা হতো। এখনো অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যবহার আছে। এ থেরাপিতে বিভিন্ন রং বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন শরীর ও মনকে উদ্দীপ্ত করতে এবং রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে লাল রং, স্নায়ুকে উদ্দীপ্ত করতে ও স্নিগ্ধ-সতেজ ভাব আনতে হলুদ রং, শ্বাসযন্ত্রের নিরাময় ও কর্মশক্তি বাড়ানোর জন্য কমলা রং, ব্যথা কমাতে নীল রং এবং ত্বকের সমস্যা নিরাময়ের জন্য বেগুনি রং ব্যবহৃত হয়।

রং এবং বিজ্ঞান :

আলো কোনো বস্তুর ওপর প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে সেই বস্তুকে দেখতে সাহায্য করে। কোনো বস্তুর ওপর আলো পড়লে যদি বস্তুটি আলোর সব তরঙ্গদৈর্ঘ্য শোষণ করে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের একটি তরঙ্গ-শোষণ না করে প্রতিফলিত করে দেয়, তাহলে আমরা বস্তুটিকে সেই তরঙ্গ দ্বারা সৃষ্ট রঙে দেখি। ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের রং আলাদা। সহজ করে বলতে গেলে, লাল গোলাপে যখন আলো পড়ে, তখন গোলাপের পৃষ্ঠটি লাল ছাড়া অন্য সব দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ-কে শোষণ করে নেয় এবং লাল রঙের তরঙ্গগুলো প্রতিফলিত করে দেয়। তাই আমরা লাল গোলাপকে লাল দেখি। ১৬৬৬ সালে বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন এই বিষয়গুলো আবিষ্কার করেন।

মানসিকতা পরিবর্তনে রং :

কালো : জার্মান বিজ্ঞানী হারমান ভন হেলমজের মতে, "কালো হচ্ছে একটি সত্যিকারের অনুভূতি, কারণ এটি সম্পূর্ণ অনুভব করা যায় অন্ধকারেই।" কালো রঙের বেশ কয়েকটি প্রতীকী অর্থ রয়েছে। যেমন: মৃত্যু, শোক, দুঃখ, জটিলতা বোঝাতে কালো রং ব্যবহৃত হয়। মূলত নেতিবাচকতা বোঝাতে কালো রং ব্যবহৃত হয়।

সাদা : সাদাকে শুভ্রতা ও পবিত্রতার চিহ্ন বলা হয়। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে সাদা রং জড়িয়ে আছে বিয়ে, হাসপাতাল ও স্বর্গদূতদের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা আর প্রশান্তির সঙ্গে। ডিজাইনাররা রুমকে বড় দেখাতে সাদা রং ব্যবহার করেন। এছাড়াও অনেকের কাছে সাদা রং মানে পরিচ্ছন্নতা ও সরলতা।

লাল : কালার সাইক্লোজিতে লাল রংকে সবচেয়ে শক্তিশালী মানা হয়। আবেগ, ভালোবাসা, ক্ষমতা, রাগ প্রকাশ করা হয় লাল রঙের মাধ্যমে। বিপদ বোঝাতে লাল রং ব্যবহৃত হয়। আশেপাশে লাল রঙের প্রাধান্য থাকলে ব্লাড প্রেশার বা মেটাবলিজম বাড়াতে পারে। মেটাবলিজম বাড়াতে বেশিরভাগ রেস্টুরেন্টে লাল রংকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। আবেগ, ভালোবাসা, চাহিদা বোঝাতেও লাল রং ব্যবহৃত হয়।

নীল : নীল রংকে প্রশান্তির রং বলা হয়। বিষাদ বা উদাসীনতার রংও নীল। পালস রেট বা শরীরের তাপমাত্রা কমাতে নীল রং ব্যবহার করা হয়।

সবুজ : সবুজ রংকে বলা হয় সতেজতা, সৌভাগ্য, সুস্বাস্থ্য আর প্রশান্তির রং। গবেষণা মতে, সবুজ রং বই পড়ার দক্ষতাকেও বাড়ায়। দুশ্চিন্তা কমাতে ও ব্যথা সারাতে সবুজের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এজন্য টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলোতে অতিথিরা 'গ্রিন রুম'-এ শুটিং-এর আগে অবস্থান করে।

হলুদ : হলুদ রঙের বেশিরভাগ ব্যবহার হয় আকর্ষণ করার জন্য, যেমন: ট্রাফিক সিগন্যাল বা বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে। তবে কাজের ক্ষেত্রে হলুদ রং বেশি ব্যবহৃত হলে চোখের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। মেটাবলিজম কমে যেতে পারে এ রঙের কারণে।

বেগুনি : বেগুনিকে বলা হয় আভিজাত্য আর সামর্থ্যের রং। প্রকৃতিতে সরাসরি এ রং মেলে না বলে এটি তৈরিতে খরচ কিছুটা বেশি হয়। আধ্যাত্মিকতা ও বুদ্ধিমত্তার রংও বেগুনি।

কমলা : কমলা কর্মশক্তিতে পূর্ণ একটি রং। উত্তেজনা, উৎসাহ এবং উষ্ণতার রং কমলা। খেলাধুলার ক্ষেত্রে বিশেষ করে পোশাক, মাস্কট আর ব্র্যান্ডিংয়ে কমলার ব্যবহার বেশি।

গোলাপি : গোলাপিকে বলা হয় ভালোবাসা ও প্রেমের রং। শিশুরা স্বচ্ছ মনের বলে তাদের জন্যও গোলাপির ব্যবহার বেশি। গোলাপি রংকে প্রশান্তির রংও বলা হয়।

নাম : আয়ান মাশরুর খান
কলেজ নম্বর : ১০২৮৮
শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : ডি (দিবা)

মুজিবনগর ভ্রমণ

বিশাল এক বাগান। বাগান বললে ভুল হয়, ঘন জঙ্গল বলা যেতে পারে। চারিদিকে বিশাল আম গাছ। এত মানুষ যে পুরো এলাকা একটা গমগমে ভাব। কিছু বিদেশি সাংবাদিকরা গোপনে আসল। তারা অধীর উদগ্রীবে চেয়ে আছে বিস্ময়ে বাংলাদেশের প্রথম সরকার দেখতে। বিশাল এক আম গাছ দিয়ে তৈরি হয়েছে তোরণ। তোরণে লেখা "WELCOME JOY BANGLA", "স্বাগতম জয় বাংলা"। প্রথমে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাংলদেশের সদ্য জন্ম নেওয়া মুজিবনগর সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী (অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী), এ.এইচ. এম. কামারুজ্জামান (স্বরাষ্ট্র এবং ত্রান ও পুনর্বাসন মন্ত্রী) প্রমুখ বরেণ্য মানুষগণ। উপস্থিত সকল বাঙালি ভাইদের মুখে একটাই স্লোগান।

" তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব! শেখ মুজিব!
বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো জয়বাংলা!"

সবার মুখে স্পষ্ট যে, জীবন দিয়ে হলেও এ দেশ স্বাধীন করতে হবে। তারা সকলে সর্বস্ব দিয়ে লড়তে প্রস্তুত যা তাদের মুখে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। হ্যাঁ, বলছি মেহেরপুরের মুজিবনগরের আমবাগানের ১৯৭১ সালের ১৭ ই এপ্রিল এর কথা। এবার, বর্তমানে আসা যাক। স্বাধীনতার ৪৯ বছর পর ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে মুজিবনগরে (তৎকালীন বৈদ্যনাথ তলায়) দাঁড়িয়ে যেন সেইসব ভাসছে আমার চোখের সামনে। মনে হচ্ছে, আমিও যেন ৪৯ বছর আগের দিনটিতে ফিরে গেছি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হওয়া মহান মুক্তিযুদ্ধ, তার কারাগারে থাকার সময় তার অবর্তমানে তাকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে গঠিত হয় মহান মুজিবনগর সরকার যা বাংলাদেশের প্রথম সরকার। এই সরকারের সঠিক নেতৃত্বে মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় দল মত নির্বিশেষে সকল পেশাজীবীর বাঙালি একসাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মিত্রবাহিনীর অসামান্য অবদানে মাত্র ৯ মাসে বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন হয়। ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর আগমনে এই স্বাধীনতা পূর্ণতা পায়। তাছাড়া সেখানকার স্মৃতিসৌধ তাদের অসামান্য অবদান স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মৃতিসৌধের মাঝখানে চারকোণা বিশিষ্ট লাল মঞ্চ যা সূর্য এর মত দেখতে। যেন মনে হয়, নতুন একটি সূর্য চারিদিকে তার কিরণ ছড়াচ্ছে। এর চার পাশে ডানে বামে অনেক স্মৃতিস্তম্ভ আছে। তাছাড়া নতুন তৈরি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের অনেক ঘটনা স্মৃতি জড়িত ভাস্কর্য। যেমন বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য, ১৯৭১ সালে পাক বাহিনী কর্তৃক ঘরে আগুন দেওয়া, বধ্যভূমিতে হত্যা করা চার নেতাসহ ইত্যাদি ঘটনার বা ব্যক্তিবর্গের ভাস্কর্য। একটি মঞ্চের মত চারিদিক দিয়ে ঘেরা (অনেকটা স্টেডিয়ামের আকৃতি) এর ভিতরে রয়েছে সবুজ শ্যামল বাংলাদেশের বিশাল মানচিত্র। সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার থেকে পুরো বাংলাদেশকে খুব সুন্দর করে দেখা যায়। নিজেকে আমার এত ভাগ্যবান মনে হয় যে, আমার এই মহান স্থান দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

নাম : মুশফিকুর রহমান খান শায়ান
কলেজ নম্বর : ২০৬৩৬
শ্রেণি : নবম, শাখা : গ (প্রভাতি)

মহামূল্যবান টাকা

টাকা কী? টাকার সৃষ্টি কোথায়? কেনই বা টাকার সৃষ্টি হয়েছিল? কেউ কি বলতে পারবে?

'টাকা কী?' কাউকে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে, টাকা হলো এমন একটি ব্যবহারকৃত ও তৈরিকৃত কাগজ যা ক্রয়-বিক্রয়, বাণিজ্য বিস্তার, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের উপাদান।

আক্ষরিকভাবে ও বাস্তব জীবনে এটি সত্য হলেও টাকার মূল অর্থ হলো 'খাদ্য'। কেননা খাদ্য ছাড়া মানুষও বাঁচে না।

আর এ কারণেই অপারগ হয়ে তাকে করতে হয় চুরি। লিপ্ত হতে হয় বিভিন্ন অনৈতিক ও খারাপ কাজকর্মে। শুধু টাকার জন্য নষ্ট হয় অসংখ্য জীবন। নষ্ট হয় অনেকের দুনিয়ার জীবন ও আখিরাত বা পরকালের জীবন।

পৃথিবীতে মানুষ করতে পারে না এমন কোনো কাজ নেই। মানুষের উর্ধ্বে কিছুই নেই, কিন্তু মানুষের উর্ধ্বে আছে মানুষের তৈরি টাকা। আজকের মানুষ এবং পূর্বের মানুষ সকলেই ছিল টাকার দাস। টাকার পিছনে তারা দৌড়াতেন। এখনো টাকার পেছনেই দৌড়ান। যুগের পর যুগ চলে যাবে, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যাবে, কিন্তু টাকার দাসত্ব মানুষ আজীবনই করতে থাকবে। এটি একটি জিনিস যার উর্ধ্বে মানুষ কখনো যেতে পারবে না।

টাকা যেমন সুখের সাগরে মানুষকে ভাসিয়ে তোলে, টাকা তেমন কষ্টের সাগরেও মানুষকে ডুবিয়ে দেয়। যার অনেক টাকা আছে, সে আরও অনেক টাকা চায়। ফলে সে গরিব-দুঃখী মানুষের টাকা ছিনতাই করে; যার ফলে তার জীবনে কখনো সুখ মেলে না।

আগে মানুষে মানুষের সম্পর্ক হতো আত্মীয় ও ভ্রাতৃত্ব দ্বারা; কিন্তু আজ মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক হয় টাকার দ্বারা। টাকা থাকলে সে হয় মায়ের ভালো ছেলে, বাবার গর্ব, আত্মীয়-স্বজনের অহংকার ও বন্ধু-বান্ধবের শক্তি। কিন্তু টাকা নেই অর্থাৎ, তার জীবনে কিছুই নেই। টাকা ছাড়া তার জীবন মূল্যহীন।

নাম : আরাফ ইকবাল
কলেজ নম্বর : ৯৪৭০
শ্রেণি : নবম, শাখা : গ (দিবা)

অনুপ্রেরণামূলক গল্প : আত্মবিশ্বাস

এক ব্যক্তি একটা হাতির ক্যাম্পের কাছ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন যেখানে ছোটো-বড় নানান আকারের হাতি দড়ি ও শেকল দিয়ে বাঁধা ছিল। তিনি দেখলেন অনেক বড় বড় হাতি শুধুমাত্র একটা দড়ি দিয়েই বাঁধা আছে। তারা ইচ্ছে করলেই সেই দড়িগুলি অনায়াসেই ছিঁড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু তারা সেই দড়িগুলি ছেঁড়ার কোনো চেষ্টাই করছে না। আবার সেই বড় হাতিগুলোর পাশেই দুটি ছোট হাতিকে সেই একই রকম দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। কিন্তু তারা সেই দড়িগুলো ছেড়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু তারা বরাবরই ব্যর্থ হচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখে কৌতূহলবশত সেই ব্যক্তিটি, হাতিগুলোর পরিচালকের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা আপনারা যে এত বড় বড় হাতিগুলোকে শুধুমাত্র একটি দড়ি দিয়েই বেঁধে রেখেছেন, কই এরা তো কেউই পালিয়ে যাচ্ছে না বা পালানোর চেষ্টা করছে না। তবে তাদের পাশের ছোট্ট হাতি দুটোকে দেখছি আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যাওয়ার !"

তখন পরিচালক বললেন, "এই যে ছোট্ট হাতি দুটোকে দেখছেন এদের নতুন আনা হয়েছে। আর এই দড়িটা কিন্তু এই ছোট্ট হাতিগুলোকে বেঁধে রাখার জন্য মজবুত। তাই এরা যতই চেষ্টা চালাক না কেন, এরা এই দড়িকে ছিঁড়তে পারবে না। আর অনেক চেষ্টা করার পরেও যখন এরা দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে পারে না। তখন এরা বিশ্বাস করে নেয় যে এদের পক্ষে এই দড়ি ছেঁড়া অসম্ভব, তাই এরা বড় হয়েও আর এই দড়িটি ছেঁড়ার কোনো চেষ্টাই করে না। কিন্তু বড় হাতিদের ক্ষেত্রে এই দড়িটা ছেঁড়া একটা সামান্য ব্যাপার। কিন্তু এরা এখনও মনে করে যে এই দড়িটা ছেঁড়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমরা জীবনে চলার পথে এই হাতিদের মতই ভুল করে থাকি। অনেক সময় আমরা কোনো কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে যাই এবং পুনরায় আর সেই কাজটি করার চেষ্টা করি না। হয়তো পরে আমরা অনেক উপযুক্ত হয়ে গেছি সেই কাজটি করার জন্য। কিন্তু তবুও আমরা আর চেষ্টা করি না, এটা ভেবে যে ওই কাজটা আর আমাদের দ্বারা হবে না। তাই কখনো নিজের উপর আত্মবিশ্বাস হারানো উচিত নয়। আর চেষ্টা সে তো অবশ্যই করতে হবে। কারণ পরিশ্রমীর পরিশ্রম কোনোদিনও বিফলে যায় না। আপনি যখন বিশ্বাস করবেন যে, আপনি পারবেন, তখনি আপনি পারবেন।

আত্মবিশ্বাস হলো গভীর জঙ্গলে
ছোট্ট টর্চের মত, এতে পুরোটা
আলোকিত হয় না কিন্তু যথেষ্ট আলো দেয়
যাতে নির্বিঘ্নে নিরাপদে পৌঁছানো যায়।

- থিওডোর রুজভেল্ট

নাম : সিয়ামুন হাসান স্মরণ
কলেজ নম্বর : ১২৭৮১
শ্রেণি : নবম, শাখা : চ (প্রভাতি)

বিগত ৫০ বছর মানুষ চাঁদে যায়নি কেনো?

১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই। মানবজাতির জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। যে চাঁদের কথা এতদিন শুধু শোনা গেছে গল্প, কবিতায় সেখানে পৌঁছে গেছে মানুষ। মার্কিন দুই নভোচারী নীল আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন প্রথমবারের মতো পা রেখেছেন চাঁদের মাটিতে। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত চলে চন্দ্রাভিযান। ৬টি মিশনে মোট ১২ নভোচারীকে চাঁদে পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এরপর কেটে গেছে প্রায় ৫০ বছর। এ সময় আর কোনো নভোচারী চাঁদে যায়নি।

প্রশ্ন হলো, কেন?

এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো, এখন আর চাঁদে মানুষ পাঠানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধ। এই যুদ্ধে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করে চন্দ্রাভিযান। ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'স্পুটনিক ১' উৎক্ষেপণ করে। চার বছর পর, ১৯৬১ সালে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ইউরি গ্যাগারিনকে পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠায় তারা। যুক্তরাষ্ট্র তখনও তেমন কিছু করতে পারেনি। তাই তাদের দরকার ছিল একটি বড় জয়। সেই জয়ের লক্ষ্য হিসেবে তারা বেছে নেয় অধরা চাঁদকে। বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে চাঁদে মানুষ পাঠায়। যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সব দেশই চাঁদে মানুষ পাঠানোর আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। কেন?

কারণ, চাঁদে মানুষ পাঠানোর চেয়ে রোবট পাঠানোর খরচ কম। এতে সময়ও বাঁচে। তাছাড়া রোবটকে বছর এর পর বছর প্রশিক্ষণ দিতে হয় না। নেই খাবারের বাড়তি ঝামেলা। আর অ্যাপোলো মিশনের নভোচারীরা চাঁদে গিয়ে যে ধরনের গবেষণা করেছেন ও নমুনা সংগ্রহ করেছেন, তা এখন রোবটই করতে পারে। তাই মানুষ পাঠিয়ে বাড়তি অর্থ খরচ করার কোনো প্রয়োজন নেই। গবেষণার প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপানসহ নানা দেশ এখন সে কাজ সারে রোবটের মাধ্যমে।

স্নায়ুযুদ্ধের সময়, অর্থাৎ ১৯৬০ এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক ফেডারেল বাজেটের চার শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয় নাসার জন্য। সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিযোগিতায় হারানোর লক্ষ্যেই এত বাজেট। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশে। অর্থাৎ এখন আর সেই বাজেট নেই।

কথা হলো, তাহলে এতদিন পর এখন কেন আবার চাঁদে মানুষ পাঠাতে চায় নাসা?

এর কারণ দুটি। মঙ্গলে যাওয়ার পথ সুগম করা এবং চাঁদের অন্ধকার অংশ সম্পর্কে জানা। চাঁদের অন্ধকার অংশ বা দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। কারণ, চাঁদ ও পৃথিবী টাইডাল লকের মাধ্যমে আবদ্ধ। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে চাঁদের একটি পাশ দেখা যায়। সূর্যের আলোও চাঁদের এ পাশে, অর্থাৎ উত্তর মেরুতে পড়ে। তাই অন্য পাশ, অর্থাৎ দক্ষিণ মেরু ডুবে থাকে অন্ধকারে।

মূলত মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার লক্ষ্যে চাঁদে মানুষ পাঠানোর এ প্রচেষ্টা নাসা শুরু করে ২০০৫ সালে। অনেক বাঁধা বিপত্তি পেরিয়ে সেই মিশনই আজকের 'আর্টেমিস' প্রকল্প।

ইতোমধ্যে নভোচারীহীন 'আর্টেমিস ১' মিশন সফল হয়েছে। পরবর্তী পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৪ সালের নভেম্বর 'আর্টেমিস ২' উৎক্ষেপণ করা হবে। সেখানে থাকবেন চার নভোচারী। তাঁরা চাঁদের কক্ষপথে ঘুরে আবার ফিরবেন পৃথিবীতে। এরপর 'আর্টেমিস ৩' মিশনে মানুষ চাঁদে নামবে। ঐ মিশনে একজন নারী নভোচারীও থাকবেন। তারপর পরবর্তী অভিযাত্রায় মানুষ ছুটবে মঙ্গলে। আশা করা যায়, ২০৪০ সালের মধ্যে মানুষের পা পড়বে লাল গ্রহ মঙ্গলে।

নাম : এ. কে. এম. শাহারিয়ার ইফাত
কলেজ নম্বর : ২০৩৩৪
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ক (প্রভাতি)

প্রিয় গল্পের বই...

'বইয়ের মতো এত বিশ্বস্ত বন্ধু আর নেই'- আর্নেস্ট হেমিংওয়ের এই বিখ্যাত উক্তিটিকে মিথ্যা প্রমাণ করে দেয় প্রত্যেক ব্যক্তির ছাত্র-জীবন। ছাত্র-জীবনে বইয়ের থেকে তেতো আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু আমার এই মতবাদকেও মিথ্যে প্রমাণ করে দেয় কোনো ব্যক্তি যদি তার প্রিয় লেখকের প্রিয় বইগুলো পড়ে। তা হতে পারে উপন্যাসের বই, গল্পের বই, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী, কবিতার বই কিংবা গোয়েন্দা গল্পের বই। তবে আমার পছন্দের তালিকায় সর্বপ্রথম যে বইগুলো থাকবে তা হবে অবশ্যই গোয়েন্দা গল্পের বই। যেমন: প্রথমেই থাকবে পৃথিবীর প্রথম গোয়েন্দা গল্পের স্রষ্টা অ্যামেল গ্যাভরিয়োর বই। মূলত তার হাত ধরেই পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভাব হয় বইয়ের পাতায় গোয়েন্দা চরিত্রের। তাঁর গল্প পুরো পৃথিবীজুড়ে অতোটা জনপ্রিয়তা লাভ না করতে পারলেও ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয় স্যার ডাঃ আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোমস সমগ্র। তিনি ডাক্তারি পড়াকালীন সৃষ্টি করেন শার্লক হোমস চরিত্রের। তখনকার সময়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে শার্লক হোমস চরিত্রটি। পাঠকের কাছে প্রিয় গোয়েন্দা চরিত্র শার্লক হোমস। এরই হাত ধরে ১৯৩২ সালের দিকে সৃষ্টি হয় শরবিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ, বাংলার প্রথম গোয়েন্দা চরিত্র। বাংলায় গোয়েন্দা চরিত্রের আবির্ভাব হওয়ার পর থেকে পর্যায়ক্রমে আবির্ভাব হতে থাকে আরও কিছু বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র। ১৯৬৫ সালে লিখিত হয় সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সমগ্র। তার আরও দুটি বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্রের মধ্যে রয়েছে প্রফেসর শঙ্কু ও তারিনী খুড়ো। তারপর থেকে বাংলায় গোয়েন্দা গল্পের প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে আসতে থাকে সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের কর্ণেল সমগ্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু সমগ্র, শেখ আবদুল হাকিমের মাসুদ রানাসহ আরও অসংখ্য গোয়েন্দা চরিত্র। তাদের রহস্য সমাধান করার কৌশল, গোয়েন্দাদের ব্যক্তিত্ব, তাদের কাল্পনিক জীবনযাত্রা মন কাড়ে গোয়েন্দা গল্পের পাঠকদের। প্রতিজন গোয়েন্দার চরিত্রকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য লেখক প্রত্যেক গোয়েন্দার সাথে সৃষ্টি করেছেন সহায়ক চরিত্রের। যেমন: ফেলুদার তপসে, শার্লক হোমসের ওয়াটসন, ব্যোমকেশের অজিত, কর্ণেলের সাংবাদিক জয়ন্ত, কাকাবাবুর সন্তু। এদের সৃষ্টি না হলে হয়তো কোনো গোয়েন্দা চরিত্রেরই সৃষ্টি হতো না। বইয়ের জনপ্রিয়তার কথা তো বললাম, এখন বলি আমার কাছে এগুলো কী করে এতো প্রিয় হয়ে উঠল বা আমার জীবনে এদের পাঠ শুরুই বা কবে থেকে। একটা সময়ে এ পৃথিবীটা পুরোপুরি ছুটির সময় ছিল। স্বভাবতই সেই সময়টা ছিল COVID-19 এর সময়। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তখন তালা। পুরো পৃথিবী তখন ঘরবন্দি। আমি তখন অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছিলাম। একদিন সকালে আমার পড়ার ঘরের বুক সেল্‌ফ থেকে ধুলো জড়ানো কিছু বই বের করলাম। বলে রাখা ভালো এর আগে কখোনো পাঠ্যবইয়ের বাইরে কোনো বই পড়িনি। যেহেতু বন্ধের সময় ছিল, তাই কিছু বই পড়ার কৌতূহল হলো। ধুলোবালি পরিষ্কার করে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলাম সেই বইগুলো। দেখলাম বইগুলো আমার বড় ভাইয়ের এবং বেশিরভাগই গোয়েন্দা উপন্যাসের বই। তখন থেকে আস্তে আস্তে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠতে লাগল। মুগ্ধ হয়ে গেলাম গোয়েন্দা উপন্যাসের প্রতি। বিখ্যাত গ্রন্থগুলো যেমন মুগ্ধ করেছে অসংখ্য পাঠককে, তেমনি মুগ্ধ করেছে আমায়। তাই আজও নতুন কোনো বইয়ের সন্ধান পেলে টিফিনের টাকা জমাতে থাকি বইটি ক্রয় করার জন্য। আজও ক্লাস চলাকালীন পিছনের বেঞ্চে বসে পড়া শুরু করি আমার প্রিয় বইগুলো।

নাম : মোঃ সাইমুম হাসান
কলেজ নম্বর : ১৪২৬৬
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : ঘ (প্রভাতি)

শিক্ষা তুমি কী?

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড-এই বাক্যের সাথে পরিচিত নয় এমন ব্যক্তি মেলা ভার। সেই ছোটবেলা হতে আমাদের বাবা-মা আমাদের স্কুলে পাঠিয়েছেন শিক্ষা অর্জনের জন্য। আজও ব্যাগ ভর্তি বই নিয়ে শিক্ষাকে মনে ধারণের জন্য স্কুলে-কলেজে ছুটছি। এই শিক্ষা অর্জনের সময়কাল হয়তোবা মৃত্যু পর্যন্ত।

শিক্ষা আসলে কী? শিক্ষা এমন এক দরজা যেটা দিয়ে আমরা মনুষ্যত্বের ঘরে প্রবেশ করি।

সক্রেটিস ও প্লেটো বলেছেন, "নিজেকে জানার নামই শিক্ষা।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিকাশই শিক্ষা।"

"দেহ, মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনকেই শিক্ষা বলেছেন- মহাকবি মিলটন।

এই মহান মনীষীদের সংজ্ঞাগুলোকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই- "নিজেকে জানার নামই শিক্ষা।" সক্রেটিস ও প্লেটোর এই বাক্যে রয়েছে অফুরন্ত ভাবনার আখ্যান। তাঁর এই বাক্য দ্বারা দুইটা পর্যায়ে যাওয়া যায়,

(১) আপনি স্রষ্টা
(২) আপনি সৃষ্টি

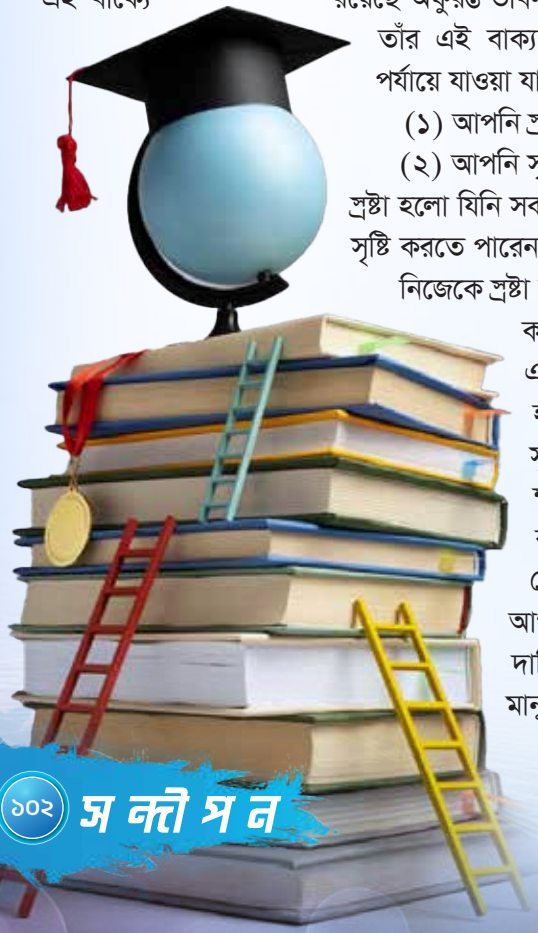

স্রষ্টা হলো যিনি সকল কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। আপনি নিজেকে স্রষ্টা বলে দাবি করলে আপনি এক পরমাণু হাইড্রোজেন সৃষ্টি করার ক্ষমতাও রাখেন না। সেই হিসেবে আপনার স্রষ্টার দাবি ব্যর্থ। মানুষ যা তৈরি করে তা সৃষ্টির রূপান্তর মাত্র।

আবার এই পৃথিবীতে আপনার হঠাৎ আগমন ঘটেনি। কোনো কিছুই নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারে না। অর্থাৎ আপনি নিজেকে সৃষ্টি বলে দাবি করতেই পারেন। সকল সৃষ্টিরই স্রষ্টা আছে। সুতরাং আমি আপনাকে স্রষ্টার কথা বলছি।

আজ শিক্ষা অর্জন শেষে আমরা শিক্ষকদের সম্মান করতেই ভুলে যাই। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পর্যায় যেখানে শিক্ষার্থীরা দেশ পরিচালনার পূর্ব প্রস্তুতি নেয় সেই জায়গার শিক্ষার্থীদের আচরণে আমরা মাঝে মধ্যেই লজ্জিত হই। র‍্যাগিং, বুলিং, শিক্ষকদের গায়ে হাত তোলা, মায়ের জাতিকে অসম্মান করা এগুলোতো শিক্ষার অংশ নয়। তবে শিক্ষা কি শুধু সার্টিফিকেট অর্জনের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এসএসসি, এইচএসসি ডিগ্রী অর্জন করে যদি চরিত্রকে গঠন করতে না পারি, নিজেকে মনুষ্যরূপ দিতে না পারি তবে আমাদের এ অর্জন ব্যর্থ ও নিষ্ফল। সুতরাং সত্যের পথে চলার জন্য সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য ডিগ্রী অর্জন করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ও জন মিল্টনের ভাষায় মনের অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিকাশ এবং দেহ, মন, আত্মা এ তিনের উৎকর্ষ সাধন অর্থাৎ নীতি নৈতিকতার উন্মোচন যা ধর্মের মাঝেই পাওয়া যায়। আর এই শিক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন মুহাম্মাদ (স.), ঈসা (আঃ), মুসা (আঃ), গৌতমবুদ্ধ। আর কবির ভাষায়-

মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা, মুসা পেল সত্যের পরিচয়।

সুতরাং, আমি আপনাকে ধার্মিক হতে বলছি। কোনো ধর্মই আপনাকে নগ্নতা, অশ্লীলতা শেখায় না, অপরাধ করতে বলে না। ধর্মই আপনাকে পবিত্র করতে পারে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিকস জীবিকার উৎস সন্ধানের উপায় মাত্র কিন্তু কখনোই শিক্ষার মশাল হিসেবে জ্বলতে পারে না। আবার এমন হাজার মানুষ আছেন যারা ধর্মের নিকট আত্মসমর্পণ করে নিজের দর্শন পরিবর্তন করেছেন। অতএব, ধর্মই শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব অর্জনের প্রথম ও শেষ ঠিকানা।

English

Write Up

Name : Mahmud Ul Arafat
College ID : 12723
Class : V, Section : C (Day)

Friendship

If you want love,
You'll need friendship.
If you want pleasures,
You'll get it from friendship.
If you want glowing happiness,
You can take it from friendship.
Friendship is needed,
You can realize it,
After making a friendship.
But a real is very rare,
Who can give for you blood,
Tears and care?
A true friendship is not so easy,
Either it is hard, puzzled and mazy.
A false friendship is bad.
Destroys life,
But a true friend can give you
Sweet peace in life.
While making friendship,
Listen to your heart,
Soul and mind
You can find what is
Your friends good side.
Friendship is kind,
Friendship is trust,
Let's promise our friend
That you won't leave them,
Whatever says the earth.

Name : Md. Nahrur Rahmah Adrito
College ID : 12777
Class : V, Section : B (Day)

Mr. Sun

Mr. Sun, Mr. Sun,
Shine on the ground.
What a beautiful face you have!
Big and round!
If you give us light,
We can see everything bright ,
We are helpless without you
So we are happy and proud with you
Please Mr. Sun,
Shine on the ground.

Name : Tarhfin Zahi
College ID : 10249
Class : VII, Section : E (Day)

MUJIB The Greatest Leader

He was born in Tungipara, a land of green and gold.
He grew up with a passion for freedom, brave and bold.
He joined the Muslim League, but soon he realized
That East Bengal needed a voice not to be marginalized.
He formed the Awami League, a party of the masses.
He fought for autonomy, against the ruling classes.
He won the election, but was denied his right .
He declared independence and ignited the fight.
He was imprisoned, but his spirit soared high.
He inspired his people to resist and defy.
He was released and returned to his nation.
He became the President and received ovation.
He faced many challenges, but he never gave up.
He tried to build a country, that was prosperous and just.
He was assassinated, but his legacy lives on.
He is Bangabandhu, the Father of Bengali Nation.

Name : Lesan Ahmed
College ID : 15314
Class : IX, Section : D (Morning)

Waiting For A Glimpse

I am standing alone in the wind,
May memories swim in my mind.
What a moment of gazing!
Seems that it was a dream.
I will wait beside the window
For looking again your charming glow.
I will wait for thousand years,
Whenever your singing voice will reach in my ears.
I will wait for you many nights,
Whenever you will appear with full of brights.
I know these are all my dreams.
If I could see you again for a glimpse!

Name : Md. Shamin Yeasir
College ID : 14226
Class : XI, Section : C (Day)

Death

Already when I got up from my bed,
I heard a voice inside my head.
I realized a scary creature was standing beside my bed.
Being frightened, I pulled out a gun and shot at his head.
But it wasn't even nearly dead.

It said to me, "It is a useless try.
But you should not cry.
One day everyone will join you and I.
Because they all have to die.
I'll then, let them fly."

Since we had a birth,
We should know our destiny on earth.

Name : Shakhawat Islam Sandid
College ID : 15303
Class : IX, Section : D (Morning)

Emotion

In the realm where feelings bloom,
In colors bright, in shades of gloom,
There lies a force that shapes our day,
The heart's emotion leads the way.

Emotion, like a guiding star,
In happiness, it takes us far,
With joy and laughter as its guide,
It paints our world, a joyful ride.

But when the clouds of sadness loom,
And tears descend like gentle plume,
It's okay to let those tears flow,
For healing comes with letting go.

In fear's embrace, we might feel small,
Yet courage rises, standing tall,
With strength we face what lies ahead,
And conquer fears that once misled.

Love, the glue that binds us tight,
In warmth and kindness, takes its flight,
Connecting hearts in sweet embrace,
A love that time can never erase.

Compassion's touch, a soothing balm,
In empathy, we find the calm,
To understand and lend a hand,
Creating bonds that help us stand.

Anger, too, is part of life,
But wielded well, it can be rife,
For change and justice it can spark,
A force that lights up the dark.

So let our emotions be our guide,
In this rollercoaster, thrilling ride,
For in the tapestry of our heart,
Emotion weaves its precious art.

Name: Mahibul Wasik Mahib
College ID : 14502
Class : X, Section : C (Morning)

Bangladesh's Scenic Beauty

Amidst green fields and skies so bright,
Lies Bangladesh, a land of wondrous light.
Tea gardens and gentle breeze in Sylhet play,
Where tigers roam free in Sundarbans' sway.

Cox's Bazar, where waves kiss sands shores,
Golden sunsets paint the sky with colors galore.
Tranquil rivers weave a calming tale,
Reflecting moonlit nights, dreams set sail.

In paddy fields, farmers toil with care,
Green carpets stretch, as far as eyes dare.
Mango orchards bloom, a sweet delight,
Fragrances that dance, like stars at night.

In Bandarban's hills, where misty veils descend,
Whispers of peace, a beauty without end.
Rangamati's lakes mirror mountains grand,
A serene canvas, painted by nature's hand.

Chattogram's city, by the sea's caress,
Blend of old and new, no less.
In Dhaka's streets, cultures blend,
A tapestry of life, a nation to commend.

Temples and mosques, history's trace,
The people's warmth, their friendly embrace.
In every corner, this land so dear,
The scenic beauty of Bangladesh is clear.
A tapestry of splendor, in nature's grand design,
A symphony of landscapes, forever entwined.

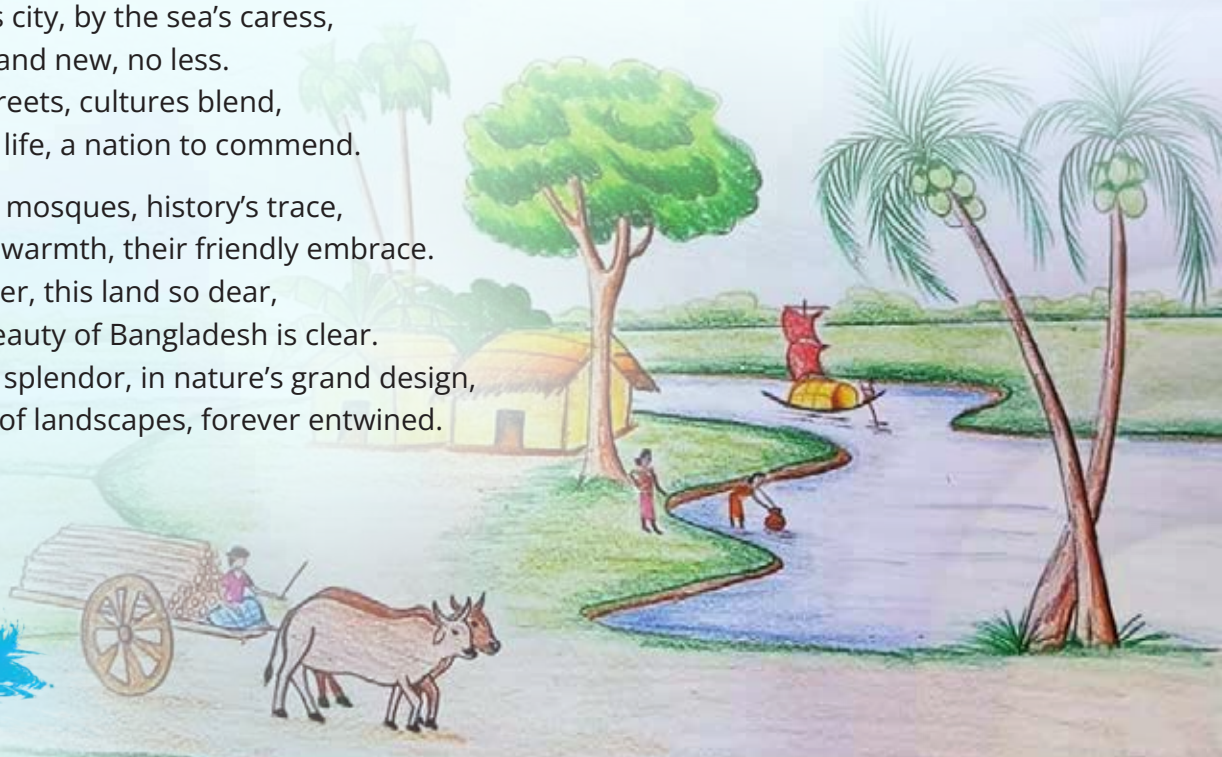

Name : Md. Sadnan Sonet
College ID : 12204
Class : XI, Section : F (Day)

Rainbow on a Rainy Day

After a long bath in the Heaven's harmonious cry,
I saw the seven fragments of the Lord.
But there was nothing but treacherous lie,
O Rainbow! Thou art bent iron rod.

Where are those melodious colors of thee?
For whom doest thou eagerly pray?
Why can't thee make valiant Prometheus free?
O Rainbow! There is no green and blue but gray.

Thou reflect now our seven deadly sins,
Which atones our heart to death.
Lies now lay from temples to dustbins,
O Rainbow! Thy orange is crying Macbeth.

In the eternal curses of Demeter,
I hear only the sounds of outcry.
Blood of ours had been sucked by other,
O Rainbow! To thy glorious Red, say goodbye.

Apollo, the torch bearer of truth,
May have forgotten thee, for thy hypocracy.
Thou have sold thy soul to Helmuth.
O Rainbow! Thy yellow and violet are mere fallasy.

Like the righteous Theseus,
Thou don't bring us the light of justice.
Thou don't carry the oath of Maximus.
O Rainbow! Thy Indigo is the source of vice.
My fair Rainbow! Art thou only the bridge of dead?
Can't thou bridge our dream to life?
I want to see thy evergreen vengeance of red,
In the tip of revenger Hamlet's knife.

Name : Abeed Mahmood
College ID : 17934
Class : VI, Section : E (Morning)

The Journey of Artificial Intelligence: From Start to Now

Introduction: Artificial Intelligence (AI), once a sci-fi dream, is now a powerful force shaping our world. This essay explores Al's origins, key moments, and current impact.

Beginnings and Early Progress: Al's roots go back to the 20th century with visionaries like Alan Turing and John McCarthy. They set the stage for Al by imagining machines that could think. McCarthy's 1956 Dartmouth Workshop officially launched Al as a field.

Challenges and Comeback: Al faced tough times called "Al winters" when progress stalled due to high expectations. But advances in algorithms, computing, and data revived the field. Machine learning, especially neural networks, became vital.

Everyday Al: Today, Al is everywhere. It helps doctors diagnose, predicts stock markets, drives cars, and recommends entertainment. These practical uses show Al can boost efficiency and decisions.

Concerns and Considerations: Al's growth raises questions about jobs, bias, and privacy. People worry about machines becoming too smart. Ethical guidelines now guide Al's responsible development.

Current State and Future: Al is deeply woven into our lives. Chatbots talk like us, cameras recognize faces, and Al improves healthcare and the environment. But we must stay cautious and fair, working on clear and unbiased Al.

Conclusion: Al's can be both useful and harmful for us .In many articles, It is seen that Al will take over the world or lead the world .On the other hand, A1 can also be much useful in our everyday life from starting to finishing. Al's journey, from dreams to reality, has transformed industries and conversations. As we step into an Al-focused future, we must prioritize ethics and ensure Al benefits us all.

The evolution of artificial intelligence, from its humble beginnings to its present state, is a testament to human ingenuity and perseverance. The journey from theoretical concepts to real-world applications has reshaped industries, challenged societal norms, and sparked discussions about the very nature of intelligence and consciousness. As we stand at the threshold of an Al-driven future, it is imperative that we approach its development with caution, foresight, and an unwavering commitment to ethical considerations, ensuring that Al remains a tool for human betterment and progress.

Name : Noor Mohammad Siddiquee
College ID : 11264
Class : VII, Section : E (Day)

The Haunting of Bhoot Bhavan

In a remote village nestled amidst the lush landscapes of Bangladesh, there stood an ancient mansion known as Bhoot Bhavan. The mansion had a sinister reputation; locals claimed it was haunted by malevolent spirits, Few dared to approach it after sunset, and even during the day, the mansion exuded an eerie aura that sent shivers down the spine of anyone who passed by.

In this chilling tale, we follow the journey of eight friends who were curious and adventurous enough to explore the haunted Bhoot Bhavan. Jayan, Ohi, Rakin, Sahil, Lam, Zarif, Yasin, and Mahir were known as the bravest souls in their village. They were determined to uncover the truth about the mansion and disprove the terrifying legends that surrounded it.

One moonless night, they gathered at the entrance of Bhoot Bhavan, armed with flashlights and trembling excitement. The ancient structure loomed before them, casting long shadows that seemed to dance in the dim moonlight.

As they entered the mansion, the creaking of wooden floors beneath their feet echoed eerily through the empty hallways. An unsettling silence enveloped the group, broken only by their anxious breathing.

“Let’s split into pairs,” Jayan suggested. “That way, we can cover more ground and find out if there’s any truth to these ghost stories.”

The friends reluctantly agreed, pairing up and venturing into different rooms. Jayan and Ohi explored the dusty library, Rakin and Sahil delved into the darkened dining hall, while Lam and Zarif made their way to the creepy cellar. Yasin and Mahir, the most skeptical of the group, decided to investigate the upper floors.

As Yasin and Mahir ascended the creaky staircase, they felt a chill in the air, as if a spectral presence watched them from the shadows. The friends dismissed it as a mere figment of their imagination and continued their ascent.

Meanwhile, in the cellar, Lam and Zarif found a collection of old relics. Among them was an ancient Ouija board, its surface covered in strange symbols. Ignoring the danger, they decided to try communicating with the spirits, laughing off any notion of the supernatural.

Back in the library, Jayan and Ohi stumbled upon a journal that belonged to the mansion’s previous owner, Mr. Basu. The journal recounted tales of black magic and occult rituals conducted within Bhoot Bhavan’s walls,

promising eternal power to those who dared to dabble in the dark arts.

Curiosity got the better of the group, and they regrouped in the library to read the journal aloud. As they did so, an eerie presence seemed to fill the room, and the temperature dropped drastically.

A flickering candle on the table caught their attention. They watched in astonishment as the candle's flame danced erratically, as if responding to some unseen force.

Nervous laughter erupted among the friends, but their amusement quickly turned to terror when they heard a disembodied voice whispering through the air. The voice was hollow and spoke in a language they couldn't comprehend.

"Who's there?" Jayan called out, trying to sound brave despite his trembling voice.

No response came, but the room grew darker as if the shadows were closing in on them. Panic spread through the group as they realized they might have awakened something beyond their control.

Back in the cellar, Lam and Zarif found themselves feeling increasingly uneasy as they toyed with the Ouija board. The planchette moved on its own, spelling out cryptic messages that sent shivers down their spines. The messages seemed to correspond with the events unfolding in the rest of the mansion.

As the night wore on, the friends began experiencing paranormal phenomena throughout Bhoot Bhavan. Doors slammed shut on their own, eerie whispers filled the air, and cold gusts of wind seemed to follow them wherever they went.

Yasin and Mahir, who had initially scoffed at the idea of ghosts, were now the most terrified. They rushed downstairs to find the others and escape the haunted mansion. But Bhoot Bhavan seemed to have a malevolent plan of its own.

Every door they approached led to a different room, trapping them in a maze of nightmares. The mansion's layout seemed to shift, disorienting the group and making escape impossible.

Frantic and terrified, the friends eventually regrouped in the grand foyer, their faces pale with fear. They huddled together, seeking comfort in their togetherness.

"What have we done?" Ohi whispered, her voice barely audible above the eerie noises echoing throughout the mansion.

Before anyone could respond, a chilling apparition materialized before them a figure in tattered, ghostly garments, its eyes burning with malevolence. The friends were paralyzed with fear as the spirit glided toward them, its ethereal form exuding a chilling aura.

Just as the situation seemed hopeless, Jayan remembered something from Mr. Basu's journal-a ritual of protection to ward off evil

spirits. Desperation gave him the courage to recite the incantation he had read.

As the words left his lips, the apparition wailed, its form flickering like a dying candle. The friends clung to each other, repeating the incantation, and the malignant presence began to fade.

With a final shriek, the ghostly figure vanished, leaving the mansion engulfed in a profound silence. The friends cautiously looked around, realizing that the paranormal occurrences had ceased.

Exhausted and relieved, they made their way out of Bhoot Bhavan, vowing never to return. As they stepped into the light of dawn, they couldn't help but feel grateful to have escaped the horrors of the haunted mansion.

From that day on, the friends carried the memory of their nightmarish encounter with them. They became advocates for the belief in the supernatural and shared their harrowing tale with anyone willing to listen.

Though they had survived the haunting of Bhoot Bhavan, the experience had changed them forever. They knew that the world held mysteries beyond their understanding, and they would forever respect the unseen forces that lurked in the shadows of their beloved Bangladesh.

And so, the legend of Bhoot Bhavan persisted, passed down through generations as a cautionary tale to never underestimate the darkness that lies dormant in the world around us. For those eight friends, the memory of that fateful night would haunt them, like a chilling echo, forever.

Name : Nahian Sadman Labib
College ID : 12148
Class : VII, Section : D (Day)

The Heartstone Quest: A Magical Friendship Adventure

Once upon a time in a magical village called Kolakanda, five wonderful friends named Masud, Ratul, Farhan, Moffiz, and Kuddus lived happily together. Each of them had special talents that made them unique and special.

Masud was amazing at making things out of wood, and he created the most beautiful objects. Ratul was a talented artist who could paint the most stunning pictures. Farhan had a special gift for talking to animals and making them happy. Moffiz was a clever inventor who made fantastic gadgets. Kuddus had a green thumb and could grow the most beautiful gardens.

Every day, they had so much fun exploring the village, painting pictures, building tree houses, and going on exciting adventures together.

One day, they found a secret cave while wandering in the woods. Inside, they discovered an ancient scroll that told them about a magical crystal called the "Heartstone." This crystal had special powers to bring balance and harmony to the world and make everything peaceful.

The friends decided to go on a quest to find the Heartstone. They believed that with its magic, they could make their village and the world a better place. So, off they went on a grand adventure, facing challenges and overcoming fears together.

As they journeyed through unknown lands, their friendship grew stronger and stronger. They faced scary creatures and solved tricky puzzles, but they always helped each other and worked as a team.

In the end, they reached the heart of a magical forest guarded by a wise spirit. The spirit tested their friendship, and they showed how much they cared for one another.

The spirit was impressed by their unity and revealed the location of the Heartstone. It was high up in the Mowdok Mountains. The friends climbed and climbed until they found the glowing Heartstone.

Carrying the special crystal back to Kolakanda, they used its magic to heal any arguments or disagreements among the villagers. The village became a happy and prosperous place, full of joy and laughter.

Their incredible journey became famous, and people from all over the world came to hear their story. Together, they became ambassadors of peace and friendship, spreading love and kindness wherever they went.

And so, the legend of Masud, Ratul, Farhan, Moffiz, and Kuddus, the truest of friends, was remembered for generations. Kolakanda remained a place of wonder and togetherness, where the spirit of unity thrived forever and ever. The magic of friendship filled the hearts of everyone, making the world a better and happier place.

Name : Md. Tahrim Hossain
College ID : 10402
Class : VIII, Section : E (Day)

Northern Lights

The Northern Lights, or Aurora Borealis, are a dazzling result of intricate interactions between the Sun and the Earth's magnetic field. Here's a simplified explanation of how this mesmerizing natural phenomenon works:

The process begins with the Sun, which constantly emits a stream of charged particles, predominantly electrons and protons, known as the solar wind. Occasionally, the Sun experiences solar flares or coronal mass ejections, releasing larger quantities of these particles into space.

As these charged particles travel through space towards Earth, they encounter our planet's magnetic field. Earth has a magnetic field with north and south poles, and it extends into space. The magnetic field funnels and directs the charged particles toward the polar regions.

When the solar wind particles enter the Earth's atmosphere near the poles, they collide with the gases, primarily oxygen and nitrogen, in the upper atmosphere. These collisions transfer energy to the gas molecules, causing them to become "excited."

As these excited molecules return to their normal states, they release the excess energy in the form of colorful light. Oxygen emissions typically produce green and red colors, while nitrogen can create purples, pinks, and blues. The specific colors and patterns of the Northern Lights depend on the type of gas involved and the altitude of the interactions.

This continuous cycle of charged particles, magnetic fields, and atmospheric interactions results in the stunning and ever-changing display of the Northern Lights that captivates viewers in high-latitude regions near the polar zones.

Name: Mrinmoy Dey
College ID : 10257
Class : VIII, Section : E (Day)

An Experience of an Educational Tour

Study tour means travelling to a historical place for educational purpose of a particular class. It widens our creative and historical perspective.

The study tour of class VIII of my school, Dhaka Residential Model College, was held on 14th May, 2023. We were taken to the Bangabandhu Military Museum. We were a total of 47 students present there and a bus was allotted for other sections. At 9:30 am, we started our dreamly journey with our honourable class teacher Md. Anamul Hassan. Since 47 students is a large number of students, all of us couldn't get seats in the bus. Some students had to stand in the bus throughout the journey. It was our honour to have our respected vice principal with us in the same bus. At first we were given a light breakfast. Throughout the journey, the buses were filled with enthusiastic students gossiping and singing songs. We reached our destination at 9:49 am. The students of other schools were also present along with us. We started our exploration with the first floor which contained the models of some aero planes, helicopters, tanks, ships etc. The instances of the armors and outfits that were used by the people and freedom fighters during 1952-1971 were also there. The second floor had a more descriptive glances of our liberation war. There were the photos of how the country flourished through many ups and downs. A part of the constitution of Bangladesh, the biographies of many valiant freedom fighters, the incidents during liberation war were highlighted there. Besides, the Toshakhana Museum inside it was much historic. It had a huge sculpture of the father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. We ended our tour with the basement of the museum under the first floor. There was a real submarine and other examples of the naval and air force's duties during that time. I captured the most enjoyable moments in my camera. We returned to our school campus at 1:00 pm.

It was a new experience for me to go on a study tour for the first time. I enjoyed the study tour and experienced a lot of things. It's a memorable day of my life.

Name: Tasnimul Tahsan Iltimas
College ID : 15371
Class : IX, Section : C (Day)

The History of a Modern Warfare Tactic

Hello, everyone! Today I am writing to tell you about what "Blitzkrieg" means. You have probably heard this word multiple times or you might even know about what it means. However, for those who don't know what "Blitzkrieg" actually is, this article might be helpful for them or at least I wish so. Anyway, I hope everyone reads this article and makes sure they finally learn what it actually is and how important it is in the modern world.

For beginners, Blitzkrieg is a form of modern warfare which is conducted in lightning speed. The term Blitzkrieg had first appeared in 1935, in a German military periodical Deutsche Wehr ("German Defense"), in connection to quick or lightning warfare. Here is the actual article written below:

Blitzkrieg:

The Lightning War Strategy of World War II

Introduction:

World War II witnessed a revolution in military tactics with the advent of blitzkrieg, a lightning-fast strategy employed by the German armed forces. Blitzkrieg, meaning "lightning war" in German, aimed to achieve swift and overwhelming victories through the coordinated use of speed, surprise, and combined arms. This essay delves into the intricacies of the blitzkrieg strategy, its components, and its impact on the early stages of World War II.

Components of Blitzkrieg:

At its core, blitzkrieg was characterized by several key components that contributed to its success:

1. Combined Arms Approach:

Blitzkrieg hinged on the synchronized use of infantry, tanks, artillery, and aircraft. This combination created a formidable force capable of swiftly breaking through enemy defenses.

2. Speed and Mobility:

The hallmark of blitzkrieg was its emphasis on rapid movement. Tanks and mechanized units led the assault, exploiting weaknesses in enemy lines and disrupting their response time.

3. Surprise and Deception:

The element of surprise was paramount. Blitzkrieg tactics utilized unexpected routes, surprise attacks, and radio silence to catch the enemy off guard, preventing timely countermeasures.

4. Air Support:

Aircraft played a pivotal role in blitzkrieg, offering air support to soften enemy defenses, disrupt communications, and weaken resistance before ground forces arrived.

Execution of Blitzkrieg:

The execution of blitzkrieg followed a distinct sequence of events:

1. Encirclement and Isolation:

Blitzkrieg often involved encircling enemy forces, isolating them from reinforcements and supply lines. This strategic maneuver weakened their ability to resist effectively.

2. Breakthrough and Exploitation:

After breaching enemy lines, fast-moving units exploited gaps to penetrate deep into enemy territory. This disoriented defenders and prevented cohesive resistance.

3. Flexibility in Command and Control:

Blitzkrieg decentralized decision-making, allowing field commanders to adapt to evolving situations. This enabled seizing opportunities and responding swiftly.

Impact and Legacy:

The impact of blitzkrieg was profound, resulting in rapid territorial gains for the German forces in the early stages of World War II. Notable examples include the invasions of Poland, France, and the Soviet Union. The strategy's success was attributed to its ability to create shock, confusion, and psychological disarray among defenders.

However, as the war progressed, opponents adapted to the blitzkrieg strategy. Improved defenses, flexible counter-tactics, and changing circumstances lessened its effectiveness. Nonetheless, blitzkrieg left an indelible mark on military tactics, shaping the evolution of modern warfare.

Conclusion:

Blitzkrieg, the lightning war strategy, was a revolutionary approach that redefined military tactics during World War II. Characterized by speed, surprise, and combined arms, it enabled the German forces to achieve swift victories in the initial stages of the conflict. While its impact diminished over time, blitzkrieg's legacy endures as a testament to the power of innovation in warfare, reminding us of the ever-evolving nature of conflict and strategy.

Name: Affan Jawad
College ID : 17135
Class : X, Section : C (Morning)

Quantum Wonders: Superposition and Entanglement

Quantum mechanics, the foundational theory governing the subatomic world, reveals two mesmerizing phenomena: superposition and entanglement. These perplexing principles challenge classical notions of reality and have far-reaching implications for technology and our understanding of the universe.

Superposition allows particles like electrons and photons to exist in multiple states at once. For instance, an electron can have two potential spin directions: up or down. In quantum physics, the electron can be in a superposition of both spin up and spin down, meaning that it has no definite spin until measured. When observed, the superposition collapses into one of the two possible outcomes, with a certain probability. This is similar to flipping a coin that can land on heads, tails, or both at the same time until observed.

Entanglement is the concept of two or more quantum systems becoming linked in such a way that their states cannot be described individually, even if they are separated by large distances. For example, two electrons can be entangled in such a way that their spins are always opposite to each other, regardless of how far apart they are. This means that measuring the spin of one electron will instantly reveal the spin of the other, without any physical interaction or communication. This is like having two coins that are always synchronized, so that if one lands on heads, the other will land on tails, and vice versa.

Entanglement and superposition are two concepts that can result in a huge variety of inventions and scientific discoveries. Some might suggest that quantum computing is the most fascinating of them all.

Quantum computing harnesses the unique properties of superposition and entanglement to perform computations that would be practically infeasible for classical computers. Quantum bits, or qubits, are the fundamental units of quantum information. They can represent both 0 and 1 simultaneously due to superposition. By manipulating qubits and entangling them, quantum algorithms take advantage of quantum interference and parallelism, exponentially enhancing computational capabilities. Tasks such as factoring large numbers, simulating complex systems, and breaking cryptographic codes are expected to be accomplished more efficiently and rapidly through quantum computing.

The concepts of entanglement and superposition challenge our classical understanding and conception of reality. These phenomena offer us a fascinating frontier for scientific exploration, with the potential to revolutionize technology and reveal profound insights into the very nature of the universe.

Name: Ragib Shahriar
College ID : 12220
Class : XI, Section : B (Day)

Financial Literacy

In today's fast-paced world, understanding money is more important than ever. Financial literacy, which means knowing how to manage your money wisely, is a skill that everyone should have. Whether you're a student, a young adult just starting out, or even a parent, being financially literate can help you make smart decisions and achieve your goals.

What is financial literacy?

Financial literacy is like having a map to guide you through the world of money. It's all about knowing how to earn, save, spend, invest, and share your money in ways that benefit you and your future. Think of it as learning the ABCs of money management.

Why is financial literacy important?

Imagine you're planning a trip to a new place. You wouldn't go without a map or GPS, right? Similarly, without financial literacy, you might make mistakes with your money that could lead to trouble. Learning about finances can help you avoid debt, build savings, and plan for the things you want in life.

Earning money

The first step in financial literacy is understanding how to earn money. Whether it's through a job, allowance, or even selling things you don't need, earning money is the foundation of your financial journey. Remember, every single money you earn is a step closer to achieving your dreams.

Saving and budgeting

Once you start earning money, it's important to learn how to save and budget. Saving means setting aside some money for the future. Imagine saving up for a new video game or a special outing with friends. Budgeting, on the other hand, means creating a plan for how you'll spend your money. It's like deciding how much money to spend on snacks, toys, and other things you enjoy.

Spending wisely

When it comes to spending, it's essential to make wise choices. Ask yourself if something is a "need" or a "want." Needs are things you must have to live, like food and clothing. Wants are things you'd like to have, but you can live without. By making smart choices about spending, you can make your money go further.

Understanding credit and debt

Credit is like borrowing money that you promise to pay back later. It's important to use credit wisely and only when necessary. Debt is what happens when you owe money to someone. Too much debt can be a problem, So it's best to avoid borrowing more than you can afford to repay.

Investing for the future

Investing means putting your money into things that have the potential to grow in value over time. While investing might sound like something only grown-ups do, it's never too early to start learning about it. Investing can help your money grow, which can be useful for big goals like buying a car or going to college.

Giving back

Financial literacy isn't just about saving and spending for yourself. It's also about learning to give back to others. Donating to charity or helping those in need can be a rewarding way to use your money for good.

Tips for building financial literacy

1. Start Early: The earlier you start learning about money, the better. Ask your parents or teachers for guidance, and read books or articles about finances.

2. Set goals: Decide what you want to achieve with your money. Whether it's buying a new toy, saving for a trip, or planning for college, having goals will help you stay motivated.

3. Learn from mistakes: It's okay to make mistakes with money, as long as you learn from them. If you spend all your allowance too quickly, think about how you can budget better next time.

4. Ask questions: Don't be afraid to ask questions when you're unsure about something. There's no such thing as a silly question when it comes to learning about finances.

5. Be patient: Building financial literacy takes time. Just like learning a new sport or instrument, practice and patience will help you improve.

Conclusion

Financial literacy is like a superpower that can help you make the most of your money. By understanding how to earn, save, spend, invest, and share wisely, you can set yourself up for a successful and fulfilling future. So, start learning today, and remember, your journey to financial literacy is an investment in yourself!

Name : Md. Munsif Zoha
College ID : 19797
Class : XI, Section : F (Morning)

A Thrilling and Memorable Trip to Sundarbans

Our country, Bangladesh, is not only well-decorated with her green grassier natural beauty but also with her biodiversity. I am very lucky to have the experience to visit a beautiful place which has both greenish beauty and biodiversity. And of course it is the Sundarbans.

We went to Sundarbans in February 2022 with my father's friends and their family members. The name of our ship was M.V. Rainbow. At night we left Khulna by ship. Lying in the cabin and watching the cement factory, naval jetty, coal factory from the window, I did not realize when I fell asleep. In the morning when I woke up to my mother's call, I looked out and saw the beautiful atmosphere around me. We were in the silent and beautiful forest and our ship was moving forward through the middle of the river. Beautiful and graceful trees such as Sundori, Goran, Geoa, Keora, Golpata etc. were welcoming us to a new environment. Everyone took tea and ate biscuits and first we went out to "Harbaria Eco-Tourism Center". There we walked through the forest on a wooden path and saw tiger's footprints instead of tiger at one place. Then we went to Sundarbans – "Sarankhola" range. There we saw a range office and walked along the sea. We had breakfast and we didn't go anywhere else on that day. Standing on the roof of the ship in such a pleasant environment we were out of mobile network. We saw the charming views of the Sundarbans on the both sides. Next day, we went to "Jamtala Sea Beach". We walked for long time through the forest. It was very exciting and scary. We occasionally saw deer in the distance. And where there are deer there is a possibility of presence of tigers. So, we were careful on the way. Suddenly a little monkey swooped an apple away from my hand. I was at a loss to see that. At last we reached the seashore. There I wet my feet in the water and picked some oysters. Then we came back from there and on the way we also saw the watch tower. After that our destination was "Katka Office Para". There we walked through the forest on a wooden platform and came to the side of Katka's office. Coming there, we saw a group of beautiful deer. They were running around and eating leaves. Many were feeding leaves to deer. I also stood for a while with the leaves in my hands and some deer fearfully came forward and ate the leaves from my hands. It was a great experience for me. Then we entered the dense forest and there was no road. There were pneumatophores under our

feet and the surroundings were not looking good. It was a very scary forest. The guide showed us a place where a deer had been hunted by a tiger some days ago!! According to the guide, it was called 'Tiger's dining'. I was in awe of the place and thrilled. Then we walked along the sea and saw the signs of protection of Sundarbans that it gave to Bangladesh from various cyclones and storms. The big trees that were broken by the storm were still there as ruins. Then we board the boat for the 'Canal cruising'. Forest trees were on both sides and in the middle we were going through a canal to see the deep forest. I liked it a lot. Then we returned to the ship. In the evening, when we started our journey towards home, the quiet surroundings and the river in between looked very beautiful. This 3 days tour was a highlight of my life. Many foreigners rush to our country to see this beautiful Sundarbans. One of the attractions of the Sundarbans is the number of Royal Bengal Tiger but now it has decreased a lot due to various kinds of natural calamities, climate change and especially tiger poachers. Sundarbans protects our country from various storms and calamities. It is a UNESCO recognized World Heritage site and the pride of our country, So we all should protect this forest and its biodiversity.

চিত্রশৈলী

নাম : সৌমিক রায়
কলেজ নম্বর : ১৯৫৬৪
শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : সি (প্রভাতি)

নাম : সালমান ফারসি
কলেজ নম্বর : ১৩২১৩
শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : বি (প্রভাতি)

নাম : শাফাত হোসেন
কলেজ নম্বর : ১৮৬১৪
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : বি (প্রভাতি)

নাম : আইদিদ আহসান
কলেজ নম্বর : ১০৪১০
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : সি (দিবা)

নাম : আবু সালেহ্
কলেজ নম্বর : ১৭৮৯৩
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : খ (দিবা)

নাম : রেহান রেজা ইহান
কলেজ নম্বর : ১৩১৫৮
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : ই (দিবা)

নাম : ফাহাদ রহমান
কলেজ নম্বর : ১৮৭৩৩
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : সি (প্রভাতি)

নাম : ফারহান সাদিক
কলেজ নম্বর : ১২১০৩
শ্রেণি : দশম, শাখা : এফ (প্রভাতি)

নাম : মোঃ জুনাইদ আল সামি
কলেজ নম্বর : ১৯৭২৩
শ্রেণি : দশম, শাখা : ই (প্রভাতি)

নাম : জুনায়েদ আহমেদ খান
কলেজ নম্বর : ১৮৪২৫
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : ই (প্রভাতি)

নাম : জারিফ রহমান
কলেজ নম্বর : ১৫৪০০০৮
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ই (দিবা)

নাম : মাহির আফসার মাহিন
কলেজ নম্বর : ১৬৯৬৭
শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : ই (প্রভাতি)

নাম : মোঃ মুশতাক সিদ্দিক
কলেজ নম্বর : ১২৮৬০
শ্রেণি : নবম, শাখা : (দিবা)

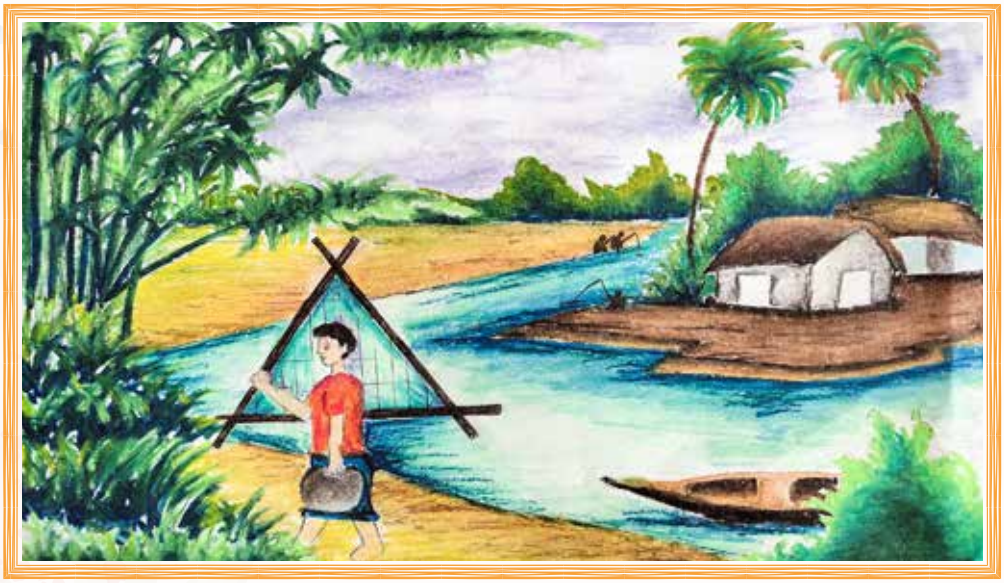

নাম : জুবায়ের ইসলাম তানিম
কলেজ নম্বর : ১০২৩৮
শ্রেণি : অষ্টম, শাখা : বি (দিবা)

নাম : মুহাম্মদ নিহান নাজাইর
কলেজ নম্বর : ১৯৪৩১
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : বি (প্রভাতি)

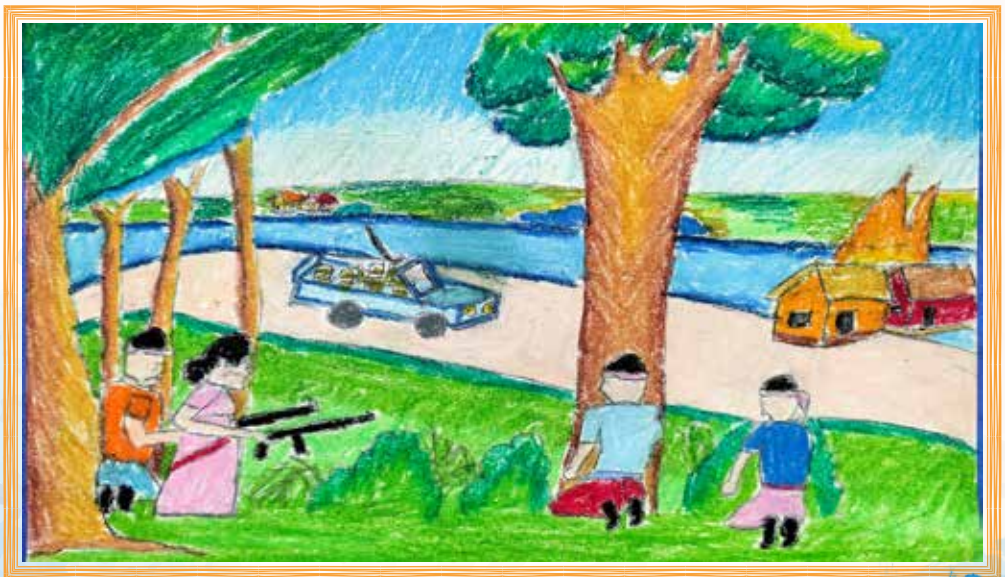

নাম : রাফি আল মাশরাফি
কলেজ নম্বর : ১৯৮৪৫
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা : ডি (প্রভাতি)

নাম : রাইয়ান কবির
কলেজ নম্বর : ১২০২৪
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : ই (প্রভাতি)

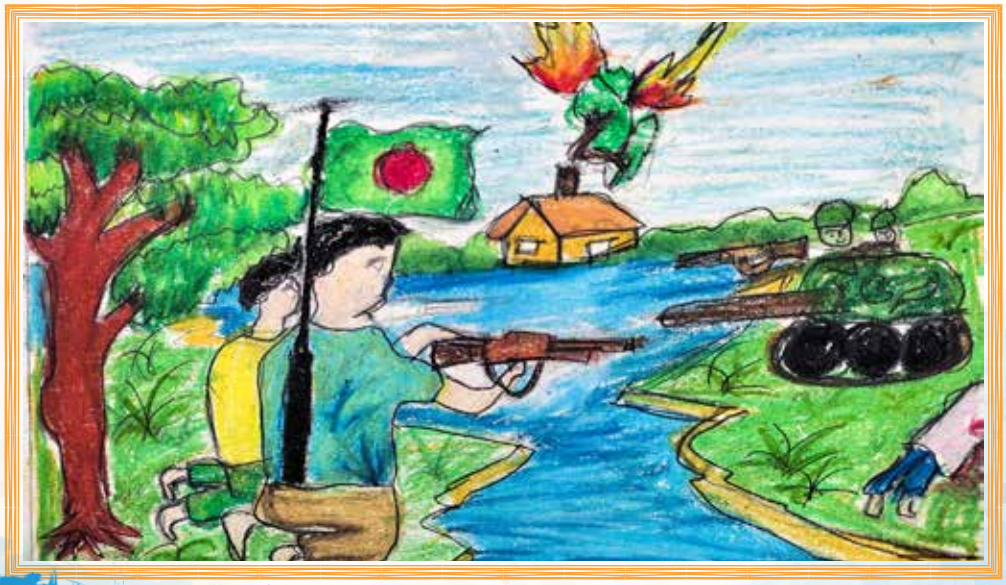

নাম : মোঃ রাগীব আহমেদ
কলেজ নম্বর : ১৩০৯৮
শ্রেণি : পঞ্চম, শাখা : বি (দিবা)

নাম : শাইয়ান আজিজ
কলেজ নম্বর : ১৫২০০১৮
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ডি (দিবা)

নাম : এ.কে.এম শাহারিয়ার ইফাত
কলেজ নম্বর : ২০৩৩৪
শ্রেণি : একাদশ, শাখা : ক (প্রভাতি)

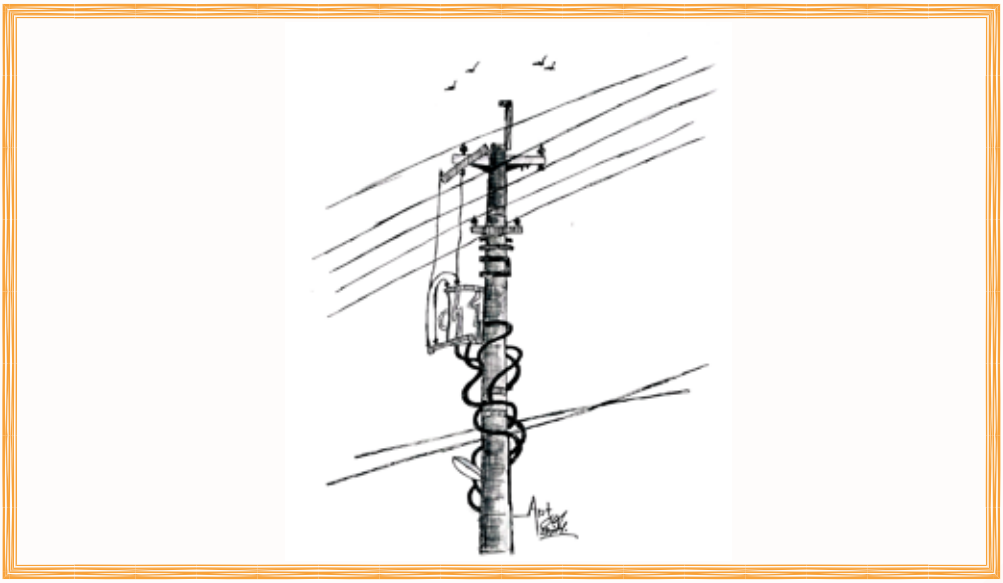

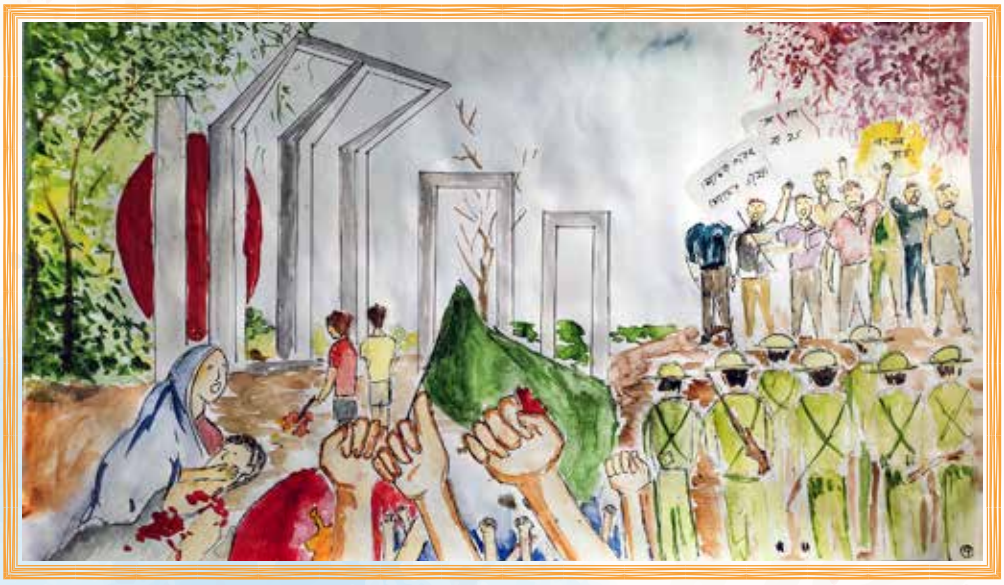

নাম : সিলমি সোহেল
কলেজ নম্বর : ১৫২৩৫
শ্রেণি : দশম, শাখা : ডি (দিবা)

নাম : উমার এ আবরার
কলেজ নম্বর : ২০৪৪০
শ্রেণি : তৃতীয়, শাখা : বি (প্রভাতি)

নাম : উজান মজুমদার
কলেজ নম্বর : ১৭৮৫৬
শ্রেণি : সপ্তম, শাখা : সি (প্রভাতি)

নাম : মোঃ আবু তালহা
কলেজ নম্বর : ১৫০১৯
শ্রেণি : নবম, শাখা : এ (দিবা)

CLUB REPORT

DRMC Science Club
A Year of Inspiration and Success

Introduction:

Inauguration Ceremony of 15th National Science Carnival

Welcome to the realm of scientific exploration and innovation! At Dhaka Residential Model College (DRMC), we pride ourselves on nurturing a passion for science and fostering a community of budding scientists and innovators. At the heart of this scientific fervor lies the DRMC Science Club, an esteemed organization dedicated to igniting curiosity and inspiring countless minds. As one of the premier clubs within Dhaka Residential Model College, the DRMC Science Club stands as a beacon of excellence, continuously striving to push the boundaries of scientific knowledge and discovery. With a rich history of hosting exceptional international events and activating science carnivals, we have become synonymous with innovation and ingenuity.

Chief Club Co-Ordinator and Moderator:

In the vibrant landscape of Dhaka Residential Model College's extracurricular scene, Mr. Nurun Nabi stands as a guiding beacon. As the chief club coordinator, he orchestrates the harmony of all 19 clubs, including our esteemed DRMC Science Club. Nabi sir's guidance is the astute moderation of Muhammad Mustafizur Rahman, an esteemed Assistant Professor in Zoology. With a wealth of knowledge and a passion for academia, he lends invaluable expertise to our club's endeavors, he is also one of the founding members and the first moderator of DRMC Science Club. His mentorship cultivates a fertile ground for scientific exploration, inspiring members to dive deeper into the realms of science and discovery.

Objectives:

The core objectives of the DRMC Science Club are as follows:

1) It works as a platform of all science activities in Dhaka Residential Model College.

2) To inspire students to pursue scientific knowledge vigorously and broaden their scientific outlook.

3) To bring schools and colleges and other Science Clubs close to society and acquaint people with the services and contributions of science.

Board Members of the Science Carnival Giving Memento to The Honourable Minister of Textile and Jute, Jahangir Kabir Nanak MP

4) To develop constructive, exploratory and innovative faculties of the students.

Activities:

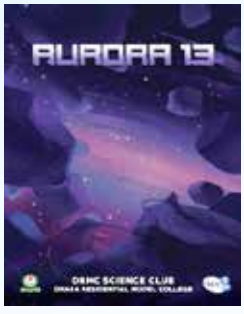

Chief Club Co-ordinator, Moderator and Editors Giving Science Club's Annual Magazine, "Aurora" to the Principal

1) Regular discussions with club members regarding various projects;

2) Scientific competitions;

3) Workshops on various science-related subjects, especially regarding quizzes and Olympiads;

4) Guest lectures from renowned researchers and learned persons.

Intra Workshops and Seminars:

Activation session of WRO:

Saturday, 22nd of July, 2023, with the collaboration of DRMC Science Club and DRMC IT Club, World Robot Olympiad-Bangladesh arranged an activation session at Dhaka Residential Model College.

Our Chief Guest in this event, Brigadier General Kazi Shameem Farhad Sir, Principal of Dhaka Residential Model College spoke to the interested pupil about the future opportunities and innovations. Our Special guest, Md. Nurun Nabi Sir, Chief Club Coordinator, had a valuable speech dedicated to the future innovators. With the help from our DRMC Science Club Moderator Mohammad

The Main Speaker of the Session

Mustafizur Rahman Sir and DRMC IT Club Moderator Rasel Ahmed Sir and DRMC Science Club Member Secretary Harunur Rashid Sir, we were successfully able to organize this event.

Captivating Poster Exhibition:

Principal, Club Moderator and Club President placing the captivating posters

On July 20, 2023, Thursday, Dhaka Residential Model College Science Club gifted a mesmerizing poster exhibition that celebrated the diversity of the natural world. This extraordinary event showcased 20 beautifully designed posters, each introducing the awe-inspiring realm of animals, birds, and fishes. Under the visionary leadership of Principal Brigadier General Kazi Shameem Farhad (ndc, psc) Sir, and the guidance of Chief Club Co-ordinator Md. Nurun Nabi Sir and the ecstatical enthusiasm of our Club Moderator Muhammad Mustafizur Rahman Sir, this exhibition aimed to promote a deeper understanding and appreciation of the fascinating creatures that inhabit our planet.

Daejayon Foundation Session:

On February 13, 2023, the DRMC Science Club at Dhaka Residential Model College hosted a transformative session on "Green and Sustainable Campus" facilitated by the Daejayon Foundation. The collaboration aimed to instill a sense of environmental consciousness within the college community. Through insightful discussions and practical strategies, students were empowered to embrace sustainable practices and cultivate a greener campus environment. This session served as a catalyst for fostering a culture of environmental stewardship and inspiring tangible actions towards a more sustainable future.

Daejayon Foundation's Members with our Students

Introduction to Astronomy:

On October 19, 2023, at Academic Building 3, the event aimed to ignite the fiery passion for the celestial wonders among the students of Dhaka Residential Model College. The workshop featured two incredible instructors: Adnan Bin Alamgir, a Silver Medalist at the International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) 2023, and Shafqat Rahman, who secured 2nd Runners-up in the Astronomy Olympiad at the 14th DRMC-Summit National Science Carnival 2023. Their expertise and passion for astronomy shone

Principal Sir Giving Speech

through as they guided participants through the wonders of the night sky. The event's highlight was the presence of our esteemed Brigadier General Kazi Shameem Farhad, (ndc, psc).

Visit to BCSIR (Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research):

Students visiting the Lab of BCSIR

DRMC Science club members from class 8 enjoyed a wonderful day at the BCSIR (Bangladesh Council Of Scientific and Industrial Research). The knowledge thirsty students enjoyed the gathering of scientific information & knowledge and also understood the relation of science with industry and agriculture. The students would like to offer a special thanks to the authority for their endless support & hospitality and thanks to the scientists for their zeal and sincerity to spread knowledge among the future scientists. It is hoped that this initiative will be successful in developing science practice among the students of Bangladesh and also contribute in making 'Smart Bangladesh'.

Robotics Workshop:

Vice President Zuniyed Hassan giving speech in the session

On December 18, 2023 DRMC Science Club organized an enriching seminar and workshop, aiming to bolster the knowledge of its members and volunteers in the realm of robotics. Conducted by Zuniyed Hossain, the Vice President of DRMCSC, the workshop provided valuable insights drawn from his experiences in the World Robot Olympiad-2023 Nationals and his recognition as a recipient of the National Tech Award. Participants were immersed in a hands-on learning experience, delving into the mechanics of various robots. They gained practical knowledge about motor drivers, ultrasonic sensors, image and color detection, NodeMcu, Esp-32, Arduino, and an array of microcontrollers. Later on a doubt solving session was done for the members.

Dhaka University Quiz Society Session:

In February 2024, Dhaka University Quiz Society (DUQS) collaborated with Dhaka Residential Model College Science Club (DRMCSC) to host an engaging session aimed at inspiring students to embrace the world of quiz competitions. Led by seasoned speakers from DUQS, the session not only encouraged participation but also clarified the fundamentals of quizzing. An interactive competition further fueled the enthusiasm, providing students with a taste of the thrill of quizzing. With an invitation extended to budding quizzers to join the renowned "5th National Quiz Fest," DUQS showcased its commitment to fostering a culture of intellectual curiosity and competition among students.

DUQS's Session with the club members

Achievements:

The Members of the DRMC Science Club participates in various science and robotics competitions around the country, so the young talents book the ranks in these events and competitions.

The list of achievements throughout this year:

- Adnan Bin Alamgir (Silver Medal, International Olympiad on Astronomy and Astrophysics)
- Zuniyed Hossain (Teen Freelancer and IT Entrepreneur National Tech Award 2023)
- Emtenan Kabir-Abrar Abir (Project Display Champion, 5th National BAFSD Science Festival)
- Mahir Abid Arko (Earth and Environment Olympiad Champion, 9th DCSC International Science Expo)
- Adipto Barua (Chess Champion, 9th DCSC International Science Expo)
- Sajid-Fahim-Mahtasim (Runners up of Robotics Display, BCIC College 2nd Science Festival)
- Nafew-Taha (Project Display Champion, 44th National Science and Technology Week 2023)
- Shafin-Zuniyed-Ariq (Project Display Runners Up, Notre Dame Annual Science Festival 2022)
- Avirup Sarker (Google It 2nd Runner Up, Notre Dame Information Technology Club INIT 3.0)
- Zedan-Zuniyed-Mudassir-Saqlain (Project Dislay Runners up, IUT Beyond The Metrics 2023)

DRMC Social Service Club:
A Practical Classroom of Exercising Humanity

Introduction:

DRMC SOCIAL SERVICE CLUB is one of the renowned clubs of Dhaka Residential Model College. It is a club dedicated to serve the needy and distressed section of the society. The club was established in 2019 by the instructions of Brigadier General Kazi Shamim Farhad Sir, (ndc, psc,) Principal of the College to spread the sense of human values, love and social service among the students. In our society, a considerable number of people live below the poverty line and lead an underprivileged life. The club aims to build productive students and inculcate moral and ethical values in them through proper socialization. The aim of the club is to teach the students the importance of helping the needy and to promote social work for the overall welfare of all people. It has been conducting multifaceted social service activities since its journey.

Club Principles:

"Honest Thoughts, Honest Actions and Humane Values"

The club believes that one-day they will be able to spread these principles among all the students of this country. The club aims to create awareness about social issues, raise funds for welfare projects and provide a platform for students to engage them in social welfare activities.

Activities:

From the very first of its journey the club has carried out different social service activities. Some of them are as follows.

- With the help of students, parents and teachers, distribution of winter clothes to the needy people through representatives of the club in Dhaka and outside Dhaka every year during the winter season.

- Distribution of food aid and daily necessities to the unemployed people during the Corona epidemic with the help of ORWA.
- Raincoat distribution among the rickshaw drivers during monsoon season.
- Organization of webinars for the development and awareness of physical and mental health of the students.
- Conducting cleaning activities to prevent the spread of dengue mosquitoes as part of social awareness.

- Conducting tree plantation programme every year in college campus and outside campus as part of awareness program to protect life, nature and environment.
- Conducting cleanliness drives in college campuses at different times of the year.
- Distribution of food aid and health protection materials among the poor people with the help of Dhaka North City Corporation.
- Organization of Virtual National Mega Festival-2021 to spread the sense of humanity among the students of other educational institutions of the country.
- Social awareness campaign through the club's official Facebook page.
- Organizing anti-drug campaigns, rallies and seminars to make the students aware of consequences of drug.
- To make people aware, hand sanitizer and mask distribution during corona time.
- Distribution of books, school uniforms, money and other necessary educational materials among the poor but meritorious students.

- Distribution of Iftar and good quality foods to the poor and low-income people every year during Ramadan.
- To run voluntary blood donation and encourage others to donate blood, support the dying patients and thus try to save lives etc.
- To arrange free special classes for the students of low income families under the supervision of some experienced teachers.

- Organization of "Annual Fest 2023" in the presence of distinguished teams and guests to encourage the students of various educational institutions of the country to motivate them to be involved in social work from their respective forums.

Club Coordinator and Moderators:

The club is managed by a trusted executive committee headed by the Chief Club Coordinator, Mohammad Nurun Nabi, Associate Professor and the Moderator, MD. Khairuzzaman, Lecturer, and Assistant Moderators Jahangir Alam, Lecturer, and Maidul Haque, Lecturer.

National Festival:

DRMC Social Service Club organized the "1st DRMC International Social Serenity Aid-2023" which took place on 12th & 13th December, 2023. It was a national event organized by the club. The 1st Day of the Fest (12.12.23) was inaugurated by our honourable chief guest Md. Abu Saleh Mostofa Kamal, Director General (Grade 1), Department of Social Services and our very honorable special guest and Chairman Brigadier General Kazi Shamim Farhad Sir, (ndc, psc), Principal of the College (our dear principal and the founder of DRMCSSC), with the presence of our Chief Club Co-ordinator Mohammad Nurun Nabi and some other important guests, sponsors, partners and media.

The 2nd day of the fest (13.12.23) successfully ended with the presence of our honorable chief guest Md. Atiqul Islam, Mayor, Dhaka North City Corporation and very honorable special guest Brigadier General Kazi Shamim Farhad Sir, (ndc, psc), Principal of the College, Chief Club Co-ordinator Mohammad Nurun Nabi and some other important guests, sponsors, partners, media.

Conclusion:

DRMC SOCIAL SERVICE CLUB plays a vital role in serving humanity and inculcating a sense of social responsibility among the students. The club's activities and initiatives are aimed at improving the lives of the needy and underprivileged and promoting social welfare. With a dedicated executive committee and the support of students and faculty, the club continues to make a positive impact on society.

DRMC IT Club

A group of students from Dhaka Residential Model College initiated the establishment of the DRMC IT Club with the goal of enhancing technological skills among students in 2016. This initiative took shape in 2017. Over the past seven years, the DRMC IT Club has strived continuously, emerging as one of the best clubs within the college.

Aims and Objectives:

The DRMC IT Club has been established as a platform for the development and training of technologically skilled students. It aims to enhance the skills of technology-oriented and enthusiastic students, providing them with opportunities to showcase their talents and improve their networking skills. From the beginning, the club has been actively working towards enhancing students' networking skills, along with fostering their talents and proficiency in technology.

Seminars and Events :

The DRMC IT Club has successfully organized six international tech carnivals to date. In 2024, the club will host the "7th DRMC International Tech Carnival" initiative. Regular seminars on programming, robotics, and other related subjects are organized for students associated with the club, aiming to further enhance their technological skills.

In the picture: Students of the DRMC IT Club participating in seminars on programming and robotics.

Shekh Jamal Innovation Grant:

In memory of Sheikh Jamal, the son of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the DRMC IT Club took the initiative to launch the "Sheikh Jamal Innovation Grant" for the first time. The aim of this initiative is to provide a platform for showcasing innovative ideas for startups and entrepreneurs, thereby encouraging a new generation in Bangladesh.

On February 13th, in the auditorium of Dhaka Residential Model College, honorable State Minister for Information and Communication Technology Junaid Ahmed Palak announced the inauguration of the "Sheikh Jamal Innovation Grant." Subsequently, the formal journey of this initiative began.

Achievements and Recognitions:

- Champion of the 12th E-ICON World Contest: A pioneering team from DRMC IT Club, named "Until the EU," developed an app that received international acclaim.
- Finalist of the 11th E-ICON World Contest: DRMC IT Club represented Dhaka Residential Model College and Bangladesh as finalists in the competition.

In the picture: Pioneering members of the DRMC IT Club and the club moderator with the honorable principal.

Remians Art Club

Introduction:

Art, a visual object or experience consciously created through an expression of skill or imagination. The term art encompasses diverse media such as painting, sculpture, printmaking, drawing, decorative arts etc.

Remians Art Club, an organization which inspires young talented artists from all corners of Bangladesh as well as from the international arena to grow, was founded back in 2019. After many obstacles came, including an expected national fest cancellation due to the COVID-19 pandemic, Remians Art Club successfully jumped back on track and followed up some interesting activities. The club has successfully organized 2 national festivals in 2021 and 2022 and expecting to hold its legacy by organizing another festival in 2024.

Activities:

After a successful year in 2022, the club continued to grow as its activities started. The club had the following activities in 2023 -

- Fantasy Kingdom Visit with club members on 18 March, 2023 to attend an Art Competition hosted by Polar Ice Cream
- Collaborated as club partner in Mega Ramadan event hosted by DRMC Islamic Cultural Club on April, 2023
- Dhaka University and National Museum visit with club members on 16 May, 2023
- Hosted 'Winter Art Camp' collaborated with 7 renowned institutions of Dhaka on 2 December, 2023
- We won the best club partner award in the 1st DCCC National Cultural Fiesta organised by Dhaka College Cultural Club
- Our members achieved many valuable prizes in several Intra and National competitions.

In conclusion, our club is not just a gathering of individuals; it is a vibrant community fueled by shared passions and a collective commitment to growth, learning, and camaraderie. As we embark on this journey together, let us embrace the unique opportunities that our club offers to connect, inspire, and create lasting memories.

Remians Art Club is looking forward to the next year to take some great initiatives and boost the club's growth.

DRMC Business And Career Club

Introduction:

DRMC Business and Career Club stands as a beacon of opportunity, fostering the growth and development of students across the nation. Established in 2019, our mission transcends the confines of Dhaka Residential Model College, reaching every corner of Bangladesh. Driven by the belief that businesses are the backbone of any economy, we are committed to nurturing the next generation of innovators, leaders and dreamers.

Chief Club Coordinator and Moderator:

Under the esteemed leadership of our Chief Patron, Brigadier General Kazi Shameem Farhad (ndc, psc) and the guidance of Chief Coordinator Md. Nurun Nabi, along with our dedicated club moderator, Ahasanul Haque Rinku, lecturer of Management at Dhaka Residential Model College, we strive to cultivate a culture of entrepreneurship and career advancement.

Objectives:

- Opportunities to enhance skills and gain practical knowledge about business and career.
- Expanding networks and connecting with professionals.
- Skill based insightful workshops and interactive seminars.
- Industry engagement and explore diverse career paths.
- Fostering leadership skills and promote teamwork.

Activities:

DRMC Business and Career Club has been diligently organising various impactful events. Established nearly five years ago, we embarked on a journey to empower students with valuable knowledge and opportunities for personal and professional growth and organised events like Workshop 1.0, Business Influencia, British Airways Seminar, Workshop 3.0, Japan Studies Seminar, "বইয়ের সাথে বন্ধুত্ব" Workshop and Regular Skill Based Workshop. We have also launched our 1st edition of annual magazine entitled "BIZLIGHT-01".

National Festival:

Our club proudly hosted a national business carnival, showcasing innovation, entrepreneurship, and talent from across the country which is one of biggest business carnivals with more than 3000 participants, 10000 visitors, 100 institutions, 40 partners and sponsors. Agenda of this carnival was to empower youth entrepreneurs, career ambitious individuals and connect them with industry and corporates.

Conclusion:

As we continue our journey, the DRMC Business and Career Club remains steadfast in its mission to empower students, foster innovation, and create opportunities for success in the dynamic world of business and beyond.

The Remians Cultural Club - Where Culture Meets Creativity

Introduction:

In the labyrinthine corridors of Dhaka Residential Model College thrives a bastion of cultural vibrancy - The Remians Cultural Club. Established in the annals of 2023, this club stands as a testament to the indomitable spirit of youth, committed to the noble cause of upholding and propagating the illustrious cultural tapestry of Bangladesh. Within its hallowed confines, students, affectionately referred to as Remians, converge to celebrate the essence of their heritage with zeal and ardour.

Chief Club Coordinator and Moderators:

At the helm of this cultural juggernaut stands Mohammad Nurun Nabi, an erudite Associate Professor, wielding the sceptre of Chief Club Coordinator. Alongside him, Prasun Goswami, an astute Assistant Professor, graces the role of Moderator, guiding the club with sagacity and vision. The esteemed positions of co-moderators find worthy incumbents in the personas of Tamanna Ara, a luminary Lecturer, and Bornali Ghosh, an adroit Assistant Teacher.

Objectives:

Imbued with a noble purpose, the Remians Cultural Club aspires to traverse the realms of creativity and tradition by aiming to:

- Furnish a dais for the blossoming talents of students, where their creative prowess may unfurl.
- Illuminate the corridors of knowledge with the luminance of Bangladesh's cultural legacy.
- Forge bonds of camaraderie among its members, fostering a sense of unity and belonging.
- Cultivate an ambiance conducive to the exchange of ideas and collaborative endeavours.

Activities:

In its tireless pursuit of cultural enrichment, the Remians Cultural Club orchestrates a symphony of activities, including:

- Regular spectacles of cultural prowess, where Remians grace the stage with their artistic flair.
- Intriguing cultural competitions that serve as crucibles for honing talents and fostering healthy rivalry.
- Workshops steeped in the ethos of tradition, where the intricate melodies of traditional instruments echo and the graceful movements of indigenous dance forms come to life.
- Enlightening lectures delivered by venerable sages of cultural lore, enriching the minds of Remians with the wisdom of generations past.

National Festival:

The piece de resistance in the club's calendar is the resplendent National Cultural Festival, a veritable cornucopia of cultural opulence unfurling upon the verdant expanse of the college campus. A carnival of unparalleled grandeur, it beckons participants from far and wide to partake in its festivities. Here, cultural competitions enthral spectators, musical ensembles serenade the soul, and Olympiads test the mettle of contenders. Amidst the mirth and revelry, stalls laden with delectable Bangladeshi delicacies tantalise the palate, whilst artisans ply their trade, showcasing the rich tapestry of indigenous arts and crafts. Beyond mere festivity, this grand event serves as a crucible for cultural exchange, fostering a deeper understanding of Bangladesh's rich heritage.

Conclusion:

In the crucible of the Remians Cultural Club, amidst the clash of tradition and modernity, emerges a beacon of cultural enlightenment. Through its myriad endeavours, this bastion of cultural fervour stands as a testament to the indomitable spirit of youth, dedicated to preserving and propagating the rich heritage of Bangladesh. As Remians continue to imbibe the essence of their cultural legacy, the flame of tradition burns ever brighter, illuminating the path towards a future steeped in the richness of the past.

DRMC Remians Debating Society

Introduction:

There is no alternative to debate for the development of logical and free consciousness. Since its establishment in 2009, Remians Debating Society of Bangladesh's prestigious Dhaka Residential Model College has been working on nurturing rationality through debating. Inspired by the pursuit of understanding the beauty of logic through debate, the renowned debating organization, "Remians Debating Society (RDS)" has been operating from the inception of the college premises, inspiring students to become logical and free thinkers in life by initiating them into debating from the college courtyard.

Chief Club Coordinator and Moderator:

Md. Nurun Nabi, Associate Professor of Philosophy Department at Dhaka Residential Model College, is serving as the Chief Club Coordinator of the Remians Debating Society. Under his adept guidance, the club is managed. The respected moderator of the club, Tarek Ahmed, a lecturer of the Bangla Department of the college, is maintaining the responsibilities with his experienced skill, competence, and leadership.

Objectives:

The main objectives of the Remians Debating Society are:

- To engage students in debating to foster a logical nation in the context of the Fourth Industrial Revolution.
- To prepare students to represent Dhaka Residential Model College in any sector at national or international level.
- To create regular platforms for students to express their freedom of thought through regular debate sessions and assist in their external exposure.
- To attract students to free thinking through the dissemination of various knowledge centers globally.
- To create opportunities for Dhaka Residential Model College students to represent themselves in various national debate festivals.
- To promote logical thinking among students for building a skilled nation in the creation of Smart Bangladesh.

Activities:

Remians Debating Society regularly organizes various workshops to enhance the skills of debaters. Weekly workshops are conducted on various aspects of debate, application of logic, and discussions on various contemporary issues such as economics, politics, and society from a global perspective. We arrange debates between the students of morning & day shift regularly. Alongside enhancing debaters' skills, they are also encouraged to participate in various national festivals. In pursuit of organizational skills development, workshops are conducted by various esteemed debaters nationally and internationally. To achieve real knowledge acquisition, students are taken on visits to various institutions led by respected moderators.

Achievements:

- In 2023, representatives of the Remians Debating Society showed their debating skills at various national events. Notable achievements include:
- Our team won the championship at the National Safe Food Day 2023 parliamentary debate organized by the Bangladesh Food Safety Authority. The team members were Mushfiqur Rahman, Shatadal Bishwas, and Abdullah Al Fahim.
- Our Team "RDS Ekush" emerged as the champion at the "Reignite CCPC National 2023" organized by the Debate Club of Rajuk College. The team members were K.M. Zulkar Nayeen, Nafiul Islam Siddiquee, and Kazi Kavi Nawaz Aalok.
- OUR Team "RDS Ekush" secured the runner-up position at the 5th GSCDC Nationals 2023 organized by the Government Science College Debate Club. The team members were K.M. Zullkar Nayeen and Mushfiqur Rahman, with K.M. Zulkar Nain also earned the title of second-best debater in the tournament.
- Our Team "RDS Unoshottor" Achieved the runner-up position at the NDS Rostrum 1.0 organized by the Navy College. The team members were Hasan Mursalin Shuvro and Kazi Kavi Nawaz Aalok, with Kazi Kavi Nawaz Aalok also became the second-best debater in the tournament.
- Our Team "RDS Unoshottor" secured the runner-up position at the SSACDC Nationals 2023 organized by Safiuddin Sarkar Academy School and College. The team members were Mushfiqur Rahman, Abdullah Al Fahim, and Kazi Kavi Nawaz Alok, also Kazi Kavi Nawaz Aalok also became the second-best debater in the tournament.
- Our Team won the championship of Business debate at BGMEA Presents 1st DRMC Business Carnival . The team members were Shihab Adnan Antor, Ahnaf Abid, and Mohammad Arshil.
- OUR Team "RDS Ekush" achieved the runner-up position at the 1st BUFT Inter College National Debate 2023. The team members for the final were Mushfiqur Rahman, Nafiul Islam Siddiquee, and K.M. Zulkar Nayeen, with this K.M. Zulkar Nayeen also earned the title of debater of the tournament.

- Our team from DRMC won the championship at Anti Corruption School Level Debate Competition - 2023 in Tejgaon area organized by the Anti-Corruption Commission.
- Our regular debater Dhiman Biswas won the Best Debater award of Dhaka Metropolitan in the Individual Debate Segment (Group B) at the National Education Week - 2023 and also secured 2nd place in national level.
- Our team ”RDS Bayanno” secured the runner-up position at the 17th IDC Nationals 2023 in the school category organized by Ideal School and College. The team members were Saiyed Mahmud Martuza, Nafis Bin Reza Nafi, and Ruwaid Al Meheran Shayan.
- Our team “RDS Ekush” secured the runner-up position at the 5th AUSTDC Nationals 2023 organized by Ahsanullah University of Science and Technology. The team members were Dhiman Biswas, Hasan Mursalin Shuvro, and Tasaouf Ahnaf.
- Our team “RDS Ekush” became finalists at the 1st BDC Nationals 2023 organized by BIAM Foundation. The team members were Dhiman Biswas, Hasan Mursalin Shuvro. Also Wasik Aman earned the honor of runner-up in the junior category for multimedia presentation.
- Our team “RDS Unoshottor” became runners-up in the school category at the 17th MGBSDC Nationals 2023 organized by Motijheel Government Boys’ High School. The team members were Ahnaf Abid & Mahir Ahnaf Khan.
- Our debater Dhiman Biswas won the championship at Baroari Debate and secured the second position in the exempore speech competition at the National Speech Festival organized by Notre Dame College.
- Our debater Dhiman Biswas became champion in Global Green School Baroari Debate Competition 2023.

National Festival:

Among the annual goals of the Remians Debating Society, the National Debate Festival holds paramount importance. Our debate festival gathers debaters from different regions of various parts of our country and inner Dhaka to engage in intellectual discourse. On December 7th and 8th, 2023, the 12th DRMC National Debate Festival, featuring both British Parliamentary Debate and Asian Parliamentary Debate formats, took place. With the participation of 100 teams from different institutions, the debating enthusiasts was engaged in logical discussions.

Under the esteemed guidance of honorable Principal and with the cooperation of the authorities, this debate festival, with the participation of over a hundred educational institutions of the country, not only stimulates the budding debaters to articulate reasoned arguments but also enhances their organizational skills. As the anticipation for this annual festival grows, every member of the club eagerly awaits their moment. The National Debate Festival leaves an unparalleled imprint of expertise on the hearts of every debating enthusiast in the arena of Bangladeshi debate.

Conclusion:

Remians Debating Society continues to play an important role in the debating arena of Dhaka Residential Model College and Bangladesh in developing the beauty of reasoning and the logical development of open mind. RDS is working to build the future nation as a creative oratory and rational organization. The activities of Remians Debating Society will continue in Dhaka Residential Model College to develop the logical being of students in building Smart Bangladesh.

DRMC BNCC PLATOON

A Year of Unparalleled Excellence and Dedication

Introduction:

The Bangladesh National Cadet Corps (BNCC) is a voluntary organization that aims to instill discipline, hardship, and patriotism in students while enriching their knowledge and preparing them to become smart citizens of future Bangladesh. The DRMC BNCC Platoon, one of the best Platoons of the army wing of Ramna Regiment, provides an opportunity for college-level students to experience the life of a cadet and compete with a patriotic attitude for future challenges in.

Platoon Commander and Company Adjutant:

The DRMC BNCC Platoon is led by our respected Platoon Commander PUO Md. Abu Syed, Lecturer (English), who has completed the Short Course, Professor Under Officer-13 from Bangladesh Military Academy (BMA) with distinctive achievements. The current Company Adjutant, CUO Muhammad Bin Azad, was a former Cadet Sergeant and In-charge of the DRMC BNCC Platoon. He excelled up to the Cadet Under Officer (CUO) rank due to his excellent performance and dedication and now leads the Bravo Company with great effort. The current platoon incharge is cadet sergeant Al-Fatir.

Motto and Spirit of BNCC:

The motto of the BNCC is Knowledge & Discipline. The spirit of the BNCC is embodied in the volunteers who are trained and prepared to work voluntarily for the nation.

Purpose:

The DRMC BNCC Platoon aims to train students to become good citizens who can render their services to the nation as organized and disciplined volunteers during peace and war.

Achievements:

Amidst the rigors of the Battalion Training Camp in September-2023, PUO Md. Abu Syed not only steered our cadets with precision but also clinched the Best Shooter Award among Platoon Commanders, a testament to his prowess and dedication and also in Central Camp 2024 he achieved the best shooter award among the PUOs. Simultaneously, our Cadet Adjutant, CUO Muhammad Bin Azad, displayed eloquence and versatility, securing the Runner-up position in the Poem Recitation Competition during Battalion Training Camp 2023, adding luster to our platoon's reputation.

The DRMC BNCC Platoon serves as a crucible for forging future military leaders. The exceptional achievements of our cadets in the 92 BMA Long Course and 88 BAFA reflect the dedication and prowess of our platoon's cadet batch-2023.

91 BMA Long Course Green Card:

1. Cadet Lance Corporal Junaed Ullah Jami
2.Cadet Sergeant Ahmed Naveed
3.Cadet Corporal Shadman Khan Dhrubo
4. Cadet Samir Khan Ifraj

92 BMA Long Course Green Card:

1.Cadet Muhammad Amin Eram
2.Cadet Azmaine Arnob Ayash
3.Cadet Sadman Sakib Raiyan

88 BAFA Green Card:

1.Cadet Md. Shahriar Kabir

Furthermore, our ex-Platoon In-charge, Cadet Sergeant Tanvir Rahman Topu, etched his name in history by achieving the Chief of Army Staff Gold Medal from the 84 BMA Long Course, underscoring the caliber of leaders nurtured in our platoon.

Commitment to Societal Betterment:

In addition to our military pursuits, our involvement in the Dengue Prevention and Awareness Program exemplifies our dedication to public health. As winter descended upon us, the DRMC BNCC Platoon organized a poignant Winter Clothes Distribution Program, providing solace to the underprivileged and reinforcing our commitment to community welfare.

Conclusion:

In reflection, the past year stands as a testament to the DRMC BNCC Platoon's commitment to excellence, both on the military front and in our endeavors to uplift society. As we conclude this remarkable chapter, we look forward to another year of surpassing excellence, unwavering camaraderie, and dedicated service. The DRMC BNCC Platoon remains steadfast in its mission to shape principled leaders and contribute meaningfully to the welfare of our community and nation. Here's to a future marked by continued achievements and the indomitable spirit of the DRMC BNCC Platoon.

Unveiling Excellence: DRMCMUNA's Legacy of Diplomacy and Achievements

At the heart of international diplomacy, the Dhaka Residential Model College Model United Nations Association (DRMCMUNA) stands as an emblem of diplomatic prowess and excellence. Established in 2020, this organization has swiftly emerged as a bastion for aspiring diplomats, embodzing a vision rooted in global cooperation and mutual understanding. Through its unwavering commitment to nurturing the spirit of diplomacy, DRMCMUNA has become a thriving hub that fosters intellectual discourse and molds the leaders of tomorrow. Central to its success is Afzal Hossen, a lecturer of English at DRMC and the esteemed moderator of DRMCMUNA. Since his induction on March 1, 2020, Afzal Hossen has played a pivotal role in guiding the association, harnessing his expertise to orchestrate the success of DRMCMUN 2023 and DRMCMUN 2022. His guidance and dedication have been instrumental in shaping DRMCMUNA's journey, elevating it to greater heights as a dynamic and immersive platform for young minds to engage in diplomatic simulations.

The year 2023 marked a milestone in DRMCMUNA's legacy, with the successful execution of DRMCMUN 2023, a testament to the organization's dedication to excellence. This flagship event

brought together students from diverse backgrounds, transcending borders and fostering a collaborative environment. DRMCMUN 2023 showcased an array of activities, including committee sessions, workshops, and engaging keynote speakers. The conference was a triumph of meticulous planning and execution, with each detail contributing to the overall success of the event.

DRMCMUN 2023's achievements were not confined to the conference rooms. The organization actively engaged in community outreach programs, leveraging the power of diplomacy to address real-world issues.

In recognition of its outstanding efforts, the members of DRMCMUNA has received the following awards in the National-level Model UN Conferences:

Adamjee Model United Nations 2023 (Feb 16-18)

Awardee Name	Award Received
Dibakor Roy Dipto	Outstanding Correspondent (IPC)
Murshahun Al Masud Srashad	Outstanding Delegate (NATO)
Khandaker Naheyan Jami Prangon	Outstanding Delegate (UNODC)
Kazi Ryan Islam	Outstanding Delegate (ECOFIN)
Aureek Arefin	Outstanding Delegate (UNCHR)
Arian Ashfian	Best Campus Ambassador

DRMCMUNA recieved the 'Best Delegation Award' in Adamjee MUN Session I

Notre Dame College Model United Nations 2023 (Feb 24-26)

Awardee Name	Award Received
Ishmam Alam Safeer	Outstanding Correspondent (IP)

BNMPC Model United Nations 2023 (July 28-30)

Awardee Name	Award Received
Al Wasi Auhon	Best Correspondent (UNNA)

Oxford International Model United Nations 2023 (Aug 24-26)

Awardee Name	Award Received
Al Wasi Auhon	Outstanding Correspondent (UNNC)

Participants from DRMCMUNA receiving awards in various MUN Conferences

Summerfield International School Model United Nations 2023 (Sep 1-3)

Awardee Name	Award Received
Rubaiyat Rahman	Outstanding Delegate (UNHRC)

DRMCMUNA, within Dhaka Residential Model College (DRMC) and beyond, embodies a mission to cultivate global citizenship and foster diplomatic acumen among students. Within DRMC, it strives to create a vibrant platform where young minds engage in diplomatic simulations, honing critical thinking and leadership skills. Beyond the college, DRMCMUNA envisions transcending boundaries, extending its reach to empower students from diverse backgrounds, promoting international cooperation, and advocating for global issues. Its mission outside DRMC is to bridge cultures, encourage dialogue, and inspire a generation of future leaders dedicated to shaping a more interconnected and harmonious world. DRMCMUNA's vision extends far beyond its immediate community, aspiring to instill values of collaboration, empathy, and diplomacy that transcend geographical borders and cultural differences.

The DRMC Islamic Cultural Club

Introduction:

EC Members & Volunteers- 2023 with Moderator

Dhaka Residential Model College (DRMC) is a renowned institution of education, founded in 1960 in Mohammadpur, Dhaka. The college is renowned for its exceptional academic programmes and for its significant emphasis on Islamic knowledge and culture. However, despite having a range of clubs for different disciplines, there was no specific club dedicated to organizing events celebrating Islamic customs and traditions. To address this issue, the DRMC Islamic Cultural Club was established on 6 May 2021.

Chief Coordinator and Moderator:

The club is managed by a reliable executive committee, led by The Chief Club Coordinator, Mohammad Nurun Nabi, Associate Professor and the Moderator, Muhammad Abdullah Al-Mamun, Assistant Professor.

Objectives:

The primary objective of the DRMC Islamic Cultural Club is to liberate students from the influences of militancy and drugs while spreading the correct history, traditions, culture, education and message of Islam. The club is also committed to creating a platform for students to rise above misconceptions and establish an atmosphere of truth and peace in Islam.

Distribution of Iftar among the poor in the month of Ramadan by the Principal

Activities:

The club has organized various events and programmes, including:

- "Ramadan Calendar Distribution Program 2023" During the holy month of Ramadan, the club took it as their duty to distribute Ramadan calendars to the respected teachers of Dhaka Residential Model College and others.
- "Annual Calendar and Notebook Distribution Program 2023" DRMCICC distributed the annual calendars as well as notebooks as souvenirs to respected teachers of Dhaka Residential Model College as it did in the past years as well.
- "Easy Quran Learning Course 2023" DRMC Islamic Cultural Club arranged this course to ensure that every interested youth gets to learn the Holy Quran easily and make it a habit to read the Holy Quran daily.
- "Ramadan Iftar distribution Program 2023"

The club also arranges teams ready to partake in Islamic competitions such as Hamd Naat, Quran recitation and Quiz, giving the youths a chance to show their talents and skills towards Islam and its culture.

Students in Sahih Quran Teaching Class

Aside from the above mentioned activities, the club also provides one poster each week to help students learn about Islam and Islamic culture. Members of the club come together for an hour twice a month to conduct club activities. Additionally, the club organizes one workshop in every six months and a Quran education programme for college students during the holy month "Ramadan".

National Festival:

Ramadan is the holy month of purification and spiritual development for Muslims all around the world. So, with a view to engaging the young generation with islamic morality and activities, cherishing the beautiful history of Islam along with nurturing the islamic ethics and values, DRMC Islamic Cultural Club gave it their all with a big and prestigious event "1st DRMC Islamic Mega Ramadan Event".

The club organized the inaugural "JMI Group presents 1st DRMC Islamic Mega Ramadan Event 2023" from 27th March to 8th April at our college campus. The event saw enthusiastic participation from over 2000 individuals representing various institutions nationwide.

The fest featured a diverse amount of segments including Hamd Naat, Quran Recitation, Calligraphy Competition, Islamic Olympiad, Quiz and several other exciting segments. Additionally, the club specially organized a Quran Learning Course guided by former 10-minute school instructor, Sheikh Jamal Uddin which was conducted from 27th March to 5th April.

In a gesture of community service, Iftar was distributed among 500 helpless people on 4th April to share hardship and Taqwa of Ramadan.

As guests the club welcomed respected teachers of the college, members, volunteers of the club and hundreds of the college who were expected at the event. Aside from the regular guests, the club also welcomed honorable State Minister of Religious Affairs Md. Faridul Haq Khan, MP, as Chief Guest and Founder Managing Director of JMI Group Mr. Md Abdur Razzaq, as Special Guest with due respect. And the event was presided over by the Honorable Principal of the College Brigadier General Kazi Shameem Farhad, (ndc, psc).

Not only did this prestigious event had many segments including the “Easy Quran learning Course” to spread the touch of the Holy Quran to each and every Muslim soul and youth and many more but also on this event the club published the 1st edition of their Islamic Cultural Magazine “Deen”, which acted as their official souvenir.

Overall, the 1st DRMC Islamic Mega Ramadan Event 2023 was a resounding success, promoting cultural exchange, religious learning and community engagement.

Conclusion:

The DRMC Islamic Cultural Club is a newly established club at Dhaka Residential Model College which is committed to honouring the rich history and culture of the beautiful religion “Islam”. The club may be new, yet it provides a platform for students to showcase their talents and skills in multiple islamic activities while also learning much more about islamic knowledge and the rich culture it holds. The aim of the club is to spread positivity and moral values among all peace-loving people as while spreading harmony and islamic morals.

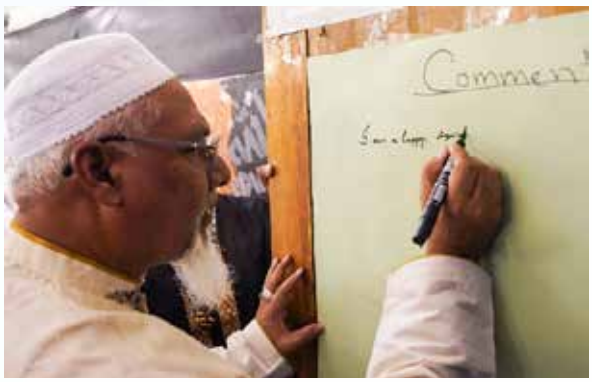

Unveiling of club Magazine “Ad-Deen” by honorable State Minister of Religious Affairs Md. Faridul Haque, MP (Chief Guest)

Honorable State Minister of Religious Affairs Md. Faridul Haque, MP (Chief Guest) giving comment after visiting the Calligraphy Exhibition

DRMC Youth Club

Introduction:

Youth plays the most vital role in shaping the future of a country. It is an essential part of a nation that engages in all the activities going to be initiated. The DRMC Youth Club, a student governed club of Dhaka Residential Model College, has been started to connect students to the world of youth revolution to embrace leadership, creativity and team work with their skills and vision. Students have the mind, students have the skills and where can this practice start from when we have our DRMC Youth Club!

Chief Club Coordinator and Moderators:

The DRMC Youth Club is led by Md. Nurun Nabi, an Associate Professor, who holds the position of Chief Coordinator of all the19 clubs of Dhaka Residential Model College, Habibur Rahman, Assistant Professor of Zoology at Dhaka Residential Model College, serves as the club moderator. Under their leadership, the club has expanded its reach beyond the walls of Dhaka Residential Model College. It provides opportunities for students to learn and grow in each and every sector, showcasing their potentials.

Objectives:

- To provide students with opportunities for personal skills development;
- To enhance leadership quality by giving a particular situation with a particular problem.
- To connect students with the respective vision with a proper guideline.
- To foster teamwork among the students.

Activities:

- Organizing workshops, seminars, and guest lectures by successful people.
- Providing networking opportunities for students to connect with the one they want.
- Conducting skill-building activities such as case studies, situation handling, and group projects
- Working on students' welfare and mental development.

Conclusion:

The DRMC Youth Club has just been launched in DRMC Clubs to lead students for their conventional betterment, better mental health and bright career in the country. With the vision of "Embrace leadership, creativity and teamwork." The club hopes to continue expanding its reach and providing opportunities for students' betterment.

DRMC Math Club

Introduction:

In the labyrinth of academia, where numbers dance and equations weave the fabric of understanding, DRMC Math Club stands proud with its beacon of mathematical brilliance. Since its inception in 2019, this club has been an integral part of the college's intellectual landscape, embodying the spirit of exploration and discovery within the realm of mathematics. Beyond its roots in mathematics, this club has grown to encompass a spectrum of intellectual pursuits, seamlessly entwining the realms of chess, braingames, and speedcubing. Whether it's the silent dance of chess pieces on the board, the intricate puzzles of brain games, or the lightning-fast algorithms of speedcubing, the club provides a nurturing environment for students to cultivate their interests and skills across a range of intellectual disciplines

Chief Club Co-ordinator, Club Moderator and Advisor:

The guiding lights who lead the club are Associate Professor Md Nurun Nabi Sir, the Chief Co-Ordinator of all 19 clubs of the institution, Club Moderator Assistant Professor Md. Wasiul Islam Sir, and Club Advisor Assistant Professor Anadinath Mondal Sir. The combined effort of these dedicated individuals is leading the club to unprecedented altitude.

Objectives:

DRMC Math club operates with a view to implementing the following principal objectives:

Cultivating Mathematical Proficiency:

To foster a deep understanding and appreciation for mathematics among students through engaging activities, workshops, and collaborative learning experiences.

Strategic Braingames Mastery:

To provide a platform for students to enhance their cognitive abilities through strategic braingames, promoting critical thinking, problem-solving, and tactical prowess.

Olympiad Readiness:

Equip students with the necessary skills and knowledge to excel in mathematical competitions and olympiads within the boundary and overseas alike.

Global Participation:

Facilitate opportunities for students to represent DRMC on the global stage by encouraging and supporting their participation in various mathematical competitions and olympiads worldwide.

Institutional Prestige:

To contribute in enhancing the reputation of Dhaka Residential Model College by achieving notable success and recognition in various mathematical competitions, braingames, and olympiads.

Activities

DRMC Math Club accomplishes its objectives through multifarious activities and students participation events throughout the year, such as

- Weekly workshops with club members on various mathematical topics.
- Monthly quizzes and seminars to foster a deep understanding and appreciation for mathematics among students.
- Weekly and monthly online chess competition on global scale.
- Participating in inter-school and inter-college mathematical competitions throughout the nation.
- The first ever national Math seminar of Bangladesh was hosted by DRMC Math Club on 14 January 2023 with Dr. Muhammad Kaykobad as chief guest.

Our Achievements

DRMC Math Club is one of the most active clubs in the college. It has been home to some of the greatest minds in the country. In 2020 founding Vice President Ahmed Ittihad Hasib received the silver medal in IMO. Omar bin Arif secured 16th position out of 500 teams in ISCO in 2021.Tanvir Chowdhury attained the Bronze medal in WCSO 2021. Hossain Mohammed Nahdi achieved the bronze medal in COCI 2022. Radh Chowdhury won the Bronze medal in OWAO 2022. Fuad Al Alom achieved honorable mention in IMO 2022. Sabil Islam attained the bronze medal in IGO 2022. There are also various members who are excelling in different competitions.

Conclusion

DRMC Math club is a nirvana for math enthusiasts. The club's objectives are aimed at providing mentorship and guidance under the leadership of experienced faculty members to inspire and support students in their mathematical and brain games pursuits.

REMIANS LANGUAGE CLUB

Language serves as a crucial medium for human communication, enabling the expression of thoughts, emotions, and ideas. It plays a fundamental role in social interaction, learning, and personal development. The significance of language is evident in its widespread use across cultures, allowing individuals to convey their creativity, emotions, and personal identity. The quote by Roger Bacon, an English Philosopher, emphasizes the profound connection between language and wisdom.

Remains Language Club (RLC) is a student-led organization at Dhaka Residential Model College, dedicated to enhancing the language proficiency of meritorious students nationwide. Established in 2012 under the guidance of Colonel (Retired) Md. Kamruzzaman Khan and Dr. Md. Nurun Nabi, RLC has evolved into one of the oldest and prestigious clubs in the college. Currently, Brigadier General Kazi Shameem Farhad and Coordinator Md. Nurun Nabi oversee the club's activities. With Md. Mujahid Atique as the moderator and Md. Rafsanur Rahman as the member secretary, RLC has thrived for 11 years.

ACTIVITES

The Remians Language Club has consistently proven its prowess in fostering linguistic excellence over the past years. In a culmination of our efforts by the close of 2022, we orchestrated a language-based quiz tailored for the inquisitive minds of students in classes 3 and 4. Recognizing and rewarding academic merit, the highest achievers were bestowed with the unique opportunity to embark on a captivating study tour to the esteemed National Military Museum. This enlightening excursion was meticulously supervised by our dedicated moderator sirs, ensuring an enriching experience for all participants.

Furthermore, our commitment to educational enhancement materialized in a collaborative workshop with IDP IELTS. This initiative aimed at illuminating the path to achieving stellar scores in the IELTS examination, paving the way for students to secure coveted scholarships

for international studies. The wisdom imparted during this workshop resonates with our overarching goal of facilitating academic success on a global scale.

The pinnacle of our endeavors manifested in the grandiosity of the 8th DRMC National Language Festival, held from March 22nd to 24th, 2023. This monumental event, a confluence of linguistic prowess and literary fervor, captivated the attention of students and language enthusiasts nationwide. The festival served as a dynamic platform, allowing participants to showcase their talents in language and literature, fostering a sense of camaraderie among scholars and creatives alike.

This year marks the unveiling of the eighth edition of our revered publication, "DHONI-8," a testament to the triumph of our festival and a literary keepsake for language enthusiasts. We firmly believe it will serve as both a memento of our accomplishments and a cherished bookmark for those passionate about language exploration.

CONCLUSION

As we pause to contemplate our achievements, the Remians Language Club stands resolute in its dedication to excellence. Every day, we endeavor to ascend towards the pinnacle of success, cultivating a vibrant community of enthusiasts deeply devoted to the profound influence of language and literature. Our odyssey exemplifies the enduring ardor for intellectual exploration and the relentless quest for linguistic expertise.

"RLC DOES IT LIKE NO ONE ELSE"

শুচ্ছ ছবি

শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-ক (ই) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-ক (ই) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-খ (বি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-খ (বি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-গ (সি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ তৃতীয়-গ (সি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-ক (ই) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ-ক (ই) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ- খ (বি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ- খ (বি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ- গ (সি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ চতুর্থ- গ (সি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম- ক (ই) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম- ক (ই) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম- খ (বি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম- খ (বি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম- গ (সি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ পঞ্চম- গ (সি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ- ক (ই) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ- ক (ই) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ- খ (বি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ- খ (বি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ- গ (সি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ- গ (সি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ- ঘ (ডি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ ষষ্ঠ- ঘ (ডি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম- ক (ই) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম- ক (ই) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম- খ (বি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম- খ (বি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম- গ (সি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম- গ (সি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম- ঘ (ডি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ সপ্তম- ঘ (ডি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম- ক (ই) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম- ক (ই) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম- খ (বি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম- খ (বি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম- গ (সি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম- গ (সি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম- ঘ (ডি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ অষ্টম- ঘ (ডি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম- ক (এ) মানবিক (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম- খ (বি) বানিজ্য (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম- গ (সি) বিজ্ঞান (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম- গ (সি) বিজ্ঞান (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম- ঘ (ডি) বিজ্ঞান (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম- ঘ (ডি) বিজ্ঞান (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম- ঙ (ই) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম- ঙ (ই) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম- চ (এফ) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম- চ (এফ) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ নবম- (বি/ই) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম- ক (এ) মানবিক (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম- খ (বি) বাণিজ্য (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম- (বি/ই) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম- (বি/ই) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম- গ (সি) বিজ্ঞান (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম- গ (সি) বিজ্ঞান (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম- ঘ (ডি) বিজ্ঞান (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম- ঘ (ডি) বিজ্ঞান (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম- ঙ (ই) বিজ্ঞান (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম- ঙ (ই) বিজ্ঞান (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম- চ (এফ) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দশম- চ (এফ) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- ক (এ) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- ক (এ) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- খ (বি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- খ (বি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- গ (সি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- গ (সি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- ঘ (ডি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- ঘ (ডি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- ঙ (ই) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- ঙ (ই) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- চ (এফ) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- চ (এফ) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- ছ (জি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- ছ (জি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- জ (এইচ) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- ঝ (জে) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ একাদশ- ঞ (কে) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ- ক (এ) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ- ক (এ) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ- খ (বি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ- খ (বি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ- গ (সি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ- গ (সি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ- ঘ (ডি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ- ঘ (ডি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ- ঙ (ই) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ- ঙ (ই) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ- চ (এফ) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ- চ (এফ) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ- ছ (জি) (প্রভাতি)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণিশিক্ষকসহ দ্বাদশ- ছ (জি) (দিবা)- এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

বর্ণিল

২০২৩

পাঠ্য পুস্তক বিতরণ উৎসব-২০২৩

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৩ এ জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কলেজের পুরস্কার গ্রহণ করছেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৩ এ কলেজের পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রদের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয়

অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর শুভ উদ্বোধন

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩ এ উচ্চলম্ফে একজন প্রতিযোগীর প্রচেষ্টা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের ডার্কথ্রো প্রতিযোগিতা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩ এ উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দের একাংশ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩ এ উপস্থিত প্রতিযোগী ও দর্শকদের একাংশ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে সিনিয়র গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হাউসকে ট্রফি প্রদান

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে নারী শিক্ষকবৃন্দ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উদযাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন ও বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর পুরস্কার প্রদান

আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতা-২০২৩ এ বাগান পরিদর্শনরত সম্মানিত বিচারকবৃন্দ

আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতা-২০২৩ এ সজ্জিত বাগান

আন্তঃহাউস বাগান প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর বিচার কাজ চলাকালীন মুহূর্ত

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত দেয়ালিকা

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসের আলোচনায় অধ্যক্ষ মহোদয়

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রবৃন্দ

সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাননীয় মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ সমাবেশে মঞ্চে উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী ডঃ সুলতান বিন আহমেদ আল জাবের ও অধ্যক্ষ মহোদয়

সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাননীয় মন্ত্রীর হাতে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান

সাইন্স কার্নিভাল-২০২৩ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ

সাইন্স কার্নিভাল-২০২৩ এ অতিথিবৃন্দের প্রজেক্ট পরিদর্শন

সাইন্স কার্নিভাল-২০২৩ এ প্রধান অতিথিকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান

বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৩ উদযাপন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক কলেজ ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ

DRMC সোশ্যাল সার্ভিস ক্লাব আয়োজিত সোশ্যাল সেরেনিটির শুভ উদ্বোধন

অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক কলেজের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন

অধ্যক্ষ মহোদয়ের লেখা কবিতার বই 'অনীকের অব্যক্ত কথামালা'র মোড়ক উন্মোচনে উপস্থিত চিত্রনায়ক রিয়াজ

আইডিএলসি আয়োজিত বাংলাদেশ ইকোনোমিকস অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীবৃন্দ

আন্তঃশ্রেণি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রাক্কালে অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উপদেশমূলক বক্তব্য প্রদান

কলেজের বোর্ড অব গভর্নরস এর বিদায়ী সভাপতিকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান

কলেজের গেমস ক্লাব আয়োজিত ন্যাশনাল স্পোর্টস সিমুলেকরা এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

কলেজের বোর্ড অব গভর্নরস এর সভাপতি জনাব সোলেমান খান কর্তৃক কলেজ ক্যাম্পাসে বৃক্ষ রোপণ

টেক কার্নিভাল-২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ী ছাত্রবৃন্দ

ডিআরএমসি আইটি ক্লাব আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল টেক কার্নিভালের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান

ডিআরএমসি সোশ্যাল সেরেনিটি এর সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান অতিথির হাতে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ক্রীড়া বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র ভবন উদ্বোধন

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বোর্ড অব গভর্নরস এর বিদায়ী সভাপতির হাতে সম্মাননা স্মারক প্রদান

প্রথম ডিআরএমসি ন্যাশনাল বিজনেস কার্নিভাল ২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের তত্ত্বাবধানে অগ্নি নির্বাপণের মহড়া

মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে আয়োজিত কর্মশালা

মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল খুলনা কর্তৃক আয়োজিত ভিউজ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে অধ্যক্ষ মহোদয়ের নেতৃত্বে শিক্ষকবৃন্দ

রেমিয়ান মেমোরিয়াল ডে-২০২৩ এ আগত প্রধান অতিথিকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে আয়োজিত কর্মশালায় অধ্যক্ষ মহোদয়ের বক্তব্য

শিক্ষা ভবন-২ এর ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার কক্ষের উদ্বোধন

মিডিয়ায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

স্মৃতি অমলিন

শহিদ অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মনজুরুর রহমান

শহিদ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মনজুরুর রহমান ছিলেন ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। তিনি ১৯৬১ সালের ১৩ মার্চ থেকে ১৯৬৪ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত এই কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কলেজটির প্রতিটি স্থাপনা নির্মাণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তার নিবিড় তত্ত্বাবধানে কলেজের শিক্ষাভবন ও হাউসগুলো অবয়ব পেতে শুরু করে। তিনি ছিলেন একজন মহান শিক্ষক এবং তাঁর প্রগতিশীল প্রশাসনিক দক্ষতায় কলেজ গুণগত উৎকর্ষ লাভ করে। তিনি ছিলেন অমায়িক ও অত্যন্ত বন্ধুবৎসল। এমনকি যখন তিনি ভীষণ জ্বরে অসুস্থ থাকতেন তখনও তাঁকে শ্রেণিকক্ষে, খেলার মাঠে কিংবা ছেলেদের সকালের নাস্তা, দুপুর বা রাতের খাবারের সময় হাউসে পাওয়া যেত। তিনি প্রায়ই নিজে ছাত্রদের খাবার খেয়ে স্বাদ ও গুণগত মান পর্যবেক্ষণ করতেন এবং মধ্যরাতে হাউসে গিয়ে ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবে ঘুমাতে পারলো কি না সে খোঁজখবরও নিতেন। স্নেহের ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন সম্মান ও গৌরবের প্রতীক।

পরবর্তী সময়ে তিনি ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে থাকাকালীন ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী কলেজের গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে তাঁকেসহ একজন শিক্ষক ও একজন বাবুর্চিকে বাংলোর নিচে নিয়ে যায়। সেখানে শিক্ষককে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আঘাত করতে থাকলে অধ্যক্ষ প্রতিবাদ করেন এবং কষ্ট দিয়ে না মেরে একবারে গুলি করে মেরে ফেলার অনুরোধ জানান। পরে তারা অধ্যক্ষ মনজুরুর রহমানকেও গুলি করে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যোগে শহিদ অধ্যক্ষের নামে কলেজের প্রথম হাউস 'জিন্নাহ হাউসের' নাম বদলে রাখা হয় 'শহিদ লে. কর্নেল রহমান হাউস'। ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর হাউসটির নাম '১ নং হাউস' রাখা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮২ সালে '১নং হাউসের' নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'কুদরত-ই-খুদা হাউস'।

শহিদ নিজামউদ্দিন আজাদ

শহিদ নিজামউদ্দিন আজাদ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি এই স্কুল থেকে ১৯৬৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং তাঁর স্কুল নম্বর-১৩৮। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। ১৯৭১ সালে ১১ নভেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি পালিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর বিপক্ষে প্রতিরোধব্যূহ তৈরি করে সহযোদ্ধাদের নিরাপদে পশ্চাদপসরণের সুযোগ করে দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তার অস্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং আহতাবস্থায় শত্রুবাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে। পরে বহু অনুসন্ধানের পরও তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সাবেক শিক্ষার্থীবৃন্দ ও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যোগে এই শহিদের নামে কলেজের 'আইয়ুব হাউসের' নাম বদলে 'শহিদ নিজামউদ্দিন আজাদ হাউস' রাখা হয়। ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর হাউসটির নাম '২নং হাউস' রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৮২ সালে '২ নং হাউসের' নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'জয়নুল আবেদিন হাউস'।

ISBN 978-984-37-0076-6